জুলাই ২০২৫। বর্ষ ৩০। সংখ্যা ৩৪৭

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স

প্রফেসর'স
professorsprokashon.com

বুদ্ধিদীপ্ত ও চৌকশ তারুণ্যের সঙ্গী

- জাতীয় বাজেট ২০২৫-২৬
- বাংলাদেশে গুগল পে
- জুলাই বিপ্লবের ৩৬৫ দিন
- চট্টগ্রামে দেশের প্রথম মনোরেল
- চীনের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতা সংস্থা
- টেস্ট চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকা

ইরান ইসরায়েল যুদ্ধ

চাকরি প্রস্তুতি

- ৪৭ ও ৪৮তম বিসিএস
- Question Bank on New Circular
- Combined Bank Job Model Test
- তথ্যকণিকায় প্রাথমিক শিক্ষা
- সমন্বিত ভাইভা
- ভূ-রাজনৈতিক সংকট ও পানি কূটনীতি
- Legacy of Bank Reform in Bangladesh

সুন্দরবন

বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন

সাম্প্রতিক নিয়োগ ও ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান

সাম্প্রতিক বিষয়ের MCQ

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স

বাংলাদেশ

১. বর্তমানে দেশে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কতটি?
(ক) ৫৩টি (খ) ৫৪টি (গ) ৫৫টি (ঘ) ৫৬টি

২. দেশের ৫৬তম সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কোনটি?
(ক) মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়
(খ) বগুড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
(গ) নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়
(ঘ) সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৩. বর্তমানে দেশে নদী বন্দর কতটি?
(ক) ৫১টি (খ) ৫২টি (গ) ৫৩টি (ঘ) ৫৪টি

৪. দেশের ৫৪তম নদী বন্দর কোনটি?
(ক) সন্দ্বীপ উপকূলীয় নদী বন্দর, চট্টগ্রাম
(খ) হাতিয়া উপকূলীয় নদী বন্দর, নোয়াখালী
(গ) ভোলাগঞ্জ নদী বন্দর, সিলেট
(ঘ) আমতলী নদী বন্দর, বরগুনা

৫. ২০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কতটি ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে?
(ক) ১১১টি (খ) ১১৭টি (গ) ১২১টি (ঘ) ১২৫টি

৬. ২ জুন ২০২৫ ডিজিটাল ওয়ালেটের লাইসেন্স পায় কোন প্রতিষ্ঠান?
(ক) আইপে সিস্টেমস লিমিটেড
(খ) সমাধান সার্ভিসেস লিমিটেড
(গ) ডি মানি বাংলাদেশ লিমিটেড
(ঘ) রিকার্শন ফিনটেক লিমিটেড

৭. দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে নেপালের জলবিদ্যুৎ আমদানি শুরু হয় কবে?
(ক) ২ জুন ২০২৫ (খ) ৭ জুন ২০২৫
(গ) ১২ জুন ২০২৫ (ঘ) ১৫ জুন ২০২৫

৮. ২৮ মে ২০২৫ বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো কোন দেশে আম রপ্তানি শুরু করে?
(ক) রাশিয়া (খ) জাপান (গ) চীন (ঘ) ইরাক

৯. দেশের প্রথম মনোরেল চালু হতে যাচ্ছে কোথায়?
(ক) চট্টগ্রাম (খ) রাজশাহী
(গ) ঢাকা (ঘ) রংপুর

GDP'র সাময়িক হিসাব ২০২৪-২৫

১০. মাথাপিছু GDP কত মার্কিন ডলার?
(ক) ২,৬৪৩ (খ) ২৬৬২
(গ) ২,৬৭১ (ঘ) ২,৬৮৭

১১. মাথাপিছু আয় কত মার্কিন ডলার?
(ক) ২,৫৯১ (খ) ২,৭৯৩
(গ) ২,৭৪৯ (ঘ) ২,৮২০

১২. GDP'র প্রবৃদ্ধির হার কত?
(ক) ৩.৯৭% (খ) ৪.৯০%
(গ) ৫.৮০% (ঘ) ৬.১০%

১৩. কৃষি খাতে অবদানের হার কত?
(ক) ১০.৯৪% (খ) ১১.০২%
(গ) ১২.৪৭% (ঘ) ১৩.৪৭%

১৪. শিল্প খাতে অবদানের হার কত?
(ক) ৩২.৬০% (খ) ৩৪.৭৯%
(গ) ৩৫.৫৫% (ঘ) ৩৭.৪৪%

১৫. সেবা খাতে অবদানের হার কত?
(ক) ৫১.০৪% (খ) ৫১.৬২%
(গ) ৫২.৭৪% (ঘ) ৫৩.০৭%

কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ২০২৪

১৬. ধান উৎপাদনে শীর্ষ জেলা—
(ক) ময়মনসিংহ (খ) নওগাঁ
(গ) দিনাজপুর (ঘ) বগুড়া

১৭. আম উৎপাদনে শীর্ষ জেলা—
(ক) সাতক্ষীরা (খ) নওগাঁ
(গ) রাজশাহী (ঘ) চাঁপাইনবাবগঞ্জ

১৮. পাট উৎপাদনে শীর্ষ জেলা—
(ক) ফরিদপুর (খ) পাবনা
(গ) রাজবাড়ী (ঘ) মাগুরা

১৯. আলু উৎপাদনে শীর্ষ জেলা—
(ক) মুন্সীগঞ্জ (খ) পাবনা
(গ) রংপুর (ঘ) বগুড়া

২০. গম উৎপাদনে শীর্ষ জেলা—
(ক) রাজশাহী (খ) নাটোর
(গ) চাঁপাইনবাবগঞ্জ (ঘ) ঠাকুরগাঁও

২১. পেঁয়াজ উৎপাদনে শীর্ষ জেলা—
(ক) ফরিদপুর (খ) পাবনা
(গ) রাজবাড়ী (ঘ) রাজশাহী

আন্তর্জাতিক

২২. বর্তমান বিশ্বের বৃহত্তম ঋণদাতা দেশ কোনটি?
(ক) জার্মানি (খ) জাপান
(গ) চীন (ঘ) যুক্তরাষ্ট্র

২৩. দক্ষিণ কোরিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট কে?
(ক) লি জুন-সিওক (খ) কিম মুন সু
(গ) লি জ্যা মিয়ং (ঘ) ইউন সুক ইওল

২৪. ৩ জুন ২০২৫ কোন দেশ দুই সন্তান নীতি বাতিল করে?
(ক) জার্মানি (খ) জাপান
(গ) চীন (ঘ) ভিয়েতনাম

২৫. ১ জুন ২০২৫ বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে কোন দেশটি সকল পর্যায়ের বিচারক ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন করে?
(ক) যুক্তরাজ্য (খ) সুইজারল্যান্ড
(গ) মেক্সিকো (ঘ) জাপান

উত্তর

১.	ঘ
২.	খ
৩.	ঘ
৪.	খ
৫.	গ
৬.	খ
৭.	ঘ
৮.	গ
৯.	ক
১০.	গ
১১.	ঘ
১২.	ক
১৩.	ক
১৪.	ঘ
১৫.	খ
১৬.	ক
১৭.	ঘ
১৮.	ক
১৯.	গ
২০.	ঘ
২১.	খ
২২.	ক
২৩.	গ
২৪.	ঘ
২৫.	গ

পপলস রিপাবলিক অব আলবেনিয়া ঘোষণা করা হয় ১১ জানুয়ারি ১৯৪৬

Abdul Wadud

CS CamScanner

২৬. XChat কী?
(ক) মেসেজিং অ্যাপ (খ) সার্চ ইঞ্জিন
(গ) ওয়েব ব্রাউজার (ঘ) উপরের কোনটিই নয়

২৭. ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা MI6'র প্রথম নারী প্রধান হিসেবে নিয়োগ পান কে?
(ক) আলিসন ব্লেইক (খ) র‍্যাচেল রিভস
(গ) ব্লেইজ মেট্রিয়েলি (ঘ) রোজমেরি ক্র্যান

২৮. মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মহাকাশ-ভিত্তিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার নাম কী?
(ক) Golden Dome (খ) Iron Dome
(গ) S-500 (ঘ) MIM-104 Patriot

২৯. বিশ্বের সর্বোচ্চ রেল সেতুর নাম কী?
(ক) Duge Bridge (খ) Chenab Bridge
(গ) Sidu River Bridge (ঘ) Baluarte Bridge

■ ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ ২০২৫

৩০. ১৩ জুন ২০২৫ ইসরায়েল ইরানে কী নামে সামরিক অভিযান শুরু করে?
(ক) Operation Rising Lion
(খ) Operation Litani
(গ) Operation Wooden Leg
(ঘ) Operation Just Reward

৩১. ২২ জুন ২০২৫ যুক্তরাষ্ট্র ইরানের কোন পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা চালায়?
(ক) ইস্পাহান (খ) ফোর্দো
(গ) নাতাঞ্জ (ঘ) উপরের সবগুলো

৩২. যুক্তরাষ্ট্র ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় কোন বোমা দিয়ে হামলা চালায়?
(ক) GBU-57 (খ) GBU-43/B
(গ) PDU-5/B (ঘ) BLU-116

৩৩. যুক্তরাষ্ট্র ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় কোন বিমান দিয়ে হামলা চালায়?
(ক) Seversky P-35 (খ) F-16 Fighting Falcon
(গ) F-35 Lightning II (ঘ) B-2 Spirit

সংস্থা-সংগঠন

৩৪. ২০২৬ সালে ৫২তম G7 শীর্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
(ক) ইতালি (খ) ফ্রান্স
(গ) জার্মানি (ঘ) যুক্তরাজ্য

৩৫. New Development Bank (NDB)-এর বর্তমান সদস্য দেশ কতটি?
(ক) ৭টি (খ) ৮টি (গ) ৯টি (ঘ) ১০টি

৩৬. ১৯ মে ২০২৫ কোন দেশ NDB'র নবম সদস্যপদ লাভ করে?
(ক) ইরান (খ) আলজেরিয়া
(গ) তুরস্ক (ঘ) উরুগুয়ে

৩৭. আন্তর্জাতিক হাইড্রোগ্রাফিক সংস্থার (IHO) বর্তমান সদস্য কত?
(ক) ৯৯টি (খ) ১০০টি (গ) ১০১টি (ঘ) ১০২টি

৩৮. ৭ মে ২০২৫ কোন দেশ IHO'র ১০২তম সদস্যপদ লাভ করে?
(ক) গাম্বিয়া (খ) কিরিবাতি
(গ) বাহামাস (ঘ) আলবেনিয়া

৩৯. ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন কে?
(ক) ফিলেমন ইয়াং (খ) নাসির আহমদ ফাইক
(গ) আনালেনা বায়েরবোক (ঘ) ফিলিপ ত্রেডেলকা

রিপোর্ট-সমীক্ষা

৪০. ২০২৫ সালের বৈশ্বিক শান্তি সূচকে সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ দেশ কোনটি?
(ক) আইসল্যান্ড (খ) আয়ারল্যান্ড
(গ) নিউজিল্যান্ড (ঘ) অস্ট্রিয়া

৪১. ২০২৫ সালের বৈশ্বিক শান্তি সূচকে সর্বনিম্ন দেশ কোনটি?
(ক) ইয়েমেন (খ) সুদান
(গ) ইউক্রেন (ঘ) রাশিয়া

৪২. ২০২৫ সালের বৈশ্বিক শান্তি সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
(ক) ১২৩তম (খ) ১৩৫তম
(গ) ১৪৭তম (ঘ) ১৬৩তম

■ FAO ফুড আউটলুক ২০২৫

৪৩. গম উৎপাদনে শীর্ষ দেশ—
(ক) চীন (খ) ভারত
(গ) রাশিয়া (ঘ) যুক্তরাষ্ট্র

৪৪. ভুট্টা উৎপাদন ও রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ—
(ক) যুক্তরাষ্ট্র (খ) চীন
(গ) ব্রাজিল (ঘ) আর্জেন্টিনা

৪৫. ধান উৎপাদনে শীর্ষ দেশ—
(ক) চীন (খ) ভারত
(গ) বাংলাদেশ (ঘ) ইন্দোনেশিয়া

৪৬. চাল রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ—
(ক) চীন (খ) থাইল্যান্ড
(গ) ভারত (ঘ) যুক্তরাষ্ট্র

৪৭. গম আমদানিতে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
(ক) তৃতীয় (খ) পঞ্চম (গ) সপ্তম (ঘ) অষ্টম

ক্রীড়াঙ্গন

৪৮. বাংলাদেশের দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে কে এশিয়া কাপ আর্চারিতে স্বর্ণ পদক লাভ করেন?
(ক) রোমান সানা (খ) দিয়া সিদ্দিকী
(গ) আবদুর রহমান আলিফ (ঘ) হাকিম আহমেদ

৪৯. ফ্রেঞ্চ ওপেনে পুরুষ এককে চ্যাম্পিয়ন হন কে?
(ক) কার্লোস আলকারাজ (খ) আলেকজান্ডার জাভেরেভ
(গ) আন্দ্রে রুবলেভ (ঘ) বোর্না ক্যাওরিচ

৫০. ফ্রেঞ্চ ওপেনে নারী এককে চ্যাম্পিয়ন হন কে?
(ক) জাসমিন পাওলিনি (খ) ইগা সিওনতেক
(গ) মার্কেটা ভন্দ্রুসভা (ঘ) কোকো গফ

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স

উত্তর

২৬.	ক
২৭.	গ
২৮.	ক
২৯.	খ
৩০.	ক
৩১.	ঘ
৩২.	ক
৩৩.	ঘ
৩৪.	খ
৩৫.	গ
৩৬.	খ
৩৭.	ঘ
৩৮.	গ
৩৯.	গ
৪০.	ক
৪১.	ঘ
৪২.	ক
৪৩.	ক
৪৪.	ক
৪৫.	খ
৪৬.	গ
৪৭.	ঘ
৪৮.	গ
৪৯.	ক
৫০.	ঘ

আলবেনিয়ার রাজধানী ও বৃহত্তম শহর তিরানা

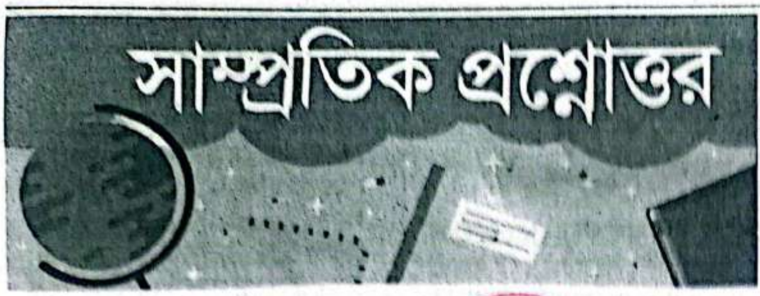

বাংলাদেশ

প্রশ্ন: কিং তৃতীয় চার্লস হারমনি অ্যাওয়ার্ড ২০২৫ সম্মাননা পান কে?
উত্তর: প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

প্রশ্ন: ৩০ মে ২০২৫ অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস ডক্টরেট ডিগ্রি পান কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে?
উত্তর: জাপানের সোকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

প্রশ্ন: বাংলাদেশ বিমানবাহিনীতে যুক্ত হওয়া নতুন রাডারের নাম কী?
উত্তর: জিএম ৪০৩এম (GM 403M)।

প্রশ্ন: দেশের দ্বিতীয় উপকূলীয় নদী বন্দর কোনটি?
উত্তর: হাতিয়া উপকূলীয় নদী বন্দর।

প্রশ্ন: জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস কবে?
উত্তর: ৫ আগস্ট।

প্রশ্ন: বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম এবং বিশ্বের ৫৬তম দেশ হিসেবে জাতিসংঘের পানি কনভেনশনে যোগ দেয় কবে?
উত্তর: ২০ জুন ২০২৫।

প্রশ্ন: বাংলাদেশে প্রথম গুগল পে-এর কার্যক্রম চালু করে কোন ব্যাংক?
উত্তর: সিটি ব্যাংক পিএলসি।

কৃষি পরিসংখ্যান ২০২৪

প্রশ্ন: পেয়ারা উৎপাদনে শীর্ষ জেলা কোনটি?
উত্তর: চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: তুলা উৎপাদনে শীর্ষ জেলা কোনটি?
উত্তর: ঝিনাইদহ।

প্রশ্ন: তামাক উৎপাদনে শীর্ষ জেলা কোনটি?
উত্তর: কুষ্টিয়া।

GDP'র সাময়িক হিসাব ২০২৪-২৫

প্রশ্ন: কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধির হার কত?
উত্তর: ১.৭৯%।

প্রশ্ন: শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধির হার কত?
উত্তর: ৪.৩৪%।

প্রশ্ন: সেবা খাতে প্রবৃদ্ধির হার কত?
উত্তর: ৫.৫১%।

আন্তর্জাতিক

প্রশ্ন: বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে 10G ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক চালু করবে কোন দেশ?
উত্তর: চীন।

প্রশ্ন: Artificial Intelligence (AI) চালিত যুদ্ধবিমানের সফল পরীক্ষা চালায় কোন দেশ?
উত্তর: সুইডেন।

প্রশ্ন: ২৬ মে ২০২৫ জাতিসংঘের কোন সংস্থায় ফিলিস্তিন প্রথমবারের মতো পতাকা উত্তোলন করে?
উত্তর: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)।

প্রশ্ন: ইউরোপের কোন দেশ সমুদ্র সৈকত, পার্ক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধূমপান নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত নেয়?
উত্তর: ফ্রান্স।

প্রশ্ন: সম্প্রতি চাঁদে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্মাণের পরিকল্পনা করে কোন কোন দেশ?
উত্তর: রাশিয়া ও চীন।

প্রশ্ন: ২৭ মে ২০২৫ ইউরোপের কোন দেশের পার্লামেন্ট স্বেচ্ছামৃত্যুর অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়?
উত্তর: ফরাসি ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি (ফ্রান্স)।

প্রশ্ন: আমেরিকা মহাদেশের কোন দেশ ফিলিস্তিনে প্রথম রাষ্ট্রদূত নিয়োগ দেয়?
উত্তর: কলম্বিয়া।

প্রশ্ন: ৭২তম বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতায় মিস ওয়ার্ল্ড খেতাব জিতেন কে?
উত্তর: ওপাল সুশাতা চুয়াংস্রি (থাইল্যান্ড)।

প্রশ্ন: তুরস্কের তৈরি শব্দের চেয়ে দ্রুতগতির চালকবিহীন যুদ্ধযানের নাম কী?
উত্তর: বায়রাক্তার কিজিলেলমা।

প্রশ্ন: বিশ্বের সর্ববৃহৎ শীতাতপ যন্ত্র কোথায় বসানো হয়?
উত্তর: সৌদি আরবের কাবা চত্বরে।

প্রশ্ন: বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিক বি-২ স্টেলথ বোমারু বিমান তৈরি করে কোন দেশ?
উত্তর: যুক্তরাষ্ট্র।

প্রশ্ন: ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটির (IOC) ১৩০ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী ও আফ্রিকান সভাপতি নির্বাচিত হন কে?
উত্তর: ক্রিস্টি কভেন্ট্রি (সাঁতারু)।

প্রশ্ন: আম রপ্তানিতে বিশ্বে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর: মেক্সিকো।

প্রশ্ন: ইরানের নতুন সেনা প্রধানের নাম কী?
উত্তর: মেজর জেনারেল আমির হাতেমি।

প্রশ্ন: অত্যাধুনিক হেলফায়ার ক্ষেপণাস্ত্র কোন দেশের তৈরি?
উত্তর: যুক্তরাষ্ট্র।

প্রশ্ন: সংঘাত নিরসনে চীনের উদ্যোগে গঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থার নাম কী?
উত্তর: International Organization for Mediation(IOMed).

প্রশ্ন: IOMed-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: হংকং।

রিপোর্ট

প্রশ্ন: জাতিসংঘ শরণার্থীবিষয়ক হাই-কমিশনারের (UNHCR) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সাল পর্যন্ত বিশ্বে রাষ্ট্রবিহীন নাগরিক কত?
উত্তর: ৪৪ লাখ।

প্রশ্ন: 'পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ পরিসংখ্যান ২০২৪' এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০২৩ সালে দেশে কৃষি জমির পরিমাণ কত?
উত্তর: ৭২৯১৫.৭৪ বর্গ কিলোমিটার।

ক্রীড়াঙ্গন

প্রশ্ন: বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (BCB)-এর নতুন সভাপতির নাম কী?
উত্তর: আমিনুল ইসলাম বুলবুল।

প্রশ্ন: বাংলাদেশের প্রথম অধিনায়ক হিসেবে টেস্টের দুই ইনিংসেই সেঞ্চুরি করেন কে?
উত্তর: নাজমুল হোসেন শান্ত।

আলবেনিয়ার সরকারি ভাষা আলবেনিয়ান

Abdul Wadud

CS CamScanner

তথ্য প্রবাহ

গত সংখ্যার বাকি অংশ

বাংলাদেশ • ২৫ মে ২০২৫

— সরকারি চাকরি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি।

— জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৬তম জন্মবার্ষিকী।

বাংলাদেশ • ২৬ মে ২০২৫

— 'এক ঠিকানায় সব নাগরিক সেবা' স্লোগানে যাত্রা শুরু করে নাগরিক সেবা বাংলাদেশ।

আন্তর্জাতিক

— মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে আসিয়ানের ৪৬তম শীর্ষ সম্মেলন শুরু হয়।

বাংলাদেশ • ২৭ মে ২০২৫

— বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি।

— চতুর্থ বাংলাদেশ স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হয়।

আন্তর্জাতিক

— ফ্রান্সের আইনসভার নিম্নকক্ষে স্বেচ্ছামৃত্যুর অধিকারবিষয়ক একটি বিল অনুমোদন।

বাংলাদেশ • ২৮ মে ২০২৫

— অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস চার দিনের সরকারি সফরে জাপান যান।

— বাংলাদেশ চীনে প্রথমবারের মতো আম রপ্তানি শুরু করে।

বাংলাদেশ • ৩০ মে ২০২৫

— বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৪৪তম শাহাদাৎবার্ষিকী পালিত হয়।

— বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে অর্থনৈতিক, বিনিয়োগ ও অন্যান্য সহযোগিতা-সংক্রান্ত ছয়টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

জুন

বাংলাদেশ • ১ জুন ২০২৫

— চট্টগ্রামে দেশের প্রথম মনোরেল নির্মাণের জন্য চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সঙ্গে জার্মান প্রতিষ্ঠান ওরাসকম ও মিসরের প্রতিষ্ঠান আরব কন্ট্রাক্টর গ্রুপের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

— ঢাকায় বাংলাদেশ-চীন বিনিয়োগ ও বাণিজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত।

আন্তর্জাতিক

— বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে মেক্সিকোতে জনগণের ভোটে সকল পর্যায়ের আদালতের বিচারক নির্বাচন ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত।

বাংলাদেশ • ২ জুন ২০২৫

— রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিট থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য নির্মিত সঞ্চালন লাইন চালু করে পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ।

— অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি।

— বাংলাদেশ ব্যাংক সমাধান সার্ভিসেস লিমিটেডকে পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার (PSP) হিসেবে লাইসেন্স দেওয়া হয়।

আন্তর্জাতিক

— জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের পঞ্চম নারী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন জার্মানির সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালেনা বায়েরবোক।

বাংলাদেশ • ৩ জুন ২০২৫

— জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি।

আন্তর্জাতিক

— জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয়— বাহরাইন, কলম্বিয়া, গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, লাটভিয়া এবং লাইবেরিয়া।

— 'দুই সন্তান নীতি' বাতিল করে কমিউনিস্ট শাসিত রাষ্ট্র ভিয়েতনাম।

আন্তর্জাতিক • ৪ জুন ২০২৫

— ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপিত ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়ামের ৫০% আমদানি শুল্ক কার্যকর।

— দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন লি জ্যা মিয়ং।

বাংলাদেশ • ৫ জুন ২০২৫

— সংবিধানের ৯৬ নং অনুচ্ছেদ পুনর্বহাল করে আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ।

আন্তর্জাতিক • ৬ জুন ২০২৫

— জম্মু-কাশ্মীরের চেনাব নদীর উপরে নির্মিত বিশ্বের সর্বোচ্চ রেল সেতুর উদ্বোধন।

বাংলাদেশ • ৭ জুন ২০২৫

— পবিত্র ঈদুল আযহা উদ্‌যাপিত।

বাংলাদেশ • ৯ জুন ২০২৫

— চারদিনের সফরে যুক্তরাজ্যে যান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

জুন ২০২৫ সংখ্যার সংশোধনী

পৃষ্ঠা	কলাম	লাইন	যা আছে	যা হবে
০৮	০১	১১	12 May 2024	12 May 2025
৬৮	০২	২৫	for	at
৬৮	০২	২৮	with	to
৬৮	০২	৫০	of	from
৭০	০১	২৪	Othello	Hamlet
৭০	০২	২৩	S.T. Coleridge	P. B. Shelley

আলবেনিয়া শব্দের বাংলা অর্থ আলবেনিয়ানদের দে

আন্তর্জাতিক ♦ ১০ জুন ২০২৫
—আর্জেন্টিনার সাবেক প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিনা কির্চনারের ছয় বছরের কারাদণ্ডাদেশ বহাল রাখেন দেশটির সুপ্রিম কোর্ট।

আন্তর্জাতিক ♦ ১১ জুন ২০২৫
—ইন্দোনেশিয়ার কাছে ৪৮টি অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান বিক্রির জন্যে চুক্তি স্বাক্ষর করে তুরস্ক।

বাংলাদেশ ♦ ১২ জুন ২০২৫
—লন্ডনের সেন্ট জেমস প্যালেসে 'রাজা তৃতীয় চার্লস হারমনি অ্যাওয়ার্ড' গ্রহণ করেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

আন্তর্জাতিক
—এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং ৭৮৭ মডেলের যাত্রীবাহী উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হয়।

আন্তর্জাতিক ♦ ১৩ জুন ২০২৫
—ইরান ইসরায়েলে 'অপারেশন ট্রু প্রমিজ থ্রি' নামক অভিযান শুরু করে।

আন্তর্জাতিক ♦ ১৪ জুন ২০২৫
—যুক্তরাষ্ট্রে ২১তম ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ শুরু।
—বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় দক্ষিণ আফ্রিকা।
—যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর ২৫০তম বার্ষিকী।

বাংলাদেশ ♦ ১৫ জুন ২০২৫
—প্রথমবারের মতো ঢাকায় পৌঁছেন জাতিসংঘের গুমবিষয়ক কমিটির সদস্যরা।

আন্তর্জাতিক
—জি-৭-এর ৫১তম শীর্ষ সম্মেলন কানাডায় শুরু।

বাংলাদেশ ♦ ১৬ জুন ২০২৫
—দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে প্রথম ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি প্রোগ্রাম উদ্বোধন।
—ক্ষতিকর প্রজাতির ইউক্যালিপটাস এবং আকাশমনি গাছের চারা রোপণ, উত্তোলন ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করে গেজেট জারি।

বাংলাদেশ ♦ ১৭ জুন ২০২৫
—জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদ পরিবার এবং জুলাই যোদ্ধাদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন অধ্যাদেশ, ২০২৫' জারি।

আন্তর্জাতিক
—তাইওয়ানের উপকূলীয় জলসীমায় বোমা বহনে সক্ষম চালকবিহীন সামুদ্রিক ড্রোন প্রদর্শন।

আন্তর্জাতিক ♦ ১৮ জুন ২০২৫
—ইরানে হামলার পরিকল্পনায় অনুমোদন দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

বাংলাদেশ ♦ ১৯ জুন ২০২৫
—ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫-এর খসড়া চূড়ান্ত করে নির্বাচন কমিশন।

আন্তর্জাতিক
—টানা দ্বিতীয় বছরের মতো ইসরায়েলকে কালো তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে জাতিসংঘ।

বাংলাদেশ ♦ ২০ জুন ২০২৫
—বাংলাদেশের দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে এশিয়া কাপ আর্চারিতে স্বর্ণ পদক লাভ করেন আবদুর রহমান আলিফ।

আন্তর্জাতিক
—নতুন মহাকাশ কৌশল ঘোষণা করে ফ্রান্স।
—ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি রেভল্যুশনারি গার্ডসের সর্বোচ্চ পরিষদের কাছে যুদ্ধকালীন ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।

বাংলাদেশ ♦ ২১ জুন ২০২৫
—প্রথম বাংলাদেশি অধিনায়ক হিসেবে টেস্টের দুই ইনিংসে সেঞ্চুরি করেন নাজমুল হোসেন শান্ত।
—নতুন করে বাংলাদেশের জন্য ৫০ কোটি মার্কিন ডলার ঋণ অনুমোদন করে বিশ্বব্যাংক।

আন্তর্জাতিক
—তুরস্কের ইস্তানবুলে ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থার (OIC) পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের ৫১তম বৈঠক অনুষ্ঠিত।

বাংলাদেশ ♦ ২২ জুন ২০২৫
—উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট; চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট; নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) অধ্যাদেশ, ২০২৫ এবং নির্দিষ্টকরণ অধ্যাদেশ, ২০২৫ অনুমোদন।

আন্তর্জাতিক
—যুক্তরাষ্ট্র ইরানে 'অপারেশন মিডনাইট হ্যামার' নামক সামরিক অভিযান চালায়।
—মার্কিন হামলার প্রতিক্রিয়ায় ইরানের পার্লামেন্ট হরমুজ প্রণালি বন্ধের প্রস্তাব অনুমোদন।

আন্তর্জাতিক ♦ ২৩ জুন ২০২৫
—আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির (IOC) প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেন জিম্বাবুয়ের ক্রিস্টি কভেন্ট্রি।
—পারমাণবিক স্থাপনায় মার্কিন হামলার জেরে কাতার ও ইরাকের মার্কিন ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইরান।

বাংলাদেশ ♦ ২৪ জুন ২০২৫
—দাঁড়িপাল্লা প্রতীকসহ নিবন্ধন পায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

আন্তর্জাতিক
—ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি শুরু।
—নেদারল্যান্ডসের হেগে দু'দিনব্যাপী ন্যাটো শীর্ষ সম্মেলন শুরু।

বাংলাদেশ ♦ ২৬ জুন ২০২৫
—২০২৫ সালের উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (HSC) ও সমমানের পরীক্ষা শুরু।
—ক্রিকেটে বাংলাদেশের টেস্ট মর্যাদা লাভের রজতজয়ন্তী।

শীর্ষ সংবাদ

৩০ মে	জাপানের সোকা বিশ্ববিদ্যালয় ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে।
"	চীনের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতা সংস্থার যাত্রা শুরু।
০২ জুন	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট উপস্থাপন।
"	নোয়াখালীর হাতিয়াকে দেশের ৫৪তম নদী বন্দর ঘোষণা।
০৪ জুন	উপচার্যের দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে দেশের ৫৬তম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু।
১৩ জুন	ইসরায়েল ইরানে সামরিক অভিযান শুরু করে।
১৫ জুন	নেপাল থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানি শুরু করে বাংলাদেশ।
২০ জুন	বিশ্বের ৫৬তম দেশ হিসেবে জাতিসংঘ পানি কনভেনশনে যুক্ত হয় বাংলাদেশ।
২৪ জুন	বাংলাদেশে গুগল পে সেবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন।

আলবেনিয়ার রাষ্ট্রীয় নাম Republic of Albania

CamScanner

Recent Info Inquiry

Bangladesh

Ques : On what date the government promulgated an ordinance redefining the term 'freedom fighter'?
Ans : 3 June 2025.

Ques : Recently in which area of Bangladesh a preliminary testing has detected traces of natural gas?
Ans : Tartapara village of Jamalpur's Madarganj Upazila.

Ques : The country's first monorail is set to be constructed in—
Ans : Chattogram.

Ques : In which district 56th Public University will be launched?
Ans : Bogura.

Ques : 12 June 2025 Chief Adviser Prof Muhammad Yunus which award received?
Ans : King Charles III Harmony Award 2025.

Ques : What is the size of National Budget for the fiscal year 2025-26?
Ans : Tk 790,000 crore.

Ques : On what date was the National Budget announced for the 2025-26 financial year?
Ans : 2 June 2025.

Ques : On what date Google Pay service officially inaugurated in Bangladesh?
Ans : 24 June 2025.

Ques : First South Asian country to join UN water convention—
Ans : Bangladesh (20 June 2025).

Ques : Newly installed Air Defense Radar at Bogura Radar Unit of Bangladesh Air Force—
Ans : GM 403M.

Ques : What is the position of Dhaka University according to QS World University Rankings 2026?
Ans : 584.

International

Ques : On 30 May 2025 which country formed International Organisation for Mediation (IOMed) in Hong Kong?
Ans : China.

Ques : On what date U.S. Army's 250th anniversary was held?
Ans : 14 June 2025.

Ques : What is the codename of Israeli attack against Iran on 13 June 2025?
Ans : Operation Rising Lion.

Ques : What is the codename of Iran's retaliatory attack against Israel?
Ans : Operation True Promise III.

Ques : On what date USA conducted Operation Midnight Hammer against Iran?
Ans : 22 June 2025.

Ques : On 4 June 2025 who became president of South Korea?
Ans : Lee Jae-Myung.

Ques : On 2 june 2025 which UN body recognized Palestine as a non-member observer state?
Ans : International Labor Organization (ILO).

Ques : At which Organization the Palestinian delegation won the right to fly their flag?
Ans : World Health Organization (WHO).

Ques : The world's highest railway bridge Chenab Bridge is situated in—
Ans : Over the Chenab River in Reasi district of Jammu and Kashmir, India.

Ques : Which country has opened World's first AI medical clinic?
Ans : Saudi Arabia.

Ques : First Indian to travel to the International Space Station—
Ans : Shubhanshu Shukla.

Reports

Ques : Only nation among 186 that achieves full self-sufficiency in food production according to Nature Food journal—
Ans : Guyana.

Ques : Which country has the highest deployed nuclear weapon according to Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), 2025?
Ans : United States.

Ques : According to SIPRI highest importer of weapon—
Ans : Ukraine (8.8%).

Ques : According to Food Outlook 2025 highest producer of wheat—
Ans : China.

Ques : Most peaceful country of the world according to Global Peace Index 2025—
Ans : Iceland.

Ques : Top country in 2025 IMD World Competitiveness Ranking—
Ans : Switzerland.

Sports

Ques : Who won the UEFA Champions League in 2025?
Ans : Paris Saint-Germain.

Ques : Who won 2025 French Open men's singles final?
Ans : Carlos Alcaraz (Spain).

Ques : Who won European Golden Shoe 2024-25?
Ans : Kylian Mbappe.

Ques : Which team won ICC World Test Championship 2023-2025?
Ans : South Africa.

আলবেনিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম গুরুত্বপূর্ণ শহর ডুরেস

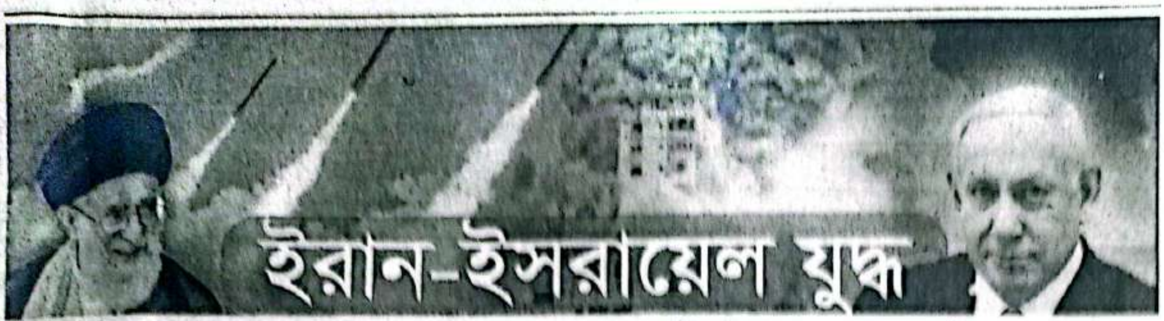

মার্কিন অক্সিজেনে হালুম-হুলুম গর্জনে মধ্যপ্রাচ্যের রক্তখেকো দানব ইসরায়েল ১৩ জুন ২০২৫ ইরানে হামলা করে। কিন্তু মাত্র ১২ দিনেই কুপোকাত। নতজানু হয়ে ছুটে গিয়েছে মুনিবের (যুক্তরাষ্ট্র) দরবারে। ২৪ জুলাই ২০২৫ উভয় দেশ যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়। ১৯৬৭ সালে একা তিন আরব দেশের (মিসর, সিরিয়া, জর্ডান) সঙ্গে যুদ্ধজয়ী খলনায়ক এই প্রথম এমন লেজেগোবরে ধরাশায়ী হলো। ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ নিয়ে এবারের আয়োজন।

সাম্প্রতিক হামলা-পাল্টা হামলা

- ১৩ জুন ২০২৫ ইসরায়েল ইরানে হামলা শুরু করে। যার নাম দেওয়া হয় Operation Rising Lion।
- হামলার জবাবে ইরান ইসরায়েলে পাল্টা হামলা চালায় যার নাম দেওয়া হয় Operation True Promise III।
- ১৬ জুন ২০২৫ ইরান ইসরায়েলে প্রথমবারের মতো হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র ফাতাহ নিক্ষেপ করে।
- ২২ জুন ২০২৫ যুক্তরাষ্ট্র ইরানের তিনটি পারমাণবিক স্থাপনায় Operation Midnight Hammer নামে অভিযান চালায়। ফোর্দো পারমাণবিক স্থাপনায় ১২টি 'বাংকার বাস্টার' বোমা ফেলে। এছাড়াও ইরানের নাতাঞ্জ আর ইস্পাহান পারমাণবিক স্থাপনায় মার্কিন নৌবাহিনীর সাবমেরিন থেকে ৩০টি TLAM ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রও নিক্ষেপ করা হয়।
- ২৩ জুন ২০২৫ পবিত্র কোড 'ইয়া আবা আব্দিল্লাহ আল-হুসাইন (আ.)' ব্যবহার করে কাতারে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটি আল উদেইদে ঘাটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইরান। এছাড়াও একই সাথে ইরাকে অবস্থিত তিনটি মার্কিন ঘাটিতে হামলা চালায় ইরান।
- ২৪ জুন ২০২৫ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা দেন উভয়পক্ষ যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হয়েছে।

উভয় দেশের ক্ষয়ক্ষতি

	ইরান	ইসরায়েল
নিহত	৬১০	২৮
আহত	৪,৭৪৬	৩,২৩৮
সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ	ফোর্দো, ইস্পাহান ও নাতাঞ্জ	তেলআবিব ও হাইফা

[তথ্যসূত্র : দ্য টাইম অব ইসরায়েল]

Operation Rising Lion

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু তার এ অভিযানের নাম দেন 'অপারেশন রাইজিং লায়ন' বা 'জাগ্রত সিংহ অভিযান'। নামটি বেছে নেওয়া হয় ওল্ড টেস্টামেন্টের বুক অব নাম্বার্স-এর ২৩ : ২৪ আয়াত থেকে যা 'হেন আম কে-লাবি ইয়াকুম'-এর একটি বাক্যাংশ। পুরো আয়াতটির অর্থ: 'দেখো, এই জাতি সিংহের মতো জেগে উঠবে এবং এক তাগড়া সিংহের মতো নিজেকে তুলে ধরবে যে শিকার ধরে তার রক্ত আকণ্ঠ পান না করা পর্যন্ত বিশ্রামে গা এলিয়ে দেবে না। ইসরায়েল প্রায়ই তার অভিযানগুলোর নামকরণ করে ইহুদি বাইবেল কিংবা ধর্মীয় অনুপ্রেরণামূলক শব্দ থেকে। এই অপারেশনের লক্ষ্য ছিল ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচির 'হৃদয়'-এ আঘাত হানা।

Operation True Promise

১ এপ্রিল ২০২৪ ইসরায়েল সিরিয়ার দামেস্কে ইরানের কনস্যুলেটে হামলা চালালে ১৩ এপ্রিল ইরান ইসরায়েলে পাল্টা হামলা চালায়। Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) অপারেশনটির নাম দেয় Operation True Promise। এ নাম দেওয়ার পেছনে রয়েছে বিশেষ কারণ। দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিসহ অন্যান্য শীর্ষ নেতারা এর আগে ইরানের ওপর চালানো ইসরায়েল ও তার মিত্রদের হামলার পরিপ্রেক্ষিতে 'শাস্তি'র যে অঙ্গীকার করেন, তা তারা রক্ষা করেছেন— সেটি বোঝাতেই অপারেশনের নাম দেওয়া হয় True Promise বা সত্যিকারের প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার। এরপর হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়া, হিজবুল্লাহ নেতা হাসান নাসরাল্লাহ এবং IRGC জেনারেল আব্বাস নীলফোরৌশানকে ইসরায়েলের হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে ১ অক্টোবর ২০২৪ ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ইরান দ্বিতীয়বারের মতো সরাসরি আক্রমণ করে, যার নাম দেওয়া হয় Operation True Promise II।

আল উদেইদ বিমান ঘাঁটি

এটি মধ্যপ্রাচ্যের বৃহত্তম মার্কিন সামরিক ঘাঁটি। ঘাঁটিটি ১৯৯৬ সালে কাতারের রাজধানী দোহার কাছে ২৪ একর জায়গা জুড়ে গড়ে তোলা হয়। প্রায় ১০,০০০ সেনা এখানে অবস্থান করে। এটি যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড (CENTCOM)-এর প্রধান সদর দপ্তর এবং ইরাক, সিরিয়া ও আফগানিস্তানে পরিচালিত অভিযানের কেন্দ্রবিন্দু।

আলবেনিয়া বলকান উপদ্বীপের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত

CamScanner

উল্লেখযোগ্য সামরিক সক্ষমতা

ইসরায়েল

ইসরায়েলের আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। আয়রন ডোম থাড, ডেভিড'স স্লিং ও অ্যারো ডিফেন্স সিস্টেম দিয়ে দেশটির এ প্রতিরক্ষা ব্যূহ সাজানো।

■ **অ্যারো ডিফেন্স** : ইসরায়েলের অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজ মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা সংস্থার সহযোগিতায় অ্যারো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করে। এটি ভূপৃষ্ঠ থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা যা ইসরায়েলের বহু স্তরযুক্ত আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ওপরের স্তর। ইসরায়েল ১৯৯০-এর দশকে অ্যারো-১ এবং ২০০০ সালে অ্যারো-২ ও ২০১৭ সালে অ্যারো-৩ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়ন করে।

■ **ডেভিড'স স্লিং** : ডেভিড'স স্লিং ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর মাঝারি থেকে দীর্ঘ পাল্লার সারফেস-টু-এয়ার/ অ্যান্টি-ব্যালিস্টিক মিসাইল ব্যবস্থা। ডেভিড'স স্লিং ইসরায়েলের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিরক্ষা ঠিকাদার রাফায়েল অ্যাডভান্সড ডিফেন্স সিস্টেমস এবং আমেরিকান প্রতিরক্ষা কোম্পানি রেথিয়ন যৌথভাবে তৈরি করে। এটি ৪০-৩০০ কিমি দূরত্বের ব্যালিস্টিক এবং ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রকে ধ্বংস করতে পারে।

■ **আয়রন ডোম** : ইসরায়েলের স্বল্প ও মাঝারি ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধ ব্যবস্থার নাম 'আয়রন ডোম'। যা তৈরি করে Rafayel Advanced Defense System ও Israel Aerospace Industries। ২০১১ সালে ইসরায়েল প্রথম আয়রন ডোম মোতায়েন করে।

■ **THAAD** : 'টার্মিনাল হাই-অল্টিচিউড এরিয়া ডিফেন্স' এর সংক্ষিপ্ত রূপ THAAD। যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর সবচেয়ে শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র-বিধ্বংসী ব্যবস্থাগুলোর একটি। থাড আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা বায়ুমণ্ডলের ভেতরে ও বাইরে-দুই জায়গায় থাকা ক্ষেপণাস্ত্রই ধ্বংস করতে পারে।

ইরান

ইরানের কাছে বিভিন্ন পাল্লার অন্তত ১১ ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে, যার মধ্যে কয়েকটির পাল্লা ২,০০০ কিমি পর্যন্ত।

■ **হাজ কাসেম** : সম্প্রতি 'হাজ কাসেম' নামে নতুন একটি ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের দাবি করে ইরান। এই ক্ষেপণাস্ত্রটির নামকরণ করা হয় আল-কুদস বাহিনীর সাবেক কমান্ডার কাসেম সোলাইমানির নামে। ক্ষেপণাস্ত্রটির পাল্লা ১,২০০-১,৪০০ কিমি।

■ **ফাত্তাহ-১** : ২০২৩ সালে ফাত্তাহ ক্ষেপণাস্ত্র উন্মোচন করে ইরান। ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি ক্ষেপণাস্ত্রটির নামকরণ করেন।

■ **খাইবার শেকান** : এটি হচ্ছে ইরানের একটি নতুন প্রজন্মের সলিড-ফুয়েল ক্ষেপণাস্ত্র। এর পাল্লা তুলনামূলকভাবে কম, প্রায় ১,৪০০-১,৫০০ কিমি। এর ওয়ারহেড ৫০০-৬০০ কেজি হলেও, সলিড-প্রোপালশন ব্যবস্থার কারণে এর গতি ও নিখুঁতভাবে হামলার সক্ষমতা বেশি।

■ **গাদর ক্ষেপণাস্ত্র** : ইরানের এ ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা ১,৩৫০-১,৯৫০ কিমি। এ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ক্ষেপণাস্ত্র প্রায় ৭০০-১,০০০ কেজি ওজনের ওয়ারহেড বহন করতে পারে, যদিও পুরোটা বিস্ফোরক নয়।

■ **এমাদ** : ইরানের গাদর ও এমাদ ক্ষেপণাস্ত্র একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। উভয়ের পাল্লা প্রায় ১,৮০০ কিমি এবং এরা প্রায় ৭৫০ কেজি ওজনের ওয়ারহেড বহন করতে পারে।

ইরানের লৌহমানব আলী খামেনি

১৯ এপ্রিল ১৯৩৯ পূর্ব ইরানের পবিত্র নগরী মাশহাদে এক সাধারণ ধর্মীয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন আলি খামেনি। তিনি ১৯৮৯ সাল থেকে ইরানের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এর আগে ১৯৮১-১৯৮৯ পর্যন্ত ইরানের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বেও ছিলেন তিনি। ১৯৮৯ সালে আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খামেনির মৃত্যুর পর থেকে ইরানের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থাকা খামেনি আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা, প্রতিবাদ, যুদ্ধের হুমকি এবং নানা সংকটের মধ্যে দিয়ে ৩৫ বছর ধরে শাসন চালিয়ে যাচ্ছেন।

হরমুজ প্রণালি

বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জাহাজ চলাচল পথগুলোর অন্যতম হরমুজ প্রণালি। বিশ্বজুড়ে তেল সরবরাহের জন্য এই প্রণালি কৌশলগতভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রণালিটি পারস্য উপসাগরকে ওমান উপসাগরের সঙ্গে যুক্ত করেছে। এ পথ ধরে জাহাজগুলো আরব সাগরে তথা ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করে। এর উত্তর পাশে ইরান এবং দক্ষিণ পাশে ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। প্রবেশ এবং প্রস্থান পথ প্রায় ৫০ কিমি প্রশস্ত। প্রণালিটির সবচেয়ে সরু অংশ ৩৩ কিমি (২১ মাইল) প্রশস্ত। তবে জাহাজ চলাচলের পথ আরও সরু মাত্র ৩ কিমি (২ মাইল) চওড়া। মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান তেল ও গ্যাস উৎপাদক তাদের কাস্টমাররা এই প্রণালি দিয়েই তেল-গ্যাস রপ্তানি করে। ১৯৮০-১৯৮৮ সালের ইরান-ইরাক যুদ্ধের সময় উভয় দেশই পারস্য উপসাগরে বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা চালায়। তবে কখনোই হরমুজ প্রণালি পুরোপুরি বন্ধ করেনি ইরান। ২২ জুন ২০২৫ ইরানের পার্লামেন্ট প্রণালিটি বন্ধের প্রস্তাব অনুমোদন করে।

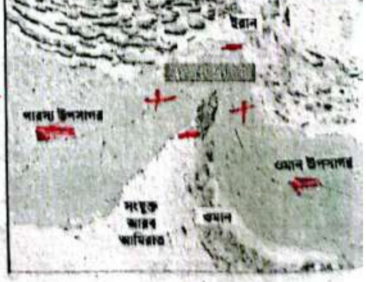

দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের সুবিশাল অঞ্চলকে বলকান অঞ্চল হিসেবে অভিহিত করা হ

ইরানের পারমাণবিক স্থাপনা

১৯৫০-এর দশকে পাহলভি রাজবংশের অধীনে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি শুরু হয়। ১৯৭০-এর দশকে বৈদ্যুতিক চুল্লির পরিকল্পনার মাধ্যমে এটি সম্প্রসারিত হয়। ১৯৭৯ সালে ইরানি বিপ্লবের পর এটি স্থগিত হয়ে যায় এবং ১৯৮০-এর দশকে ইরান-ইরাক যুদ্ধের সময় গোপনে পুনরায় শুরু হয়।

■ ফোর্দো

ফোর্দো (Fordow) ফুয়েল এনরিচমেন্ট প্ল্যান্টটি রয়েছে রাজধানী তেহরানের প্রায় ২০০ কিমি দক্ষিণে মাটির প্রায় ৩০০ ফুট নিচে। শুধু যুক্তরাষ্ট্রের ১৩ টন ওজনের 'জিবিইউ-৫৭' নামের বাংকার-বাস্টার বোমাই এই দুর্গের গভীরে আঘাত হানতে সক্ষম। মধ্য ইরানের পবিত্র শহর কোমের কাছে একটি পাহাড়ের নিচে গোপনে নির্মিত পারমাণবিক কর্মসূচি কেন্দ্র ফোর্দো ২০০৯ সালে প্রথম প্রকাশ্যে আসে। ২০২৩ সালে এই কেন্দ্রে ৮৩.৭% পর্যন্ত সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের কণা পাওয়া যায়। ইরানের দাবি, পরিশোধন প্রক্রিয়ায় অনিচ্ছাকৃত তারতম্যের কারণে এমনটি হয়েছে।

■ নাতাঞ্জ

ইরানের রাজধানী তেহরান থেকে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত নাতাঞ্জ ইরানের মূল ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্র। এটি প্রথম সামনে আসে ২০০২ সালে। ২০২১ সালের এপ্রিলে নাতাঞ্জ পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা হয়। এ হামলার জন্য ইসরায়েলকে দায়ী করে ইরান।

■ ইস্পাহান

মধ্য ইরানের ইস্পাহান শহরে অবস্থিত এই ইউরেনিয়াম রূপান্তর কেন্দ্রের খনি থেকে উত্তোলিত অপরিশোধিত ইউরেনিয়ামকে ইউরেনিয়াম টেট্রাফ্লোরাইডে (ইউএফ৪) রূপান্তর করা হয়। ২০০৪ সালে নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পর এই কেন্দ্রে শিল্পপর্যায়ে পরীক্ষামূলক কার্যক্রম চালানো হয়।

■ আরাক

২০০০ সালে খোন্দাব গ্রামের উপকণ্ঠে আরাক ভারী পানির (D_2O) গবেষণা চুল্লি নির্মাণের কাজ শুরু করে ইরান। তবে ২০১৫ সালের পরমাণু চুক্তির শর্তের কারণে এই প্রকল্পের কাজ পরে স্থগিত করা হয়। এই গবেষণা চুল্লিটি মূলত চিকিৎসাবিষয়ক গবেষণার জন্য প্লুটোনিয়াম উৎপাদনের উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়। এছাড়া সেখানে ভারী পানির উৎপাদনের একটি কেন্দ্রও রয়েছে। ১৯ জুন ২০২৫ ইরানের আরাক শহরে ভারী পানির পারমাণবিক চুল্লিতে হামলা চালায় ইসরায়েল।

■ তেহরান

তেহরানের পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রে একটি চুল্লি রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৬৭ সালে চিকিৎসাবিষয়ক রেডিও আইসোটোপ উৎপাদনের জন্য এটি ইরানকে সরবরাহ করে।

■ বুশেহর

দক্ষিণ ইরানের বন্দরনগরী বুশেহরে অবস্থিত দেশটির একমাত্র পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি রাশিয়া নির্মাণ করে। এটি ২০১১ সালে আংশিকভাবে চালু হয় এবং ২০১২ সালে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়। রাশিয়া এখনো এই কেন্দ্রের জন্য পারমাণবিক জ্বালানি সরবরাহ করে এবং কেন্দ্রটি IAEA-এর তত্ত্বাবধানে রয়েছে।

■ দারখোভিন ও সিরিক

২০২২ সালের শেষ দিকে ইরান দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় দারখোভিনে ৩০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং ২০২৪ সালে হরমুজ প্রণালির সিরিকে ৫,০০০ মেগাওয়াটের সম্মিলিত সক্ষমতার চারটি পৃথক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের কাজ শুরু করে।

বাংকার বাস্টার হলো একটি বিশেষ ধরনের বোমা, যা শক্ত কংক্রিট, পাথর বা মাটির গভীরে তৈরি ঘাঁটি বা 'বাংকার' ধ্বংস করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি সাধারণ বোমার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। বোমার অভ্যন্তরে থাকে সময়-নিয়ন্ত্রিত ফিউজ, যা নির্দিষ্ট গভীরতায় পৌঁছে বিস্ফোরণ ঘটায়।

জিবিইউ-৫৭

যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি জিবিইউ-৫৭ (GBU-57) বাংকার বাস্টার (Bunker Buster) বোমাটি Massive Ordnance Penetrator (MOP) নামে পরিচিত • GBU'র পূর্ণরূপ God Bless You • এটি পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় ধরনের বোমা • বোমার ওজন ১৩ টন (এর মধ্যে বিস্ফোরক ১২ টন) • ভূপৃষ্ঠের ৬০ মিটার গভীরে পৌঁছাতে পারে • বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের মজুতে আনুমানিক ৩০টি MOP রয়েছে।

বি-২ বোমারু বিমান

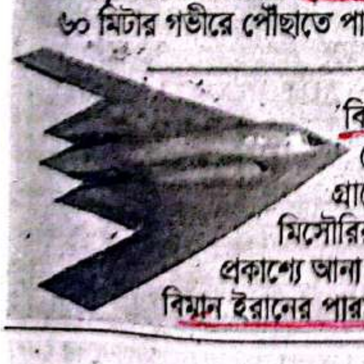

বি-২ স্পিরিট (B-2 Spirit) যুক্তরাষ্ট্রের একটি ভারী বোমারু বিমান, যা স্টেলথ বোম্বার (Stealth Bomber) নামেও পরিচিত। এটি তৈরি করেছে নরথ্রপ গ্রামেন। বি-২ স্টেলথ বোমারু বিমান জিবিইউ-৫৭ বোমা বহনে সক্ষম। মিসৌরির হোয়াইটম্যান বিমানঘাঁটি থেকে এই বিমান চালানো হয়। এটি প্রথমবার প্রকাশ্যে আনা হয় ১৯৮৮ সালের নভেম্বরে। সর্বশেষ ২২ জুন ২০২৫ যুক্তরাষ্ট্র বি-২ স্পিরিট বিমান ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা চালায়।

আলবেনিয়া দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের দেশ

দশ দিগন্ত

নব-নিযুক্ত

বাংলাদেশ

চেয়ারম্যান

- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (BRTC): আব্দুল লতিফ মোল্লা; নিয়োগ ২৬ মে ২০২৫।
- মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন : ফারাহ শাম্মী; নিয়োগ ২৬ মে ২০২৫।

মহাপরিচালক

- শ্রম অধিদপ্তর : এ কে এম তরিকুল আলম; নিয়োগ ২৬ মে ২০২৫।
- ডিএনএ ল্যাবরেটরি ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর : আমেনা বেগম; নিয়োগ ২৬ মে ২০২৫।
- হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর : আবু সাঈদ মো. কামরুজ্জামান; নিয়োগ ২৬ মে ২০২৫।
- জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট : মুহাম্মদ হিরুজ্জামান; নিয়োগ ২৮ মে ২০২৫।

বিবিধ

- সভাপতি, বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতি (BGMEA) : মাহমুদ হাসান খান; ১৪ জুন ২০২৫ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ২০২৫-২০২৭ মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হন।
- সচিব, তথ্য কমিশন : হাওলাদার মো. রফিকুল বারী; নিয়োগ ২৭ মে ২০২৫।
- ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের নতুন হাইকমিশনার: এম রিয়াজ হামিদুল্লাহ; পরিচয়পত্র পেশ ২৯ মে ২০২৫।
- পররাষ্ট্র সচিব : আসাদ আলম সিয়াম; দায়িত্ব গ্রহণ ২২ জুন ২০২৫। তিনি দেশের ২৮তম পররাষ্ট্র সচিব।

আন্তর্জাতিক

প্রধানমন্ত্রী

- সুদান : কামিল ইদ্রিস; দায়িত্ব গ্রহণ ৩১ মে ২০২৫।
- মঙ্গোলিয়া : Gombojav Zandanshatar; দায়িত্ব গ্রহণ ১৩ জুন ২০২৫।

বিবিধ

- হামাসের প্রধান : ইজ আল-দ্বীন আল-হাদ্দাদ; নির্বাচিত হন ১৩ মে ২০২৫।
- মহাসচিব, Organization of American States (OAS) : অ্যালবার্ট রামচাঁদ রামদিন (সুরিনাম); দায়িত্ব গ্রহণ ২৬ মে ২০২৫।
- ৭২তম মিস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ : ওপাল সুচাতা চুয়াংশ্রী (থাইল্যান্ড); ৩১ মে ২০২৫ তেলেঙ্গানার হাইটেক্স এক্সিবিশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত গ্র্যান্ড ফিনালে তিনি এ মুকুট লাভ করেন।

BCB'র সভাপতি

৩০ মে ২০২৫ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (BCB) ষোড়শ সভাপতি নির্বাচিত হন আমিনুল ইসলাম বুলবুল। তিনি হলেন সাবেক ক্রিকেটার থেকে BCB'র সভাপতি হওয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি। প্রথম সভাপতি ফারুক আহমেদ।

IOC'র প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট

২৩ জুন ২০২৫ আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির (IOC) প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন জিম্বাবুয়ের ক্রিস্টি কভেন্ট্রি। উল্লেখ্য, আধুনিক অলিম্পিক গেমসের প্রতিষ্ঠাতা ফরাসি ব্যারন ডি কুবের্তো ২৩ জুন ১৮৯৪ IOC প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১০ এপ্রিল ১৮৯৬ মাত্র ৩৩ বছর বয়সে সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। IOC'র প্রেসিডেন্ট পদের মেয়াদকাল ৮ বছর। তবে চার বছরের জন্য একবার নবায়ন করা যায়।

অনন্তলোকে

- এনগুগি ওয়া থিওংও (৫ জানুয়ারি ১৯৩৮-২৮ মে ২০২৫) : আফ্রিকান সাহিত্যের কিংবদন্তি কেনীয় লেখক। তিনি ছিলেন আদিবাসী আফ্রিকান ভাষায় সাহিত্যচর্চার বিরল লেখকদের একজন। তিনি ছিলেন ২৮ ভাইবোনের একজন। উপনিবেশবাদের জটিল উত্তরাধিকার নিয়ে প্রবন্ধ, নাটক ও উপন্যাস লিখেছেন এনগুগি। তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস— Weep Not, Child (1964) । The River Between (1965) । A Grain of Wheat (1967) । The Perfect Nine: The Epic of Gĩkũyũ and Mũmbi (2020)
- এস. এম. আল হোসেনী (মৃত্যু : ২৮ মে ২০২৫) : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (BPSC)-এর চতুর্থ চেয়ারম্যান। তিনি ১ জুন ১৯৮৬-১ মে ১৯৯১ পর্যন্ত BPSC'র চেয়ারম্যান ছিলেন।
- মোস্তফা মোহসীন মন্টু (২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫-১৫ জুন ২০২৫) : মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, তিনি মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা জেলা গেরিলা বাহিনীর প্রধান ছিলেন। ১৯৮৬ সালে তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোস্তফা মোহসীন মন্টু আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে ঢাকা-৩ আসন থেকে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৯২ সালে তিনি আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কৃত হন এবং পরে ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বাধীন গণফোরাম প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

- বিচারপতি মো. শামসুল হুদা মানিক (মৃত্যু: ২৫ মে ২০২৫) : সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। তিনি গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলার গিমাডাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- চঞ্চল মাহমুদ (মৃত্যু: ২০ জুন ২০২৫) : দেশের স্বনামধন্য আলোকচিত্রী। তিনি বাংলাদেশে আধুনিক ফ্যাশন ফটোগ্রাফির ধারক ছিলেন।

আলবেনিয়ার মুদ্রার নাম লেক

দিবস প্রতিপাদ্য : জুন

জাতীয়

৪ : জাতীয় চা দিবস।
১৩: নারী উত্ত্যক্তকরণ প্রতিরোধ দিবস।
২৩: পলাশী দিবস।

আন্তর্জাতিক

১ : বিশ্ব দুগ্ধ দিবস। প্রতিপাদ্য— আসুন দুগ্ধের শক্তি উদ্‌যাপন করি।
: বিশ্ব মাতা-পিতা দিবস।
: আন্তর্জাতিক শিশু দিবস।
৩ : বিশ্ব মুগুর পা বা ক্লাবফুট দিবস।
: বিশ্ব বাইসাইকেল দিবস।
৪ : আগ্রাসনের শিকার নিরপরাধ শিশুদের স্মরণে আন্তর্জাতিক দিবস।
৫ : বিশ্ব পরিবেশ দিবস। প্রতিপাদ্য— প্লাস্টিক দূষণ আর নয়; স্লোগান- প্লাস্টিক দূষণ আর নয়, বন্ধ করার এখনই সময়।
: অবৈধ, অপ্রতিবেদিত এবং অনিয়ন্ত্রিত মাছ ধরার বিরুদ্ধে লড়াই করার আন্তর্জাতিক দিবস।
৬ : আন্তর্জাতিক হোম বার্থ দিবস।
: রুশ ভাষা দিবস।
৭ : বিশ্ব নিরাপদ খাদ্য দিবস। প্রতিপাদ্য— ফুড সেফটি : সায়েন্স ইন অ্যাকশন।
৮ : বিশ্ব ব্রেইন টিউমার দিবস।
: বিশ্ব মহাসাগর বা সমুদ্র দিবস।
৯ : বিশ্ব অ্যাক্রেডিটেশন দিবস। প্রতিপাদ্য— অ্যাক্রেডিটেশন : ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের ক্ষমতায়ন।
: আন্তর্জাতিক আর্কাইভ দিবস।
১০: আন্তর্জাতিক সজ্জা-সংলাপ দিবস।
১১: আন্তর্জাতিক খেলা দিবস।
১২: বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস। প্রতিপাদ্য— স্বপ্নের ডানায় ভর করি, শিশুশ্রমের শৃঙ্খল ছিঁড়ি- এগিয়ে চলি দৃপ্ত পায়ে, আশার আগুন বুকে জ্বালি।
: (জুন মাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার) আন্তর্জাতিক ফ্যাটিলিভার দিবস।
১৩: আন্তর্জাতিক অ্যালবিনিজম সচেতনতা দিবস।
১৪: বিশ্ব রক্তদাতা দিবস।
১৫: বিশ্ব প্রবীণ নির্যাতন সচেতনতা দিবস।
: (জুন মাসের তৃতীয় রবিবার) বিশ্ব বাবা দিবস।
১৬: আন্তর্জাতিক গৃহ শ্রমিক দিবস।
: আন্তর্জাতিক পারিবারিক রেমিটেন্স দিবস।
১৭: বিশ্ব খরা ও মরুকরণ প্রতিরোধ দিবস।
১৮: আন্তর্জাতিক বনভোজন দিবস।
: ঘৃণামূলক বক্তব্য প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক দিবস।
: টেকসই গ্যাস্ট্রোনমি দিবস।
১৯: সংঘাতকালীন যৌন সহিংসতা নির্মূলে আন্তর্জাতিক দিবস।
২০: বিশ্ব শরণার্থী দিবস। প্রতিপাদ্য— শরণার্থীদের সঙ্গে সংহতি।
২১: আন্তর্জাতিক যোগ দিবস।
: বিশ্ব সংগীত দিবস
: আন্তর্জাতিক অয়নকাল উদ্‌যাপন দিবস।
: বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস। প্রতিপাদ্য— Seabed Mapping: Enabling Ocean Action.
: বিশ্ব মোটরসাইকেল দিবস।
২৩: আন্তর্জাতিক বিধবা দিবস।
: আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবস।
: আন্তর্জাতিক অলিম্পিক দিবস।
২৪: কূটনীতিতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস।
২৫: বিশ্ব নাবিক দিবস।
২৬: মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার এবং অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস।
: নির্যাতনের শিকারদের সহায়তায় আন্তর্জাতিক দিবস।
২৭: ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের উদ্যোগ দিবস।
: আন্তর্জাতিক বধিরতা দিবস।
২৯: আন্তর্জাতিক ক্রান্তীয় দিবস।
৩০: আন্তর্জাতিক উপগ্রহ দিবস।
: আন্তর্জাতিক সংসদীয় ব্যবস্থা দিবস।

নতুন ৩ দিবস

১৬ জুলাই : শহিদ আবু সাঈদ দিবস
৫ আগস্ট : জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস
৮ আগস্ট : নতুন বাংলাদেশ দিবস

নিবন্ধন ফিরে পেল বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

২৪ জুন ২০২৫ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী রাজনৈতিক দল হিসেবে নিজেদের নিবন্ধন ও দলীয় প্রতীক দাঁড়িপাল্লা ফিরে পায়। ১ জুন ২০২৫ উচ্চ আদালতের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে ৪ জুন ২০২৫ জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন ও দলীয় প্রতীক ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন। উল্লেখ্য, ২৮ অক্টোবর ২০১৮ প্রজ্ঞাপন জারি করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন বাতিল করা হয়।

ছয় BCS'র সম্ভাব্য সময়সূচি

সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (BPSC) একসঙ্গে ছয়টি BCS'র সময়সূচি প্রকাশ করে।

তম	প্রিলিমিনারি		লিখিত		চূড়ান্ত
	পরীক্ষার তারিখ	ফল প্রকাশ	পরীক্ষার তারিখ	ফল প্রকাশ	ফলাফল
৪৪তম	—	—	—	—	৩০ জুন ২০২৫
৪৫তম	—	—	—	১৯ জুন ২০২৫	১০ ডিসেম্বর ২০২৫
৪৬তম	—	—	২৪ জুলাই ২০২৫	১৮ ডিসেম্বর ২০২৫	—
৪৭তম	১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫	২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫	২৭ নভেম্বর ২০২৫	—	—
৪৮তম (বিশেষ)	১৮ জুলাই ২০২৫	২১ জুলাই ২০২৫	—	—	২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৪৯তম	১ নভেম্বর ২০২৫ বিজ্ঞপ্তি জারি ও অনলাইনে আবেদন শুরু হয়ে ৩০ নভেম্বর ২০২৫ আবেদনের সময় শেষ হবে।				

আলবেনিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংক Banka e Shqipërisë

CamScanner

রাজা তৃতীয় চার্লস হারমনি অ্যাওয়ার্ড

১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'দ্য কিংস ফাউন্ডেশন'। এ দাতব্য প্রতিষ্ঠান তৎকালীন প্রিন্স অব ওয়েলসের উদ্যোগে গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি প্রতিবছর টেকসই উন্নয়ন ও মানবিক কর্মকাণ্ডে অসামান্য অবদানের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে 'কিংস ফাউন্ডেশন অ্যাওয়ার্ডস' দিয়ে থাকে। ২০২৪ সালের জুন মাসে এ অ্যাওয়ার্ডের সাথে 'রাজা তৃতীয় চার্লস হারমনি অ্যাওয়ার্ড' প্রবর্তন করা হয়। বিশেষ এই পুরস্কার এমন এক ব্যক্তিকে দেওয়া হয়, যিনি 'দ্য কিংস হারমনি' দর্শনের প্রতি দীর্ঘ মেয়াদে অসামান্য নিষ্ঠা দেখিয়েছেন এবং এটিকে সমর্থন দিয়েছেন। এ পুরস্কারের প্রথম বিজয়ী ছিলেন জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুন। ২০২৫ সালে দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে 'রাজা তৃতীয় চার্লস হারমনি অ্যাওয়ার্ড' লাভ করেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ১২ জুন ২০২৫ তিনি এ পুরস্কার গ্রহণ করেন।

জাতীয় পরিবেশ পদক

পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা ও প্রচার এবং পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে অনুসরণীয় অবদান রাখায় 'জাতীয় পরিবেশ পদক, ২০২৪' লাভ করে ৩ ব্যক্তি ও ৩টি প্রতিষ্ঠান। প্রতিটি ক্যাটাগরিতে পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ২২ ক্যারেট মানের ২ তোলা ওজনের স্বর্ণ পদক, ৫০,০০০ টাকার চেক, ক্রেস্ট এবং সনদপত্র প্রদান করা হয়।

পর্যায়	পদকের শ্রেণি	মনোনীত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান
ব্যক্তি	পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ	মো: মাহমুদুল ইসলাম
	পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা ও প্রচার	মোহাম্মদ মুনীর চৌধুরী
	পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন	প্রফেসর ড. এম. ফিরোজ আহমেদ
প্রতিষ্ঠান	পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ	প্লোটেক্স আউটারওয়্যার লিমিটেড
	পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা ও প্রচার	ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট
	পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

৭৮তম কান চলচ্চিত্র উৎসব

১২-২৩ মে ২০২৫ ফ্রান্সের কান শহরে অনুষ্ঠিত হয় কান চলচ্চিত্র উৎসবের ৭৮তম আসর।

উৎসবের গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার

- **স্বর্ণপাম :** ইট ওয়াজ জাস্ট অ্যান অ্যাকসিডেন্ট, জাফর পানাহি
- **গ্রাঁ পি :** সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু, ইয়েকিম ত্রিয়ার
- **সেরা পরিচালক :** ক্লেবার মেনডোরসে ফিল্হ (দ্য সিক্রেট এজেন্ট)
- **সেরা অভিনেত্রী :** নাদিয়া মেল্লিতি (লিটল সিস্টার)
- **সেরা অভিনেতা :** ওয়ানার মাউরা (দ্য সিক্রেট এজেন্ট)
- **ক্যামেরা দ'অর :** দ্য প্রেসিডেন্টস কেক, হাসান হাদি
- **স্বর্ণপাম (স্বল্পদৈর্ঘ্য বিভাগ) :** আই'য়্যাম গ্লাড ইউ আর ডেড নাউ, তৌফিক বারহম
- **আঁ সার্তে রিগা :** দ্য মিস্টিরিয়াস গেজ অব দ্য ফ্লেমিঙ্গো

– উৎসবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছবি হিসেবে স্বীকৃতি পায় আদনান আল রাজীব পরিচালিত বাংলাদেশের স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা 'আলী'।

জুলাই ৩৬

২৮ মে ২০২৫ বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (ববি) জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে 'জুলাই ৩৬' স্মৃতিফলক নির্মাণ-কাজের উদ্বোধন করা হয়। স্মৃতিফলকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ নম্বর গেটসংলগ্ন স্থানে নির্মিত হবে। 'জুলাই ৩৬' স্মৃতিফলকের নকশা করেন ববির মৃত্তিকা ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী তমাল রায়।

সম্মেলন-বৈঠক

- **আসিয়ান সম্মেলন**
  আয়োজন : ৪৬তম। সময়কাল : ২৬-২৭ মে ২০২৫। স্থান : কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া।
- **নিক্কেই ফোরাম ফিউচার অব এশিয়া**
  আয়োজন : ৩০তম। সময়কাল : ২৯-৩০ মে ২০২৫। স্থান : টোকিও, জাপান।
- **শাংরি-লা ডায়লগ (SLD)**
  আয়োজন : ২১তম। সময়কাল : ৩০ মে-১ জুন ২০২৫। স্থান : সিঙ্গাপুর।
- **জাতিসংঘ মহাসাগর সম্মেলন**
  সময়কাল : ৯-১৩ জুন ২০২৫। স্থান : নিস, ফ্রান্স।
- **সেন্ট পিটার্সবার্গ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ফোরাম**
  আয়োজন : ২৮তম। সময়কাল : ১৮-২১ জুন ২০২৫। স্থান : সেন্ট পিটার্সবার্গ, রাশিয়া।
- **ন্যাটো শীর্ষ সম্মেলন**
  সময়কাল : ২৪-২৫ জুন ২০২৫। স্থান : হেগ, নেদারল্যান্ডস।

কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ২০২৪

- প্রকাশ : ৯ জুন ২০২৫
- প্রকাশক : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS)

কৃষিপণ্য চাষ ও উৎপাদন এবং উৎপাদনে শীর্ষ জেলা ও বিভাগ

ক্যাটাগরি	চাষাবাদ (একর)	উৎপাদন (মেট্রিক টন)	উৎপাদনে শীর্ষ	
			জেলা	বিভাগ
গম	৭৬৯৮৪২.০০	১১৭২২৪২.০০	ঠাকুরগাঁও	রাজশাহী
ভুট্টা	১২২৭২৯৯.৩৭	৪৫৯২৫০৭.৬৩	দিনাজপুর	রংপুর
খেসারি	২৬৯৬৩০.৪৮	১৩০০৪৯.৮৩	নোয়াখালী	বরিশাল
চীনা বাদাম	৯৬৫৬৯.৪২	৭৫৩৬৩.৬১	পঞ্চগড়	চট্টগ্রাম
সয়াবিন	১৪১৩৭১.১৫	১০৬৮৩৩.৪৭	লক্ষ্মীপুর	চট্টগ্রাম
নারিকেল	৬৫০৩৮.১১	৪০০৩৯১.৭৬	বাগেরহাট	খুলনা
পেঁয়াজ	৫১৩৫২৬.৯৭	২৯১৭৩৫৪.২৬	পাবনা	ঢাকা
আখ	১৬৭৩৪৫.৩৪	২৯৩৩৬৯৪.৬৯	নাটোর	রাজশাহী
পাট	১৭৮৮১১৩.০০	৯৫৮১৫৮০.০০	ফরিদপুর	ঢাকা
তুলা	২৮৪৪৩.৭৯	৬৭৩৪৫.২০	ঝিনাইদহ	খুলনা
শিমুল তুলা	৭৮৮৩.৪৬	৩০৭৫৪.৭৪	কুমিল্লা	ঢাকা
তামাক	১০১১০০.৬০	৯৭৮১৪.১৩	কুষ্টিয়া	খুলনা
সুপারি	৯৭৯৯৩.২৩	৩৫৬০২৯.১৩	লক্ষ্মীপুর	চট্টগ্রাম
কলা	১২২৮৫৮.৫৭	৮১৩৫৫৯.৮০	টাঙ্গাইল	খুলনা
আম	৩৯১৪৬৪.৮৬	১৮৪২৬৫৩.৭৮	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	রাজশাহী
আনারস	৩২৩৫৯.৪৬	২০৮৮২৭.২৫	টাঙ্গাইল	ঢাকা
কাঁঠাল	১১২৮৬৩.৯০	১০২৫৩৬৪.৬৯	গাজীপুর	ঢাকা
তরমুজ	৬৪৭১৮.০৪	৫৮১৬৭৭.৪০	খুলনা	খুলনা
লিচু	২২৪৪২.২৯	৯৮৬২২.১২	পাবনা	রাজশাহী
রসুন	১৭৪৫১৫.৪৫	৫২৭৬৬৫.১৮	নাটোর	রাজশাহী
আমড়া	১০৯৫৬.৭২	৪৫৪০৮.৩৭	ঝালকাঠি	বরিশাল
আলু	১১৩৩০০৫.০০	১০৬০১১৮২.০০	রংপুর	রংপুর
মিষ্টি আলু	৬৯০৭১.০৩	৩০২০৭৩.৪৬	নোয়াখালী	বরিশাল
পেয়ারা	৪৫৫৬৯.৭৭	২৫৭৯৮৪.৬৪	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম
গোলাপ ফুল	৭০৫.৮২	২৩০২৮.৫৪	যশোর	খুলনা
হলুদ	৬৫৮৫৬.৯৬	২৪৪১২৪.০৯	খাগড়াছড়ি	রাজশাহী
আউশ ধান	২৫৫৬৮৯৯.০০	২৯৭২৮৩৮.০০	কুমিল্লা	চট্টগ্রাম
আমন ধান	১৪২১০০৯৫.০০	১৬৬৫৬২৬৩.০০	দিনাজপুর	রংপুর
বোরো ধান	১২০৫২৭৯৭.০০	২১০৬৮৩৬৮.০০	ময়মনসিংহ	রাজশাহী
ধান (আউশ + আমন + বোরো)	২৮৮১৯৭৯১.০০	৪০৬৯৭৪৬৯.০০	ময়মনসিংহ	রাজশাহী
অভ্যন্তরীণ মাছ	—	৪৩৮৯৮৬০.০০	ময়মনসিংহ	চট্টগ্রাম

বিশেষ তথ্য : চিংড়ি মাছ উৎপাদনে শীর্ষ জেলা সাতক্ষীরা, বিভাগ খুলনা • নদীর মাছ উৎপাদনে শীর্ষ জেলা ভোলা, বিভাগ বরিশাল • পুকুরের মাছ উৎপাদনে শীর্ষ জেলা ময়মনসিংহ এবং বিভাগ চট্টগ্রাম।

জেলাওয়ারি রাষ্ট্রীয় বনভূমি

জেলা	একর
চট্টগ্রাম বিভাগ	
রাঙ্গামাটি	১৩৭৮৫৫৫.১৩
বান্দরবান	৭৯৭৫১৬.৪৯
খাগড়াছড়ি	৫৫৪১১৬.২১
চট্টগ্রাম	৪২৬০৮৯.১৮
নোয়াখালী	৩৮৪৭৮৪.৭২
কক্সবাজার	২০৯১৭৪.৯৬
লক্ষ্মীপুর	৫০০০০.০০
ফেনী	২০১৯১.৪৩
কুমিল্লা	১৭২০.৯২
ঢাকা বিভাগ	
টাঙ্গাইল	১২২৮৭৬.৯০
গাজীপুর	৬৫১৭৩.২১
ঢাকা	৯৩৪.৭৪
রাজশাহী বিভাগ	
নওগাঁ	৭১৪৭.৬৪
খুলনা বিভাগ	
বাগেরহাট	৫৬৬৫১২.৯৫
খুলনা	৫৪৬০৮১.৬১
সাতক্ষীরা	৩৭০৩৫৭.১৮
বরিশাল বিভাগ	
ভোলা	৩৬০০০০.০০
পটুয়াখালী	১৫০০০০.০০
বরগুনা	৭৫০০০.০০
পিরোজপুর	৫৪৩.৬৬
সিলেট বিভাগ	
মৌলভীবাজার	৭১৩৯৩.৭৩
সিলেট	৫০৪২৮.৩৬
হবিগঞ্জ	৩৬৩৬০.৭৩
সুনামগঞ্জ	১৮০১২.৩১
রংপুর বিভাগ	
দিনাজপুর	১৮০৬৫.১৪
পঞ্চগড়	৪৫৫০.৮৭
রংপুর	৩৪৪৯.০৪
ঠাকুরগাঁও	১৫৯১.৬৮
নীলফামারী	১২০০.০৮
কুড়িগ্রাম	১২৮.৫৯
লালমনিরহাট	৮২.৬২
ময়মনসিংহ বিভাগ	
ময়মনসিংহ	৩৮৮৬০.১৪
শেরপুর	২০০৮৪.১৫
জামালপুর	১০৩৬৪.৩৯
নেত্রকোনা	১৯৭৩.৫৭
মোট	৬৩৬৩৩০৯.৩৩

রাষ্ট্রীয় বনভূমি ➤ সর্বাধিক : রাঙ্গামাটি • সবচেয়ে কম : লালমনিরহাট • রাষ্ট্রীয় বনভূমি রয়েছে ৩৫টি জেলায়।

রিপোর্ট-সমীক্ষা

GDP'র সাময়িক হিসাব : ২০২৪-২৫

২৭ মে ২০২৫ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সাময়িক GDP'র খাতওয়ারি অবদান ও প্রবৃদ্ধির হার এবং মাথাপিছু আয়ের সাময়িক হিসাব প্রকাশ করে।

GDP'র খাতওয়ারি অবদান ও প্রবৃদ্ধির হার
(ভিত্তি বছর ২০১৫-২০১৬)

খাতসমূহ	অবদানের হার (%)		প্রবৃদ্ধির হার (%)	
	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫ (সা.)	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫ (সা.)
কৃষি	১১.১৯	১০.৯৪	৩.৩০	১.৭৯
শিল্প	৩৭.৩৭	৩৭.৪৪	৩.৫১	৪.৩৪
সেবা	৫১.৪৪	৫১.৬২	৫.০৯	৪.৫১
সার্বিক GDP (উৎপাদন মূল্যে)	১০০.০০	১০০.০০	৪.২২	৩.৯৭

GDP ও মাথাপিছু আয়ের তথ্য

বিষয়	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫ (সাময়িক)
GDP (মিলিয়ন টাকা)	৫০,০২৬,৫৩৭	৫৫,৫২৭,৫২৭
GDP (মিলিয়ন ডলার)	৪৫০,৪৬১	৪৬১,৬২৮
GNI (মিলিয়ন টাকা)	৫২,১৮০,৮১০	৫৮,৬৩১,২৪৫
GNI (মিলিয়ন ডলার)	৪৬৯,৮৫৯	৪৮৭,৪৩১
জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	১৭১.৫৯	১৭২.৮৫
মাথাপিছু GDP (টাকা)	২৯১,৫৪৭	৩২১,২৫৪
মাথাপিছু GDP (ডলার)	২,৬২৫	২,৬৭১
মাথাপিছু GNI (টাকা)	৩০৪,১০২	৩৩৯,২১১
মাথাপিছু GNI (ডলার)	২,৭৩৮	২,৮২০

বৈশ্বিক লিঙ্গ সমতা প্রতিবেদন

প্রকাশ : ১১ জুন ২০২৫ ❙ প্রকাশক : বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম (WEF) ❙ প্রতিবেদনের শিরোনাম : Global Gender Gap Report 2025 ❙ অন্তর্ভুক্ত দেশ : ১৪৮টি। প্রতিবেদন অনুযায়ী—

- শীর্ষ দেশ : আইসল্যান্ড (টানা ১৬ বছর ধরে লিঙ্গসমতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে।)
- সর্বনিম্ন দেশ : পাকিস্তান
- সার্কভুক্ত দেশের অবস্থান : ২৪. বাংলাদেশ, ১১৯. ভুটান, ১২৫. নেপাল, ১৩০. শ্রীলংকা, ১৩১. ভারত, ১৩৮. মালদ্বীপ ও ১৪৮. পাকিস্তান।

বৈশ্বিক প্রতিযোগী সক্ষমতা সূচক

প্রকাশ : জুন ২০২৫ ❙ প্রকাশক : সুইজারল্যান্ডভিত্তিক International Institute for Management Development ❙ সূচকের শিরোনাম : 2025 IMD World Competitiveness Ranking ❙ অন্তর্ভুক্ত দেশ : ৬৯টি। সূচক অনুযায়ী—

- শীর্ষ দেশ : সুইজারল্যান্ড ♦ সর্বনিম্ন দেশ : ভেনিজুয়েলা।

Food Outlook

প্রকাশ : জুন ২০২৫ ❙ প্রকাশক : জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) ❙ প্রতিবেদনের শিরোনাম : Food Outlook 2025। প্রতিবেদন অনুযায়ী শীর্ষ দেশ—

পণ্য	উৎপাদন	আমদানি	রপ্তানি
গম	চীন	মিসর	রাশিয়া
ভুট্টা	যুক্তরাষ্ট্র	মেক্সিকো	যুক্তরাষ্ট্র
ধান	ভারত	–	ভারত
চিনি	ব্রাজিল	–	–

- বিশ্বে ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ— তৃতীয়।
- বিশ্বে গম আমদানিতে বাংলাদেশ— অষ্টম।

বৈশ্বিক শান্তি সূচক

প্রকাশ : জুন ২০২৫ ❙ প্রকাশক : অস্ট্রেলিয়ার সিডনিভিত্তিক Institute for Economics and Peace (IEP) ❙ সূচকের শিরোনাম : Global Peace Index 2025 ❙ অন্তর্ভুক্ত দেশ : ১৬৩টি। সূচক অনুযায়ী—

- সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ দেশ : আইসল্যান্ড
- সর্বনিম্ন দেশ : রাশিয়া
- সার্কভুক্ত দেশের অবস্থান : ২১. ভুটান, ৭৬. নেপাল, ৯৭. শ্রীলংকা, ১১৫. ভারত, ১২৩. বাংলাদেশ, ১৪৪. পাকিস্তান ও ১৫৮. আফগানিস্তান।

বিশ্বের শীর্ষ ঋণদাতা দেশ

জাপানকে পেছনে ফেলে বিশ্বের শীর্ষ ঋণদাতা দেশ জার্মানি। ২৭ মে ২০২৫ বার্তা সংস্থা এএফপি এ তথ্য জানায়। জাপান ১৯৯১ সাল থেকে এই তালিকায় শীর্ষে ছিল।

অবস্থান	দেশ	নিট বৈদেশিক সম্পদ (ট্রিলিয়ন ইয়েন ২০২৪)
প্রথম	জার্মানি	৫৬৯.৬৫
দ্বিতীয়	জাপান	৫৩৩.০৫
তৃতীয়	চীন	৫১৬.২৮
চতুর্থ	হংকং	৩২০.২৬
পঞ্চম	নরওয়ে	২৭১.৮৩

বিশ্ব বিনিয়োগ প্রতিবেদন

প্রকাশ : ১৯ জুন ২০২৫ ❙ প্রকাশক : জাতিসংঘ বাণি[illegible] ও উন্নয়ন সম্মেলন (UNCTAD)।

প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০২৪ সালে—

বিনিয়োগ প্রাপ্তিতে শীর্ষ ৫ দেশ		বিনিয়োগে শীর্ষ ৫ দে[illegible]	
দেশ	মিলিয়ন ডলার	দেশ	মিলিয়ন ড[illegible]
যুক্তরাষ্ট্র	২,৭৮,৮৪৮	যুক্তরাষ্ট্র	২,৬৬,৩[illegible]
সিঙ্গাপুর	১,৪৩,৩৫২	জাপান	২,০৪,৩[illegible]
হংকং	১,২৬,১৮১	চীন	১,৬২,৭[illegible]
চীন	১,১৬,২৩৮	লুক্সেমবার্গ	১,০৮,৫[illegible]
লুক্সেমবার্গ	১,০৫,৯৮৭	হংকং	৮৭,২[illegible]

* বাংলাদেশে সরাসরি বিনিয়োগ এসেছে ১,২৭০ মিলিয়ন ড[illegible]

আলবেনিয়া প্রেসিডেন্ট শাসিত[illegible]

CamScanner

বৈশ্বিক পারমাণবিক অস্ত্র

প্রকাশ : জুন ২০২৫ | প্রকাশক : SIPRI। প্রতিবেদন অনুযায়ী—

দেশওয়ারি পারমাণবিক অস্ত্র (জানুয়ারি ২০২৫)

দেশ	মোতায়েন	মজুত/সংরক্ষিত	মোট
যুক্তরাষ্ট্র	১,৭৭০	১,৯৩০	৩,৭০০
রাশিয়া	১,৭১৮	২,৫৯১	৪,৩০৯
যুক্তরাজ্য	১২০	১০৫	২২৫
ফ্রান্স	২৮০	১০	২৯০
চীন	২৪	৫৭৬	৬০০
ভারত	—	১৮০	১৮০
পাকিস্তান	—	১৭০	১৭০
উত্তর কোরিয়া	—	৫০	৫০
ইসরায়েল	—	৯০	৯০
মোট	৩,৯১২	৫,৭০২	৯,৬১৪*

* বিশ্বে মোট ১২,২৪১টি ওয়ারহেডের মধ্যে ৯,৬১৪টি ব্যবহারের উপযোগী। আর উপযোগী নয় ২,৬২৭টি, যার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ১,৪৭৭টি এবং রাশিয়ার ১,১৫০টি।

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ

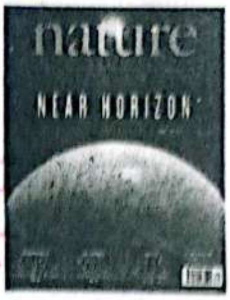

প্রকাশ : মে ২০২৫ | প্রকাশক : নেচার ফুড সাময়িকী। প্রতিবেদন অনুযায়ী—

- ১৮৬টি দেশের মধ্যে একমাত্র গায়ানাই এমন দেশ, যা জনগণের চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের খাদ্য নিজেই উৎপাদন করে থাকে।
- সাতটি প্রধান খাদ্য উপাদান— ফল, সবজি, দুগ্ধজাত পণ্য, মাছ, মাংস, উদ্ভিজ্জ প্রোটিন ও শর্করার উৎস এই সবগুলোতেই স্বয়ংসম্পূর্ণ গায়ানা।
- গায়ানা ছাড়াও চীন ও ভিয়েতনাম সাতটি খাদ্য উপাদানের মধ্যে ছয়টিতেই প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ।
- সবচেয়ে দুর্বল অবস্থানে রয়েছে আফগানিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইরাক, ম্যাকাও, কাতার ও ইয়েমেন। এই ছয়টি দেশ কোনো একটি খাদ্য উপাদানেও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।

বিশ্ব জনসংখ্যা প্রতিবেদন ২০২৫

প্রকাশ : জুন ২০২৫ | প্রকাশক : জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA) | প্রতিবেদনের শিরোনাম : State of World Population 2025। প্রতিবেদন অনুযায়ী—

জনসংখ্যা (২০২৫) : ৮২৩.২০ কোটি ♦ নারী প্রতি প্রজনন : ২.২ জন ♦ গড় আয়ু ➢ পুরুষ : ৭১ বছর • নারী : ৭৬ বছর ♦ নারী প্রতি প্রজনন হার ➢ সর্বাধিক : শাদ, সোমালিয়া ও গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র (৫.৯ জন) • সর্বনিম্ন : হংকং ও ম্যাকাও (০.৭ জন) ♦ জনসংখ্যায় বিশ্বের বৃহত্তম দেশ : ভারত ♦ জনসংখ্যায় বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান : অষ্টম। •

অঞ্চলভিত্তিক জনসংখ্যা (কোটি)

আরব রাষ্ট্র	৪৩.৯০
এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল	৪২৩.৯০
পূর্ব ইউরোপ ও মধ্য এশিয়া	২৫.৪০
ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চল	৬৬.৪০
পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকা	৭১.৬০
পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকা	৫৩.৪০
অন্যান্য	১৩৮.৬০
মোট	৮২৩.২০

শীর্ষ ১০ জনবহুল দেশ

দেশ	জনসংখ্যা	প্রজনন (জন)	গড় আয়ু (বছর)	
			পুরুষ	নারী
ভারত	১৪৬ কোটি ৩৯ লাখ	১.৯	৭১	৭৪
চীন	১৪১ কোটি ৬১ লাখ	১.০	৭৬	৮১
যুক্তরাষ্ট্র	৩৪ কোটি ৭৩ লাখ	১.৬	৭৭	৮২
ইন্দোনেশিয়া	২৮ কোটি ৫৭ লাখ	২.১	৬৯	৭৪
পাকিস্তান	২৫ কোটি ৫২ লাখ	৩.৫	৬৬	৭০
নাইজেরিয়া	২৩ কোটি ৭৫ লাখ	৪.৩	৫৪	৫৫
ব্রাজিল	২১ কোটি ২৮ লাখ	১.৬	৭৩	৭৯
বাংলাদেশ	১৭ কোটি ৫৭ লাখ	২.১	৭৪	৭৭
রাশিয়া	১৪ কোটি ৪০ লাখ	১.৫	৬৮	৭৯
ইথিওপিয়া	১৩ কোটি ৫৫ লাখ	৩.৮	৬৫	৭১

প্রতিবেদনে সার্কভুক্ত দেশ

দেশ	জনসংখ্যা	প্রজনন (জন)	গড় আয়ু (বছর)	
			পুরুষ	নারী
ভারত	১৪৬ কোটি ৩৯ লাখ	১.৯	৭১	৭৪
পাকিস্তান	২৫ কোটি ৫২ লাখ	৩.৫	৬৬	৭০
বাংলাদেশ	১৭ কোটি ৫৭ লাখ	২.১	৭৪	৭৭
আফগানিস্তান	৪ কোটি ৩৮ লাখ	৪.৭	৬৫	৬৮
নেপাল	২ কোটি ৯৬ লাখ	১.৯	৬৯	৭২
শ্রীলংকা	২ কোটি ৩২ লাখ	১.৯	৭৫	৮১
ভুটান	৮ লাখ	১.৪	৭২	৭৬
মালদ্বীপ	৫ লাখ	১.৬	৮০	৮৩

মহাদেশভিত্তিক শীর্ষ জনবহুল দেশ

মহাদেশ	দেশ	জনসংখ্যা
এশিয়া	ভারত	১৪৬ কোটি ৩৯ লাখ
আফ্রিকা	নাইজেরিয়া	২৩ কোটি ৭৫ লাখ
ইউরোপ	রাশিয়া	১৪ কোটি ৪০ লাখ
উত্তর আমেরিকা	যুক্তরাষ্ট্র	৩৪ কোটি ৭৩ লাখ
দক্ষিণ আমেরিকা	ব্রাজিল	২১ কোটি ২৮ লাখ
ওশেনিয়া	অস্ট্রেলিয়া	২ কোটি ৭০ লাখ

আলবেনিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট Bajram Begaj

CamScanner

জাতীয় বাজেট ২০২৫-২৬

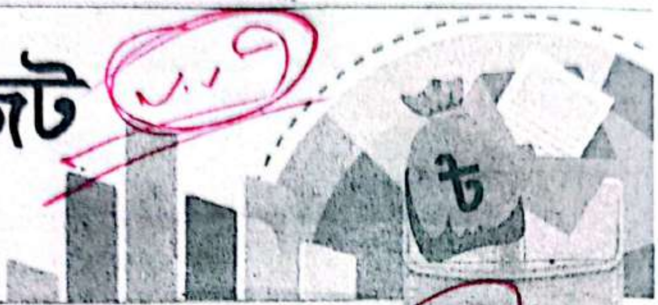

বৈষম্যহীন ও টেকসই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ার প্রত্যয়

প্রতিবছর জুন মাসের প্রথম দিকের বৃহস্পতিবার বাজেট ঘোষণা করা হয়। এবার গতানুগতিক নিয়ম ভেঙ্গে ২ জুন ২০২৫ সোমবার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপন করেন। জাতীয় সংসদ কার্যকর না থাকায় বাংলাদেশ টেলিভিশনের (BTV) মাধ্যমে এই বাজেটের বক্তৃতা উপস্থাপন করা হয়। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাজেটের উল্লেখযোগ্য বিষয় নিয়ে আমাদের এই আয়োজন।

- বাজেট : ৫৪তম (অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট ব্যতীত)
- ঘোষণা : ২ জুন ২০২৫
- ঘোষক : ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ (প্রথমবার)
- বাজেট অনুমোদন : ২২ জুন ২০২৫
- বাজেট কার্যকর : ১ জুলাই ২০২৫

এক নজরে বাজেট

বাজেটের আকার | ৭,৯০,০০০ কোটি টাকা

পরিচালন ব্যয় • ৫,৩৫,৩১৭ কোটি টাকা

উন্নয়ন ব্যয় • ২,৪৫,৬০৯ কোটি টাকা

অর্থ সংস্থান

রাজস্ব আয় • ৫,৬৪,০০০ কোটি টাকা

বৈদেশিক অনুদান • ৫,০০০ কোটি টাকা

ঘাটতি (অনুদানসহ) • ২,২১,০০০ কোটি টাকা

GDP'র প্রবৃদ্ধি | ৫.৫%

মূল্যস্ফীতি | ৬.৫%

মোট GDP | ৬২,৪৪,৫৭৮ কোটি টাকা

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP) | ২,৩০,০০০ কোটি টাকা (মোট বাজেটের ২৯.১১%)

করমুক্ত আয়সীমা

করদাতার ধরন	২০২৫-২০২৬	২০২৬-২০২৭ ও ২০২৭-২০২৮
সাধারণ করদাতা	৩.৫০ লাখ	৩.৭৫ লাখ
মহিলা ও ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতা	৪.০০ লাখ	৪.২৫ লাখ
প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করদাতা	৪.৭৫ লাখ	৫.০০ লাখ
গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতা	৫.০০ লাখ	৫.২৫ লাখ
গেজেটভুক্ত জুলাই গণঅভ্যুত্থান ২০২৪-এর আহত 'জুলাই যোদ্ধা' করদাতা	–	৫.২৫ লাখ
তৃতীয় লিঙ্গ করদাতা	৪.৭৫ লাখ	৫.০০ লাখ

সর্বোচ্চ বরাদ্দ

জনপ্রশাসন খাত | ১,৮৬,০৮৮ কোটি টাকা
মোট বাজেটের ২৩.৫৬%

শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাত | ১,১০,৬৫৭ কোটি টাকা
মোট বাজেটের ১৪.০০%

পরিবহন ও যোগাযোগ | ৭১,৩৪৪ কোটি টাকা
মোট বাজেটের ৯.০৩%

কর বর্ষ : ২০২৬-২০২৭ ও ২০২৭-২০২৮

কর ধাপ	কর হার
৩,৭৫,০০০ টাকা পর্যন্ত	০%
পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকা	১০%
পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকা	১৫%
পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা	২০%
পরবর্তী ২০,০০,০০০ টাকা	২৫%
অবশিষ্ট টাকার ওপর	৩০%

মেগা প্রকল্পে বরাদ্দ কমেছে (কোটি টাকা)

- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র : ১,০৪৮.৯০
- রূপপুর বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন প্রকল্প : ৬৪৮.৩৫
- পদ্মা সেতু রেল সংযোগ : ১,৫৫৭.৭৯
- এমআরটিএ প্রকল্প : ১,৯৮৫
- দোহাজারী-কক্সবাজার রেল : ১৮২।

করমুক্ত ১০ পুরস্কার

নোবেল পুরস্কারের অর্থ আয়করমুক্ত থাকবে। এর পাশাপাশি মোট ১০ ধরনের পুরস্কারের অর্থকে করমুক্ত রাখার প্রস্তাব করা হয়। বাংলাদেশি কোনো করদাতা এসব পুরস্কারের অর্থ মোট আয় থেকে বাদ দিতে পারবে। নোবেল পুরস্কার ছাড়া অন্য পুরস্কারগুলো হলো— র‍্যামন ম্যাগসেসে, বুকার, পুলিৎজার, সাইমন বলিভার, একাডেমি অ্যাওয়ার্ড, গ্রামি, এমি, গোল্ডেন গ্লোব, কান চলচ্চিত্র উৎসব পুরস্কার।

আলবেনিয়ার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী Edi Rama

CamScanner

এক নজরে বাজেট [কোটি টাকায়]

বিবরণ	বাজেট ২০২৫-২৬	সংশোধিত ২০২৪-২৫	বাজেট ২০২৪-২৫	হিসাব ২০২৩-২৪
রাজস্ব প্রাপ্তি ও বৈদেশিক অনুদান				
রাজস্ব প্রাপ্তি	৫,৬৪,০০০	৫,১৮,০০০	৫,৪১,০০০	৪,০৯,৮১২
করসমূহ	৫,১৮,০০০	৪,৭৮,০০০	৪,৯৫,০০০	৩,৬৯,৭৭৬
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত করসমূহ	৪,৯৯,০০০	৪,৬৩,৫০০	৪,৮০,০০০	৩,৬১,৪৫২
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত করসমূহ	১৯,০০০	১৪,৫০০	১৫,০০০	৮,৩২৩
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	৪৬,০০০	৪০,০০০	৪৬,০০০	৪০,০৩৭
বৈদেশিক অনুদান	৫,০০০	৪,৪০০	৪,৪০০	৫,৯৯০
মোট	৫,৬৯,০০০	৫,২২,৪০০	৫,৪৫,৪০০	৪,১৫,৮০২
ব্যয়				
পরিচালন ব্যয়	৫,৩৫,৩১৭	৫,০৬,০০২	৫,০৬,৯৭১	৪,১২,১৭১
আবর্তক ব্যয়	৪,৯৮,৭৮৩	৪,৮২,৮৭৬	৪,৬৮,৯৮৩	৩,৯৭,৯৬১
এর মধ্যে সুদ				
অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ	১০০,০০০	৯৯,৫০০	৯৩,০০০	৯৯,৬০৬
বৈদেশিক ঋণের সুদ	২২,০০০	২২,০০০	২০,৫০০	১৪,৯৮৪
মূলধন ব্যয়	৩৬,৫৩৩	২৩,১২৬	৩৭,৯৮৯	১৪,২১১
খাদ্য হিসাব	৬৮৩	১,০০৮	১১৯	-১,২৮৭
ঋণ ও অগ্রিম (নীট)	৮,৩৯১	৫,৩৯১	৮,৪৫৭	-৮,৫৮২
উন্নয়ন ব্যয়	২,৪৫,৬০৯	২,৩১,৫৯৯	২,৮১,৪৫৩	২,০৯,০৯০
স্কিম	৫,৩০৩	৪,৬৫৩	৫,৯৪৩	৪,২৫০
এডিপি বহির্ভূত বিশেষ প্রকল্প	৭,৭৫১	৮,৩৭১	৭,৬২৭	৭,১১২
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	২,৩০,০০০	২,১৬,০০০	২,৬৫,০০০	১,৯৫,২৩৪
কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি (এডিপি বহির্ভূত) ও স্থানান্তর	২,৫৫৫	২,৫৭৫	২,৮৮৪	২,৪৯৪
মোট ব্যয় :	৭,৯০,০০০	৭,৪৪,০০০	৭,৯৭,০০০	৬,১১,৩৯২
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদানসহ) :	-২,২১,০০০	-২,২১,৬০০	-২,৫১,৬০০	-১,৯৫,৫৯০
(জিডিপির শতকরা হার) :	-৩.৫	-৪.০	-৪.৫	-৩.৯
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত) :	-২,২৬,০০০	-২,২৬,০০০	-২,৫৬,০০০	-২,০১,৫৮০
(জিডিপির শতকরা হার) :	-৩.৬	-৪.১	-৪.৬	-৪.০
অর্থ সংস্থান				
বৈদেশিক ঋণ-নীট	৯৬,০০০	১,০৪,৬০০	৯০,,৭০০	৭৪,৫৮৭
বৈদেশিক ঋণ	১,৩৫,০০০	১,৩৮,১০০	১,২৭,২০০	৯৭,০৩৭
বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ	-৩৯,০০০	-৩৩,৫০০	-৩৬,৫০০	-২২,৪৪৯
অভ্যন্তরীণ ঋণ	১,২৫,০০০	১,১৭,০০০	১,৬০,৯০০	১,২১,৩৯১
ব্যাংকিং ব্যবস্থা হতে অর্থায়ন (নীট)	১,০৪,০০০	৯৯,০০০	১,৩৭,৫০০	১,২৩,৮৪৭
দীর্ঘমেয়াদি ঋণ (নীট)	১,২০,০০০	১,১৪,১৬৩	৭২,৬৮২	৭৭,০৯৬
স্বল্পমেয়াদি ঋণ (নীট)	-১৬,০০০	-১৫,১৬৩	৬৪,৮১৮	৪৬,৭৫০
ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ (নীট)	২১,০০০	১৮,০০০	২৩,৪০০	-২,৪৫৫
জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্পসমূহ (নীট)	১২,৫০০	১৪,০০০	১৫,৪০০	-১৭,৯৯৯
অন্যান্য (নীট)	৮,৫০০	৪,০০০	৮,০০০	১৫,৫৪৩
মোট অর্থ সংস্থান :	২,২১,০০০	২,২১,৬০০	২,৫১,৬০০	১,৯৫,৯৭৮
মেমোরেন্ডাম আইটেম GDP :	৬২,৪৪,৫৭৮	৫৫,৫২,৭৫৩	৫৫,৯৭,৪১৪	৫০,০২,৬৫৪

বাজেটে যা কিছু নতুন

- প্রস্তাবিত বাজেটের আকার ধরা হয় ৭.৯০ লাখ কোটি টাকা। এটি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মূল বাজেটের (৭.৯৭ লাখ কোটি টাকা) তুলনায় ৭ হাজার কোটি টাকা কম, এটি বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বাজেটের আকার হ্রাস পাওয়ার ঘটনা।
- এটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রথম বাজেট। সংসদ না থাকায় অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার মাধ্যম বিটিভিসহ অন্যান্য বেসরকারি গণমাধ্যমে একযোগে বাজেট প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। এর আগে সাবেক অর্থ উপদেষ্টা এবি মির্জ্জা মো. আজিজুল ইসলাম বাজেট টেলিভিশন ও বেতারের মাধ্যমে ঘোষণা করেন।
- বিগত বছরগুলোতে প্রতিবার বাজেট দেওয়া হতো জুনের প্রথম দিকে যে কোনো বৃহস্পতিবার। পবিত্র ঈদুল আজহার ছুটি শুরু হওয়ার আগেই এবার ২ জুন বাজেট উপস্থাপন করেন অর্থ উপদেষ্টা।
- ২৪ নভেম্বর ২০২৬ স্বাভাবিক নিয়মে স্বল্পোন্নত দেশের (LDC) তালিকা থেকে আনুষ্ঠানিক উত্তরণের সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। এই উত্তরণে পরবর্তী সময়ে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ভবিষ্যতের কর্মপরিকল্পনা চিহ্নিত করে এরই মধ্যে সহজ উত্তরণ কৌশল (STS) প্রণয়ন করা হ
- ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবি বাজেটে গৃহিণীদের শ্রমকে মূল্যায় উদ্যোগের ঘোষণা দেয় অন্তর্ব সরকার।
- অর্থ উপদেষ্টা বাজেট বক্তৃ নার্সিং শিক্ষায় পিএইচডি কে চালুর ঘোষণা দেন।

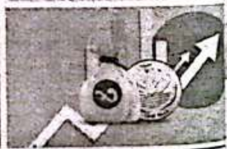

ভাই-বোন দান করলে কর নেই

কর মুক্ত দানের আওতায় স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা ও সন্তানের পাশাপাশি আপন ভাই ও আপন বোনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর মানে আপন ভাই-বোন নিজেদের সহোদরকে দান করলে তা করমুক্ত থাকবে। এই উদ্যোগের ফলে পারিবারিক জমি, ফ্ল্যাটসহ স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ হস্তান্তর আরও সহজ হবে।

রিটার্ন লাগবে না এতিমখানার

২০২৫-২৬ অর্থবছর থেকে এতিমখানায় আয়-ব্যয়ের হিসাবে কর রিটার্ন জমা দিতে হবে না। এর পাশাপাশি তহবিল, অনাথ আশ্রম ও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানকেই রিটার্ন জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতির প্রস্তাব করা হয়েছে।

পেনশন আয় করমুক্ত

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের আয় এবং জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সর্বজনীন পেনশন স্কিম হতে প্রাপ্ত সুবিধাভোগীর আয় করমুক্ত থাকবে।

মার্কিন পণ্যে শূন্য শুল্ক

আমদানি পণ্যের শুল্ক-করহার পর্যায়ক্রমে হ্রাস এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য সংলাপের প্রস্তুতি নিয়েছে বাংলাদেশ। এর অংশ হিসেবে ১১০টি পণ্যের আমদানি শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয় সরকার। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে এ প্রস্তাব রাখা হয়।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ পরিবার ও আহতরা

- ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদদের পরিবার এবং আহতদের জন্য ভাতা, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য ৪০৫ কোটি ২০ লাখ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়। পাশাপাশি 'জুলাই যোদ্ধা' করদাতাদের করমুক্ত আয়সীমা ৫,২৫,০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। আহত ব্যক্তিদের দেশে-বিদেশে চিকিৎসা এবং মাসিক অনুদান ও পুনর্বাসনে লাগবে আরও ৩৯০ কোটি টাকা।
- **মাসিক ভাতা ও অনুদান :** গণ-অভ্যুত্থানে অতি গুরুতর আহত ব্যক্তিদের জন্য ক, গুরুতর আহত ব্যক্তিদের জন্য খ এবং আহত ব্যক্তিদের জন্য গ নামে তিনটি শ্রেণি করা হয়। প্রতি মাসে ক শ্রেণির ৪৯৩ জন মাসিক ২০ হাজার টাকা, খ শ্রেণির ৯০৮ জন ১৫ হাজার টাকা এবং গ শ্রেণির ১০,৬৪৮ জন ১০ হাজার টাকা করে পেতে পারেন। এছাড়া শ্রেণিওয়ারি ২ লাখ, ১ লাখ ও ৫০ হাজার টাকা করে চিকিৎসা অনুদান দেওয়ার কাজ চলমান থাকবে আগামী অর্থবছরেও।
- **ফ্ল্যাট দেওয়ার উদ্যোগ :** জুলাইয়ে শহিদ ও গুরুতর আহত ব্যক্তিদের জন্য ঢাকায় একটি করে ফ্ল্যাট দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। ঢাকার মিরপুরে এ জন্য পাঁচ একর জায়গাও চিহ্নিত করা হয়। ১৪ তলাবিশিষ্ট ২৫টি ভবন নির্মাণ করা হবে, যেসব ভবনে থাকবে ১২৫০ ও ১ হাজার বর্গফুটের ফ্ল্যাট। আগামী অর্থবছরে এ জন্য ৭৬১ কোটি টাকা বরাদ্দ থাকতে পারে।

সামাজিক নিরাপত্তার পরিমাণ

দরিদ্র, প্রান্তিক ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সামাজিক বৈষম্য জীবনমান উন্নয়নে বাজেটে সুবিধাভোগীর সংখ্যা ও মাথাপিছু বরাদ্দ উভয়ই বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় খাদ্য সহায়তা কার্যক্রমে ৫০ লাখ পরিবারের সঙ্গে নতুন করে ৫ লাখ পরিবার যুক্ত এবং বছরে ৫ মাস থেকে বাড়িয়ে ৬ মাস এই কর্মসূচি চালু রাখার প্রস্তাব করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভাতা বাড়ানোর টাকা প্রস্তাব করা হয়।

ক্ষেত্র	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
বয়স্কভাতা	৬০০	৬৫০
বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা	৫৫০	৬৫০
প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের	৮৫০	৯০০
মা ও শিশু সহায়তা	৮০০	৮৫০
অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর	৬০০	৬৫০

কোথায় যাবে আপনার টাকা

ধরুন আপনি ১০০ টাকা কর দিয়েছেন। এখন দেখা যাক, এবারের বাজেটে এই টাকাটা কোথায় ব্যয় হবে, কারা বেশি পাবেন। যেমন– আপনার ১০০ টাকার করের ১৬ টাকা ৬০ পয়সা বেতন হিসেবে পাবেন সরকারি চাকরিজীবীরা।

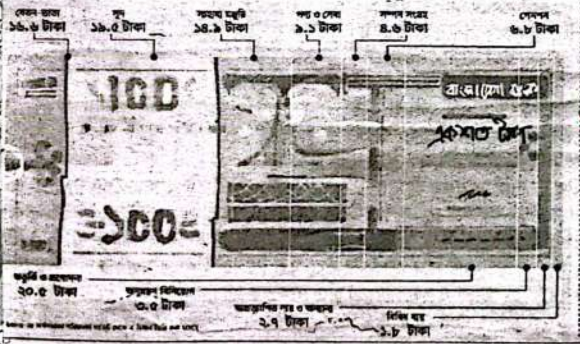

শুল্কস্তরের পুনর্বিন্যাস

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে শুল্ক-করে বড় ধরনের পরিবর্তন আসছে। আমদানি শুল্ক স্তরে যেমন পুনর্বিন্যাস করা হবে, তেমনি সম্পূরক শুল্কেও পরিবর্তন আসবে। বর্তমানে আমদানি পর্যায়ে আমদানি শুল্কে ছয়টি স্তর আছে। স্তরগুলো হলো— শূন্য, ১, ৫, ১০, ১৫ ও ২৫%। আগামী অর্থবছরের ৩% হারে আরেকটি নতুন আমদানি শুল্কহার অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে। বর্তমানে আমদানি পর্যায়ে ১২ স্তরের সম্পূরক শুল্ক বসে।

চট্টগ্রামে দেশের প্রথম মনোরেল

বন্দর নগরী চট্টগ্রামে দেশের প্রথম মনোরেল চালু হবে। মনোরেল প্রকল্প নির্মাণের লক্ষ্যে ১ জুন ২০২৫ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সঙ্গে জার্মানির প্রতিষ্ঠান ওয়াসকম ও মিসরের প্রতিষ্ঠান আরব কন্ট্রাক্টর গ্রুপের সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর হয়। প্রকল্পটি পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) মডেলে বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্পের সম্ভাব্য তিনটি রুট হচ্ছে :

- লাইন-১ (২৬.৫ কি.মি.): কালুরঘাট থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত (বহদ্দারহাট, চকবাজার, লালখান বাজার, দেওয়ানহাট ও পতেঙ্গা হয়ে)
- লাইন-২ (১৩.৫ কি.মি.): সিটি গেট থেকে শহিদ বাশিরুজ্জামান স্কয়ার পর্যন্ত (এ. কে. খান, নিমতলী, সদরঘাট ও ফিরিঙ্গি বাজার হয়ে)
- লাইন-৩ (১৪.৫ কি.মি.): অক্সিজেন থেকে ফিরিঙ্গি বাজার পর্যন্ত (মুরাদপুর, পাঁচলাইশ, আন্দরকিল্লা ও কোতোয়ালি হয়ে)।

উল্লেখ্য, ৮ জুন ২০২১ নগরীতে মনোরেল চালু করতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনকে প্রস্তাব দেয় চায়না প্রতিষ্ঠান উইটেক। একই বছরের ১৯ মে মনোরেল চালুর প্রস্তাব করে চীনের আরেকটি প্রতিষ্ঠান উইহায় ইন্টারন্যাশনাল ইকোনোমিক অ্যান্ড টেকনিক্যাল কো-অপারেটিভ কোম্পানি লিমিটেড এবং চায়না রেলওয়ে কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেডের একটি টিম।

চীনে আম রপ্তানি শুরু

২৮ মে ২০২৫ চীনে প্রথমবারের মতো আম রপ্তানি শুরু হ প্রথম দফায় ১০ টন আমের চালান চীনে পাঠানো হয়। প্র চালানে সাতক্ষীরা ও যশোর অঞ্চলের আম রপ্তানি করা হ বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ২০১৯ সালে চীনে আম, কাঁঠাল পেয়ারা রপ্তানির অনুমোদন চেয়ে আবেদন করা হয়। কাঁঠাল পেয়ারার অনুমোদন এখনো পাওয়া যায়নি। চীনে যেকো খাদ্যপণ্য রপ্তানি করার ক্ষেত্রে দেশটির জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রে অব কাস্টম অব চায়নার (GACC) কাছ থেকে নিবন্ধন নি হয়। GACC ২০২৪ সালের জুলাইয়ে বাংলাদেশকে সে নিবন্ দেয়। দেশে মোট ৭২ ধরনের আমের উৎপাদন হয়। ত রপ্তানি হয় সাত থেকে আট জাতের আম। ৩৮টি দেশে ত রপ্তানির অভিজ্ঞতা রয়েছে বাংলাদেশের। ২০২৪ সালে অ রপ্তানি করা হয় ২১টি দেশে।

দেশের ৫৬তম সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

দেশের ৫৬তম সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় 'বগুড়া বিজ্ঞান ও প্রযু বিশ্ববিদ্যালয়'। ৩ জুন ২০২৫ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসা বিভাগের অধ্যাপক ড. কুদরত-ই-জাহান বিশ্ববিদ্যালয়টির প্র উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পান। ৪ জুন ২০২৫ তার দা গ্রহণের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়টির কার্যক্রম শুরু হয়। ২০ সালে জাতীয় সংসদে বগুড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যা আইন পাস হয়। বিভিন্ন বাধার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়টির কার্য সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। ১০ মে ২০২৩ শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপন জ করে বগুড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০০১ ধারা ১ এর উপধারা ২ এর ক্ষমতা-বলে ২২ মে ২০২৩ থে আইনটি কার্যকর হবে।

প্রধান উপদেষ্টার জাপান সফর

- ২৮ মে ২০২৫ : অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস চার দিনের সরকারি সফরে জাপান যান।
- ২৯ মে : জাপানের রাজধানী টোকিওতে 'নিক্কেই ফোরাম : ৩০তম ফিউচার অব এশিয়া সম্মেলন'-এ মূল বক্তা হিসেবে বক্তব্য দেন। দেশের ক্রমবর্ধমান কর্মী ঘাটতি মেটাতে আগামী পাঁচ বছরে বাংলাদেশ থেকে কমপক্ষে এক লাখ কর্মী নিয়োগের পরিকল্পনা ঘোষণা করে।
  - প্রধান উপদেষ্টার উপস্থিতিতে দুটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। একটি বাংলাদেশের জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (BMET) এবং জাপান-বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগ কাইকম ড্রিম স্ট্রিটের মধ্যে এবং দ্বিতীয়টি বাংলাদেশের BMET ও জাপানের ন্যাশনাল বিজনেস সাপোর্ট কম্বাইন্ড কো-অপারেটিভস (জাপানে পরিচালিত ৬৫টিরও বেশি গ্রহণক কোম্পানি) ও Japan Bangla Bridge Recruting Agency (JBBRA)-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হ
- ৩০ মে : প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবার মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় বৈ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় ছয়টি সমঝোতা স্মারক ও সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সামাজিক উদ্ভাবন এবং বৈশ্বিক উন্ন অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জাপানের সোকা বিশ্ববিদ্যালয় ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান ক

আলবেনিয়া ইউরোপের প্রথম মুসলিম দেশ হিসেবে পরিচিত হয় ১৯৯২

জাতীয় গ্রিডে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ

২ জুন ২০২৫ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রথম ইউনিটের সঞ্চালন লাইন সফলভাবে চালু হয়। উৎপাদন শুরু হলে বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে। রূপপুর-গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন সফলভাবে চালু করার মধ্য দিয়ে প্রথম ইউনিটের বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সঞ্চালন সক্ষমতার মাইলফলক স্পর্শ করে।

রূপপুর-গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি লাইনের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫৮ কিলোমিটার, টাওয়ার সংখ্যা ৪১৪টি। এর আগে প্রথম ইউনিটের ফিজিক্যাল স্টার্টআপের জন্য আরও দুটি হাইভোল্টেজ লাইন প্রস্তুত করা হয়। ৩০ জুন ২০২২ 'রূপপুর-বাঘাবাড়ি ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন' এবং ৩০ এপ্রিল ২০২৪ 'রূপপুর-বগুড়া ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন' চালু করা হয়। রূপপুর-গোপালগঞ্জ লাইন চালুর মধ্য দিয়ে মোট তিনটি লাইন প্রস্তুত হলো। এর প্রতিটির সঞ্চালন সক্ষমতা ২,০০০ মেগাওয়াট।

নেপাল থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানি শুরু

বাংলাদেশ-ভারত-নেপাল ত্রিপক্ষীয় চুক্তি অনুযায়ী ১৫ জুন ২০২৫ নেপাল থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানি শুরু করে বাংলাদেশ। চুক্তি অনুযায়ী ১৫ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে দেশটি। ৩ অক্টোবর ২০২৪ নেপাল থেকে ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করতে নেপাল ইলেকট্রিসিটি অথরিটি (NEA), ভারতের এনটিপিসি বিদ্যুৎ ভায়পার নিগম লিমিটেড (NVVN) এবং বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (BPDB) মধ্যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী NEA প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম ৬.৪০ সেন্ট পাবে। এই বিদ্যুৎ সরবরাহে ভারতের ভূখণ্ড ও সরবরাহ লাইন ব্যবহার করা হবে। নেপাল সরকার বছরের পাঁচ মাস (১৫ জুন-১৫ নভেম্বর) বাংলাদেশে বিদ্যুৎ রপ্তানি করবে। উল্লেখ্য, ৬ ডিসেম্বর ২০২৩ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) নেপাল থেকে ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির জন্য নীতিগত অনুমোদন দেয়।

নতুন ডিজিটাল ওয়ালেট সমাধান সার্ভিসেস লিমিটেড

গ্রামীণ টেলিকমের 'সমাধান সার্ভিসেস লিমিটেড' বাংলাদেশে পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার (PSP) হিসেবে কাজ করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে লাইসেন্স পেয়েছে। পরিশোধ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থা আইন, ২০২৪-এর ধারা ৫(৪)-এর ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ ব্যাংক ২ জুন ২০২৫ প্রতিষ্ঠানটিকে লাইসেন্স দেয়। ১৬ নভেম্বর ২০২১ সমাধান সার্ভিসেস লাইসেন্সের জন্য প্রথম আবেদন করে। ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ বাংলাদেশ ব্যাংক NOC মঞ্জুর করে। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে লাইসেন্সপ্রাপ্ত PSP'র সংখ্যা ৯টি। এগুলো হলো—

আইপে সিস্টেমস লিমিটেড । ডি মানি বাংলাদেশ লিমিটেড । রিকার্শন ফিনটেক লিমিটেড । গ্রিন অ্যান্ড রেড টেকনোলজিস লিমিটেড । প্রগতি সিস্টেমস লিমিটেড । এবিজি টেকনোলজিস লিমিটেড । ডিজিটাল পেমেন্টস লিমিটেড । সেবা ফিনটেক লিমিটেড । সমাধন সার্ভিসেস লিমিটেড।

PSP সাধারণত ই-ওয়ালেট বা ডিজিটাল ওয়ালেট সেবা নামে পরিচিত। এখানে অ্যাকাউন্ট খোলার মাধ্যমে গ্রাহক তার ব্যাংক একাউন্ট থেকে ব্যাংক বা অন্য মাধ্যম থেকে টাকা এনে অনলাইনে কেনাকাটা, ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, টিউশন ফি পরিশোধসহ বিভিন্ন ধরনের লেনদেন করতে পারেন।

পাঁচ ব্যাংক মিলে একটি ব্যাংক

আর্থিক সংকটে পড়া শরিয়াহভিত্তিক পাঁচ ব্যাংক মিলে একটি বড় ইসলামি ধারার ব্যাংক গঠন করা হচ্ছে। ব্যাংক পাঁচটি হলো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক, ইউনিয়ন ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক ও এক্সিম ব্যাংক। ৪ জুন ২০২৫ বাংলাদেশ ব্যাংকের সভায় এই পাঁচটি ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকদেরকে (MD) প্রাথমিক সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হয়। নতুন এই ব্যাংকের যাত্রার শুরুতে মূলধন জোগান দেবে সরকার। ব্যাংকটির প্রধান কাজ হবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতে (SME) অর্থায়ন করা। বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে এই পাঁচ ব্যাংকের আমানত ও সম্পদ স্থানান্তর করা হবে।

নাম	কার্যক্রম শুরু	শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংকিং
এক্সিম ব্যাংক পিএলসি	৩ আগস্ট ১৯৯৯	১ জুলাই ২০০৪
ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি	২৫ অক্টোবর ১৯৯৯	১ জানুয়ারি ২০০৯
সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি	২২ নভেম্বর ১৯৯৫	শুরু থেকেই
ইউনিয়ন ব্যাংক পিএলসি	১০ মে ২০১৩	শুরু থেকেই
গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি	২৩ অক্টোবর ২০১৩	১ জানুয়ারি ২০২১

বাংলাদেশে ব্যাংকের রূপরেখা

একীভূত ব্যাংক সরকার-নিয়ন্ত্রিত

কার্যক্রম শুরু নভেম্বর ২০২৫

৩ মাস পর্যবেক্ষণ শেষে মতামতের সুযোগ

খেলাপি ঋণ হস্তান্তর হবে পৃথক কোম্পানিতে

নতুন ব্যাংকে খেলাপির হার ১০%-এর নিচে রাখতে হবে

ন্যাটোভুক্ত মুসলিম দেশ দুটি আলবেনিয়া ও তুরস্ক

ঐতিহ্য জাদুঘরে ফেনীর 'রাজবাড়ী'

ফেনী শহরের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে অবস্থিত উপজেলা ভূমি অফিস হিসেবে ব্যবহৃত ঐতিহ্যবাহী 'রাজবাড়ী'র মূল ভবনটিকে ঐতিহ্য জাদুঘরে রূপান্তরের প্রকল্প হাতে নিয়েছে জেলা প্রশাসন। 'ফেনী ঐতিহ্য জাদুঘর' নামে এটিকে সংরক্ষণ করা হবে। এখানে থাকবে বিভিন্ন গবেষণামূলক রেফারেন্স। এখান থেকে ফেনী ইতিহাস ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সম্পর্কে গবেষকরা প্রাথমিক ধারণা নিতে সহজ হবে।

জামালপুরে নতুন গ্যাসের সম্ভাবনা

জামালপুরের মাদারগঞ্জ উপজেলার বালিজুড়ী ইউনিয়নের তারতাপাড়া গ্রামে নতুন কূপ খননের পর প্রাথমিক পরীক্ষায় গ্যাসের সন্ধান পায় বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (BAPEX)। নতুন গ্যাসক্ষেত্রের কূপ থেকে প্রতিদিন ৭.৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস বের হচ্ছে। ২৪ জানুয়ারি ২০২৫ কূপের আনুষ্ঠানিক খননকাজের উদ্বোধন করে BAPEX। ২৫ এপ্রিল খনন কার্যক্রম শেষ হয়। ৩১ মে ২০২৫ 'জামালপুর-১ অনুসন্ধান' নামের ওই গ্যাসকূপে প্রাথমিকভাবে এই গ্যাসের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ১৯৮০ সালে জামালপুরের মাদারগঞ্জের তারতাপাড়া গ্রামে সিসমিক উপাত্তে গ্যাসের উপস্থিতি পাওয়া যায়। এরপর ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সিসমিক উপাত্ত এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ক্লোজ গ্রিড সিসমিক সার্ভে হয়। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এটি হতে পারে দেশের ৩০তম গ্যাসক্ষেত্র। এর আগে দ্বীপ জেলা ভোলায় 'ইলিশা-১' নামে বাংলাদেশের ২৯তম গ্যাস ফিল্ড আবিষ্কার হয়।

পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ পরিসংখ্যান ২০২৪

২২ জুন ২০২৫ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) 'পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ পরিসংখ্যান ২০২৪' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদন অনুযায়ী—

বিষয়	২০১৫		২০২৩	
	আয়তন (বর্গ কি.মি.)	মোট ভূমির	আয়তন (বর্গ কি.মি.)	মোট ভূমির
কৃষিজমি	৭৪,৩৮৬.৬৩	৫০.৪১%	৭২,৯১৫.৭৪	৪৯.৪১%
বনভূমি	১৮,৪৯৯.০৮	১২.৫৪%	১৭,৪৯৮.১৮	১১.৮৬%
কৃত্রিম বন	১,৩৪১.৪৮	-	১,৭০৮.৫৩	-
নগরায়ন	৩৩,১৩৯.৮৩	২৩.০৯%	৩৪,০৭২.৯০	২৫.৯১%
জলাশয়	১৮,১২০.০৫	-	১৯,১৯৬.১২	-

নতুন জাতের ধান

- জিংকসমৃদ্ধ নতুন সুগন্ধিযুক্ত ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (গাকৃবি) বিজ্ঞানীরা। নতুন এই জাতটির নাম রাখা হয়েছে 'জিএইউ ধান-৩'। ১১ মার্চ ২০২৫ জাতীয় বীজ বোর্ড এই জাতের অনুমোদন দেয়। ২০ এপ্রিল ২০২৫ নতুন এই জাতের ছাড়পত্র দেয়। এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ধানের মোট উদ্ভাবিত জাতের সংখ্যা দাঁড়াল ৯০টিতে।
- বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI) লবণাক্ততা সহনশীল, একটি উচ্চফলনশীল বোরো ও ব্লাস্ট রোগপ্রতিরোধী তিনটি নতুন ধানের জাত উদ্ভাবন করে। নতুন তিনটি জাত হচ্ছে— লবণাক্ততা সহনশীল ব্রি-১১২, উচ্চফলনশীল বোরো ব্রি-১১৩ ও ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী ব্রি-১১৪। ১৮ জুন ২০২৫ জাতীয় বীজ বোর্ডের (NSB) ১১৪তম সভায় নতুন তিনটি জাত অনুমোদন দেওয়া হয়। নতুন উদ্ভাবিত তিনটি জাতসহ এখন পর্যন্ত ব্রি ১২১টি জাত উদ্ভাবন করেছে, যার মধ্যে ৮টি উচ্চফলনশীল বা হাইব্রিড।

দেশের দ্বিতীয় উপকূলীয় নদী বন্দর

২ জুন ২০২৫ প্রজ্ঞাপন জারি করে নোয়াখালীর উপকূলীয় উপজেলা হাতিয়াকে নদী বন্দর ঘোষণা করা হয়। ৩ জুন ২০২৫ প্রকাশিত গেজেট অনুযায়ী, হাতিয়ার চানন্দি ইউনিয়নের হাতিয়া চ্যানেলের একটি নির্দিষ্ট অংশকে নদী বন্দর হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এ নিয়ে দেশে নদী বন্দরের সংখ্যা ৫৪টি। অন্যদিকে এটি দেশের দ্বিতীয় উপকূলীয় নদী বন্দর। দেশের প্রথম উপকূলীয় নদী বন্দর 'সন্দ্বীপ উপকূলীয় নদী বন্দর'।

সর্বশেষ ঘোষিত ৫ টি নদী বন্দর

তম	নাম	অবস্থান	প্রজ্ঞাপন জারি	গেজেট প্রকাশ
৫০	ভোলাগঞ্জ নদী বন্দর	সিলেট	৩১ জুলাই ২০২৪	৬ আগস্ট ২০২৪
৫১	গোয়াইনঘাট নদী বন্দর	সিলেট	১ অক্টোবর ২০২৪	৭ অক্টোবর ২০২৪
৫২	সিলেট নদী বন্দর	সিলেট	৮ অক্টোবর ২০২৪	১৫ অক্টোবর ২০২৪
৫৩	সন্দ্বীপ উপকূলীয় নদী বন্দর	চট্টগ্রাম	১০ ডিসেম্বর ২০২৪	১১ ডিসেম্বর ২০২৪
৫৪	হাতিয়া উপকূলীয় নদী বন্দর	নোয়াখালী	২ জুন ২০২৫	৩ জুন ২০২৫

সরকারি কর্মচারীদের বিশেষ সুবিধা

৩ ও ২৩ জুন ২০২৫ সরকার পৃথক দুটি প্রজ্ঞাপন জারি করে সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের জন্য বিশেষ সুবিধা ঘোষণা করে। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ১ জুলাই ২০২৫ থেকে বেতনগ্রেড ভেদে (গ্রেড ১ এবং তদূর্ধ্ব হতে গ্রেড ৯ পর্যন্ত) ১০% এবং (গ্রেড ১০ হতে গ্রেড ২০ পর্যন্ত) ১৫% হারে 'বিশেষ সুবিধা' প্রদান করা হলো। এ 'বিশেষ সুবিধা' চাকরিরতদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১৫০০ টাকা এবং পেনশনভোগীদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৭৫০ টাকা হারে প্রদেয় হবে।

এ বিশেষ সুবিধা নিম্নরূপভাবে কার্যকর হবে—

- অবসর উত্তর ছুটিতে (PRL) থাকা কর্মচারীগণ PRL গমনের পূর্বকালীন সর্বশেষ প্রাপ্ত মূল বেতনের ভিত্তিতে উপর্যুক্ত (ক) অনুচ্ছেদে বর্ণিত গ্রেডভিত্তিক হারে 'বিশেষ সুবিধা' প্রাপ্য হবেন।
- পেনশন পুন:স্থাপনকৃত কর্মচারীগণসহ সরকার থেকে পেনশন গ্রহণকারী কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে যেসকল পেনশনারের প্রাপ্য মাসিক পেনশনের পরিমাণ ১৭,৩৮৯ টাকা ও তদূর্ধ্ব, তারা ১০% হারে এবং যে সকল পেনশনারের প্রাপ্য মাসিক পেনশন ১৭,৩৮৮ টাকা ও তদনিম্ন, তারা ১৫% হারে বিশেষ সুবিধা প্রাপ্য হবেন।
- যে সকল অবসরগ্রহণকারী কর্মচারী তাদের গ্রস পেনশনের ১০০% অর্থাৎ সম্পূর্ণ অংশ সমর্পণ করে এককালীন আনুতোষিক উত্তোলন করেছেন এবং এখনও পেনশন পুন:স্থাপনের জন্য উপযুক্ত হননি তাদের ক্ষেত্রে এই 'বিশেষ সুবিধা' প্রযোজ্য হবে না।
- জাতীয় বেতনস্কেলে নির্ধারিত কোনো গ্রেডে সরকারি কর্মচারী চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ক্ষেত্রে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের অব্যবহিত পূর্বে সর্বশেষ আহরিত তার মূল বেতনের ভিত্তিতে এ সুবিধা প্রযোজ্য হবে। তবে শর্ত থাকে যে এরূপ চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত ব্যক্তি পেনশনভোগী হলে পেনশনের বিদ্যমান অংশ অথবা চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্বের সর্বশেষ আহরিত মূল বেতনের ভিত্তিতে যেকোনো এক ক্ষেত্রে এ সুবিধা প্রাপ্য হবেন।
- সাময়িক বরখাস্তকৃত কর্মচারীগণ সাময়িক বরখাস্ত হওয়ার তারিখের অব্যবহিত পূর্বের মূল বেতনের ৫০% (অর্ধেক) এর উপর উপর্যুক্ত (ক) অনুচ্ছেদে বর্ণিত গ্রেডভিত্তিক হারে 'বিশেষ সুবিধা' প্রাপ্য হবেন; এবং
- বিনা বেতনে ছুটিতে থাকাকালীন কর্মচারীগণ এই 'বিশেষ সুবিধা' প্রাপ্য হবেন না।

[illegible]

- [illegible] নিবন্ধন ও নিয়োগ কার্যক্রমে নতুন দিক যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯তম শিক্ষক নিবন্ধন বিজ্ঞপ্তিতে কেবলমাত্র শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি লেখা থাকতে পারে।
- ২৬ মে ২০২৫ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ চারটি শর্ত জুড়ে দিয়ে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের উৎসব ভাতা (বোনাস) বৃদ্ধি করে। এতদিন তারা মূল বেতনের ২৫% বোনাস পেতেন, এখন পাবেন ৫০%। তবে ভাতা দেওয়ার ক্ষেত্রে যাবতীয় আর্থিক বিধিবিধান অনুসরণ করতে হবে।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যোগ্য উপাচার্য নিয়োগে প্রথমবারের মতো বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ৪ জুন ২০২৫ বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় এবং খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) ভিসি নিয়োগে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
- দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগে গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন। ২৭ মে ২০২৫ 'সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশ, ২০২৫' অনুসারে এ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।

সরকারি চাকরি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫

২২ মে ২০২৫ অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে 'সরকারি চাকরি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এর খসড়া অনুমোদন দেওয়া হয়। ২৫ মে ২০২৫ তা অধ্যাদেশ-আকারে জারি করা হয়। অধ্যাদেশে অনুযায়ী, সরকারি কর্মচারীদের (আইনানুযায়ী সবাই কর্মচারী) চারটি বিষয়কে অপরাধের আওতাভুক্ত করা হয়। সেগুলো হলো—

- সরকারি কর্মচারী যদি এমন কোনো কাজে লিপ্ত হন, যা অনানুগত্যের শামিল বা যা অন্য যেকোনো সরকারি কর্মচারীর মধ্যে অনানুগত্য সৃষ্টি করে বা শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করে বা কর্তব্য সম্পাদনে বাধার সৃষ্টি করে।
- অন্যান্য কর্মচারীর সঙ্গে সমবেতভাবে বা এককভাবে, ছুটি ছাড়া বা কোনো যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া, নিজ কর্ম থেকে অনুপস্থিত থাকেন বা বিরত থাকেন বা কর্তব্য সম্পাদনে ব্যর্থ হন।
- অন্য যেকোনো কর্মচারীকে তার কর্ম থেকে অনুপস্থিত থাকতে বা বিরত থাকতে বা তার কর্তব্য পালন না করার জন্য উসকানি দেন বা প্ররোচিত করেন।
- যেকোনো সরকারি কর্মচারীকে তার কর্মে উপস্থিত হতে বা কর্তব্য সম্পাদনে বাধাগ্রস্ত করেন, তাহলে তিনি অসদাচরণের দায়ে দণ্ডিত হবেন।

এসব অপরাধের শাস্তি হিসেবে বলা হয়, দোষী কর্মচারীকে নিম্নপদ বা নিম্ন বেতন গ্রেডে নামিয়ে দেওয়া এবং চাকরি হতে অপসারণ বা চাকরি থেকে বরখাস্ত করার দণ্ড দেওয়া যাবে।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ৩৬৫ দিন

২০২৪ সালে কোটা আন্দোলন থেকে শুরু করে জুলাই মাসে ছাত্র-জনতা সরকার পতনের আন্দোলনে নামে যা, জুলাই গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিত। ২০২৫ সালের জুলাই মাসে এই অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি বা ৩৬৫ দিন হবে।

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কোটা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তী সময়ে বেশ কয়েকবার এই কোটা ব্যবস্থার সংস্কার করা হয়। ২০১৮ সালে কোটা সংস্কার আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ৪ অক্টোবর ২০১৮ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থা বাতিল করে পরিপত্র জারি করে সরকার। ৫ জুন ২০২৪ বিচারপতি কে এম কামরুল কাদের ও বিচারপতি খিজির হায়াতের হাইকোর্ট বেঞ্চ এই পরিপত্র বাতিল করে রায় দেন। ৬ জুন ২০২৪ হাইকোর্টের দেওয়া রায় বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এরপর ১ জুলাই ২০২৪ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সূচনা হয়। এক পর্যায়ে এ আন্দোলন ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। ফলশ্রুতিতে ৫ আগস্ট ২০২৪ শেখ হাসিনার পতনের মাধ্যমে টানা সাড়ে ১৫ বছরের শাসনের অবসান ঘটে।

আন্দোলনের যত কর্মসূচি

কর্মসূচি	ঘোষণা	পালিত
বাংলা ব্লকেড	৬ জুলাই	৭-১২ জুলাই
কমপ্লিট শাটডাউন	১৭ জুলাই	১৮-২২ জুলাই
মার্চ ফর জাস্টিস	৩০ জুলাই	৩১ জুলাই
দ্রোহযাত্রা	১ আগস্ট	২ আগস্ট
মার্চ টু ঢাকা	৪ আগস্ট	৫ আগস্ট
রেজিস্ট্যান্স উইক	১৩ আগস্ট	১৩-১৯ আগস্ট

অভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান

- **জুলাই শহিদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন :** ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সমাজসেবা অধিদপ্তর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শহিদদের স্মরণে 'জুলাই শহিদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন' গঠন করে। ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে এই ফাউন্ডেশনে ১০০ কোটি টাকা অনুদান দেওয়া হয়।
- **জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর :** ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের পঞ্চম বৈঠকে গণভবনকে জাদুঘরে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত হয়। যার নাম দেওয়া হয় 'জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর'। জাদুঘরে গত ১৬ বছরের গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গণঅভ্যুত্থানের ৩৬ দিনের ঘটনাসহ নানা বিষয়ের উপস্থাপনা থাকবে।
- **জুলাই গণঅভ্যুত্থান অধিদপ্তর :** ২৩ এপ্রিল ২০২৫ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'জুলাই গণঅভ্যুত্থান অধিদপ্তর' প্রতিষ্ঠা করা হয়। অধিদপ্তরের প্রধান : মহাপরিচালক।

মৃত্যু

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে যারা নিহত হন তারা 'জুলাই শহিদ' নামে এবং যারা আহত হন তারা 'জুলাই যোদ্ধা' নামে পরিচিত হবেন। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তালিকা অনুযায়ী, জুলাই শহিদ : ৮৩৪।
জুলাই যোদ্ধা ›
- ক শ্রেণি ৪৯৩
- খ শ্রেণি ৯০৮
- গ শ্রেণি ১০,৬৪২

■ প্রথম শহিদ : আবু সাঈদ
■ সর্বকনিষ্ঠ শহিদ : আব্দুল আহাদ।

আবু সাঈদ
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ১২তম ব্যাচের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক ছিলেন। তিনি ১৬ জুলাই ২০২৪ শহিদ হন। জন্ম : ২০০১ সালে। গ্রাম : বাবনপুর। ইউনিয়ন : মদনখালী। উপজেলা : পীরগঞ্জ। জেলা : রংপুর। সমাধি : নিজ গ্রাম বাবনপুরে।

বিবিধ তথ্য

- **Art of Triumph :** আন্দোলন চলাকালে ঢাকার দেয়ালে দেয়ালে শিক্ষার্থীদের আঁকা গ্রাফিতি চিত্র নিয়ে সংকলিত গ্রন্থ।
- **উন্নত মম শির :** গণঅভ্যুত্থানের প্রথম শহিদ আবু সাঈদকে নিয়ে শহীদ কবিরের অঙ্কিত শিল্পকর্ম।
- **Gen Z :** ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানকে Generation Z বা Gen Z-এর আন্দোলন বলা হয়। ১৯৯৭-২০১২ সাল এর মধ্যে যারা জন্মগ্রহণ করে তারা এই প্রজন্মের অন্তর্ভুক্ত।
- **মুনসুন অভ্যুত্থান :** ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ড. মুহাম্মদ ইউনূস ৫ আগস্টের অভ্যুত্থানকে 'মুনসুন অভ্যুত্থান' আখ্যায়িত করেন।
- **ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন :** জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনের কার্যালয় (OHCR) থেকে ১ জুলাই-১৫ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাবলি তদন্ত করতে তৈরি 'ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন'। ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ এ মিশন ১১৪ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন প্রকাশ করে যাতে ৪১ দফা সুপারিশ করা হয়।

আলবেনিয়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের পূর্ণাঙ্গ সদস্য হতে চুক্তি করে ১২ জুন ২০

জাতিসংঘ সংবাদ

নতুন প্রেসিডেন্ট

২ জুন ২০২৫ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের পঞ্চম নারী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন জার্মানির সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালেনা বায়েরবোক। তিনি জার্মানি থেকে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে এই পদে নিযুক্ত হন। ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বায়েরবোক এক বছর মেয়াদে ৮০তম জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

সাধারণ পরিষদে অন্য ৪ নারী সভাপতি

অধিবেশন	নাম	দেশ
৮ম	বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত	ভারত
২৪তম	অ্যাঞ্জি ব্রুকস	লাইবেরিয়া
৬১তম	শায়খা হায়া বিনতে রশিদ আল খলিফা	বাহরাইন
৭৩তম	মারিয়া ফার্নান্দো এস্পিনোসা গারসেস	ইকুয়েডর

UNSC

জাতিসংঘের ৬টি অঙ্গসংস্থার অন্যতম একটি নিরাপত্তা পরিষদ (UNSC), যার অপর নাম স্বস্তি পরিষদ। ১৯৪৬ সালে ১১টি সদস্য নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত হলেও ১৯৬৫ সালে জাতিসংঘ সনদ সংশোধন করে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য ১১ থেকে বাড়িয়ে ১৫ করা হয়। এর মধ্যে ৫টি স্থায়ী (চীন, ফ্রান্স, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র) এবং দুই বছর মেয়াদের ১০টি অস্থায়ী সদস্য।

নতুন সদস্য : প্রতি বছর ১০টি অস্থায়ী সদস্যের মধ্যে ৫টি সদস্যের মেয়াদ শেষ হয়। তাদের স্থলে নির্বাচিত হয় ৫টি নতুন দেশ। ভৌগলিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে এসব আসন আঞ্চলিক গ্রুপভিত্তিক বরাদ্দ থাকে। ৩ জুন ২০২৫ নতুন অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয়— বাহরাইন, কলম্বিয়া, গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, লাটভিয়া এবং লাইবেরিয়া। নতুন নির্বাচিত পাঁচ সদস্য ১ জানুয়ারি ২০২৬-৩১ ডিসেম্বর ২০২৭ মেয়াদের জন্য আলজেরিয়া, সিয়েরা লিওন, দক্ষিণ কোরিয়া, গায়ানা এবং স্লোভেনিয়ার স্থলাভিষিক্ত হবে।

ECOSOC

জাতিসংঘের ৬টি অঙ্গসংস্থার অন্যতম একটি হলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ECOSOC)। প্রথমে এই পরিষদের সদস্য ১৮ থাকলেও ১৯৬৫ সালে ২৭ এবং ১৯৭৩ সালে ৫৪ করা হয়। পরিষদের সদস্যরা তিন বছরের জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকে। পরিষদের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে। প্রতিটি সদস্যের রয়েছে একটি করে ভোট এবং একজন প্রতিনিধি। অঞ্চলভিত্তিক সদস্য— আফ্রিকা ১৪, এশিয়া ১১, পূর্ব ইউরোপ ৬, ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান ১০, পশ্চিম ইউরোপ ও অন্যান্য ১৩।

নতুন সদস্য : প্রতি বছর এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের অর্থাৎ ১৮টি সদস্যের মেয়াদ শেষ হয়। ৪ জুন ২০২৫ নির্বাচিত হয় নতুন ১৮টি দেশ— অস্ট্রেলিয়া, বুরুন্ডি, শাদ, চীন, ইকুয়েডর, ফিনল্যান্ড, ভারত, লেবানন, মোজাম্বিক, নরওয়ে, পেরু, সিয়েরা লিওন, সেন্ট কিটস এন্ড নেভিস, তুরস্ক, তুর্কমেনিস্তান ক্রোয়েশিয়া, রাশিয়া এবং ইউক্রেন। সকল নতুন সদস্যের মেয়াদ ১ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে শুরু হবে।

ILO'র পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র ফিলিস্তিন

২-১৩ জুন ২০২৫ সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) ১১৩তম আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ২ জুন ২০২৫ ফিলিস্তিনকে 'অ-সদস্য পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র' হিসেবে ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ILO'র প্রাথমিক সদস্যপদ পাওয়ার দীর্ঘ ৫ দশকেরও বেশি সময় পর এই স্বীকৃতি পেল ফিলিস্তিন। এই স্বীকৃতির ফলে ফিলিস্তিন ILO'র বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারবে, আলোচনায় অংশ নিতে পারবে এবং নিজস্ব প্রতিনিধি পাঠাতে পারবে। তবে পূর্ণ সদস্যের মতো ভোটাধিকার থাকবে না। এটি মূলত পূর্ণাঙ্গ সদস্য পদের পূর্বের অবস্থা।

WHO'র সদর দপ্তরে ফিলিস্তিন পতাকা

২৬ মে ২০২৫ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সদর দপ্তরে প্রথমবার নিজেদের পতাকা তোলার অধিকার পায় ফিলিস্তিন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বার্ষিক সম্মেলনে সংস্থাটির সদর দপ্তরে ফিলিস্তিনের পতাকা উত্তোলন করতে দেওয়া হবে কি না সে বিষয়ে প্রতীকী ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

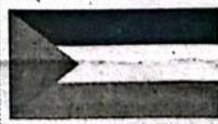

ভোটে ৯৫টি দেশ সমর্থন জানায়। অন্যদিকে ইসরায়েল, হাঙ্গেরি, চেক রিপাবলিক ও জার্মানি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। বাকি ২৭টি দেশ ভোটদানে বিরত থাকে।

আলেবেনীয় ভাষায় দেশটির নাম 'স্কিপ্যারি', যার অর্থ ঈগলদের দেশ

বিশ্ব পরিক্রমা

MI6'র প্রথম নারী প্রধান

১৫ জুন ২০২৫ ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা MI6'র প্রথম নারী প্রধান হিসেবে নিয়োগ পান ব্লেইজ মেট্রিয়েলি। ব্লেইজ মেট্রিয়েলি ১৯৯৯ সালে এ সংস্থায় যোগ দেন। বর্তমানে তিনি 'কিউ'-এর মহাপরিচালক হিসেবে কর্মরত আছেন। চীনের বায়োমেট্রিক নজরদারির মতো শত্রুপক্ষকে ফাঁকি দেওয়ার নতুন উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করে এই বিভাগ। তিনি আগেও MI6'র অঙ্গসংস্থা MI5'র পরিচালক হিসেবে কাজ করেন। তার পেশাগত জীবনের বড় অংশ

মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপে কেটেছে। MI5-এ থাকার সময় ব্লেইজ পরিচালক 'কে' ছদ্মনামে কথা বলতেন। ১ অক্টোবর ২০২৫ তিনি সংস্থাটির ১৮তম প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেবেন। ২ অক্টোবর ২০২০ থেকে এই পদে রয়েছেন স্যার রিচার্ড মুরে। ৪ জুলাই ১৯০৯ প্রতিষ্ঠিত MI6 যুক্তরাজ্যের গোপন বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা। এটি সাধারণত বিদেশ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে যুক্তরাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়নে কাজ করে থাকে।

নতুন অক্ষ শক্তি গ্লোবাল সাউথ

২৭ মে ২০২৫ মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে আসিয়ান, গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিল (GCC) ও চীনের ত্রিপক্ষীয় রুদ্ধদ্বার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের মাধ্যমে ২০১৩ সালে শুরু করা চীনের নেতৃত্বাধীন অবকাঠামোগত উন্নয়নের পরিসর বৈশ্বিক পর্যায়ে শুরু করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কযুদ্ধ, প্রতিরক্ষামূলক বাণিজ্যনীতি এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে নতুন শক্তি অক্ষ হিসেবে উঠে এসেছে এই গ্লোবাল সাউথ। ত্রিপক্ষীয় এই সম্মেলনে চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ, আসিয়ানের কানেক্টিভিটি মাস্টার প্ল্যান ২০২৫ এবং জিসিসির ভিশন ২০৩০-এই তিনটি লক্ষ্যকে সমন্বয় করে নতুন অর্থনৈতিক কাঠামো নির্মাণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়।

ডেনমার্কে অবসরের বয়সসীমা ৭০

ইউরোপের দেশ ডেনমার্কে ২০৪০ সালে অবসরের বয়সসীমা হবে ৭০ বছর। ২২ মে ২০২৫ ডেনমার্কের পার্লামেন্টে এই লক্ষ্যে একটি আইন পাস করে। যার মাধ্যমে দেশের সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের বয়স ২০৪০ সালে বর্তমান ৬৭ বছর থেকে বাড়িয়ে ৭০ বছর করা হবে। আর এতে করে দেশটিতে সরকারি চাকরি থেকে অবসরের বয়সসীমা ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ হবে।

যুদ্ধবিমান নির্মাণের অনুমোদন

২৭ মে ২০২৫ ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় টুইন-ইঞ্জিনবিশিষ্ট পঞ্চম প্রজন্মের সবচেয়ে উন্নত স্টিলথ যুদ্ধবিমান (যা শত্রুপক্ষের রাডার এবং অন্যান্য শনাক্তকরণ পদ্ধতি থেকে নিজেদের আড়াল করতে সক্ষম) তৈরির জন্য একটি নতুন প্রকল্পের অনুমোদন দেয়। প্রকল্পটি পরিচালনা করবে রাষ্ট্রীয় সংস্থা Aeronautical Development Agency (ADA)। বর্তমানে ভারতীয় বিমানবাহিনীর সাজ-সরঞ্জাম রাশিয়ান ও সাবেক সোভিয়েত যুদ্ধবিমানের ওপর নির্ভরশীল।

স্বেচ্ছামৃত্যুর অধিকার বিলে অনুমোদন

২৭ মে ২০২৫ ফ্রান্সের আইনসভার নিম্নকক্ষ স্বেচ্ছামৃত্যুর অধিকারবিষয়ক একটি বিলের অনুমোদন দেয়। ফ্রান্সের জাতীয় পরিষদের এক ভোটাভুটিতে ৩০৫ আইনপ্রণেতা বিলটির পক্ষে ভোট দেন, বিপক্ষে ভোট দেন ১৯৯ জন। বিলটিতে নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে একজন রোগী নিজে বা চিকিৎসায় সহায়তাকারীর মাধ্যমে তার জীবনের অবসান ঘটানোর অনুমতি পাবেন এমন প্রস্তাব রাখা হয়। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ বিলটিতে সমর্থন দেন।

বিশ্বের সর্বোচ্চ রেলসেতু

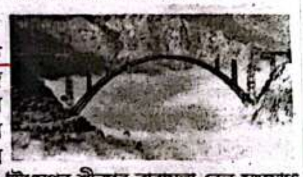

৬ জুন ২০২৫ জম্মু-কাশ্মীরের চেনাব নদীর উপরে নির্মিত বিশ্বের সর্বোচ্চ রেল সেতু উদ্বোধন করা হয়। জম্মু ও শ্রীনগরের সংযোগকারী হিসেবে কাজ করবে এটি। ১,৩১৫ মিটার-দীর্ঘ একটি স্টিল ও কংক্রিট নির্মিত সেতুর নাম চেনাব রেল সেতু (Chenab Rail Bridge)। নদী থেকে এই সেতুর উচ্চতা ৩৫৯ মিটার (১১৭৮ ফুট)। চেনাব সেতু ২৬৬ কিমি/ঘণ্টা গতির বাতাস ও ৮ মাত্রার ভূমিকম্প সহ্য করার ক্ষমতা রাখে। চেনাব সেতুটি 'উধমপুর-শ্রীনগর-বারামুল্লা রেল সংযোগ (USBRL)' প্রকল্পের অংশ, যার মাধ্যমে কাশ্মীর উপত্যকা প্রথমবারের মতো ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে রেলপথে যুক্ত হলো। এই ২৭২ কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথে রয়েছে ৩৬টি সুড়ঙ্গ ও ৯৪৩টি সেতু।

আলবেনিয়া বিশ্বের শেষ স্ট্যালিনিস্ট রাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রের হাতে দ্য টেলিগ্রাফ

২৩ মে ২০২৫ মার্কিন বিনিয়োগ সংস্থা RedBird Capital Partners ৫০০ মিলিয়ন ইউরোর (৬৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) বিনিময়ে ব্রিটিশ ডানপন্থী সংবাদপত্র দ্য টেলিগ্রাফের মালিকানা অধিগ্রহণ করে। ২৯ জুন ১৮৫৫ প্রতিষ্ঠিত দ্য টেলিগ্রাফের জন্য একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। জনপ্রিয় এই সংবাদ মাধ্যম, যেটিকে কখনও কখনও 'টোরিগ্রাফ' বলেও অভিহিত করা হয়, কনজারভেটিভ পার্টির ঘনিষ্ঠ হিসেবেও পরিচিত। ২০২৩ সালের শেষ দিকে রেডবার্ড সংযুক্ত আরব আমিরাতের International Media Investments (IMI)-এর সঙ্গে একটি যৌথ চুক্তিতে পৌঁছায়। কিন্তু যুক্তরাজ্যের তৎকালীন সরকার ওই প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করে।

বিশ্বে প্রথম ভোটে বিচারক নির্বাচন

১ জুন ২০২৫ মেক্সিকো বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে ভোটে বিচারক নির্বাচন করে। ভোটারেরা কয়েক হাজার ফেডারেল, জেলা ও স্থানীয় বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেট নির্বাচন করবেন। বাকি পদগুলোর জন্য ২০২৭ সালে আরেকটি নির্বাচন হবে। এই নির্বাচন পদ্ধতি সাধারণ নির্বাচনের মতো হলেও যে কেউ এতে প্রার্থী হতে পারবেন না। প্রার্থীদের আইন ডিগ্রি, আইনি বিষয়ে অভিজ্ঞতা, সুনাম এবং কোনো ফৌজদারি রেকর্ড না থাকা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হতে হলে ন্যূনতম ১০ বছর এবং তার নিচের আদালতগুলোর জন্য ন্যূনতম পাঁচ বছর আইন পেশায় যুক্ত থাকার অভিজ্ঞতা লাগবে। ২০২৪ সালে এ বিষয়ে একটি আইনও পাশ করে মেক্সিকোর পার্লামেন্ট। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে পুরো বিচার ব্যবস্থা জুড়ে বিচারক নির্বাচন করা একমাত্র দেশ হলো মেক্সিকো।

গাজা অভিমুখী ত্রাণবাহী জাহাজ

১ জুন ২০২৫ গাজার ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য ত্রাণ নিয়ে ফ্রিডম ফ্লোটিলা কোয়ালিশনের (FFC) 'ম্যাডলিন' নামক জাহাজে ইতালির সিসিলির কাতানিয়া শহর থেকে গাজা উপত্যকার উদ্দেশে রওয়ানা দেয় ১২ জন মানবাধিকারকর্মী। ২ মার্চ ২০২৫ থেকে গাজায় পুরোপুরিভাবে ত্রাণ প্রবেশ বন্ধ করে দেয় দখলদার রাষ্ট্র ইসরায়েল। এমন অবস্থায় অনাহারে ভুগে বেশ কয়েকজন শিশু মারা যায়। ত্রাণ প্রবেশে বাধা দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে 'ম্যাডলিন' নামের এই জাহাজটি যাত্রা শুরু করে। ৯ জুন ২০২৫ আন্তর্জাতিক জলসীমা থেকেই জাহাজটিকে নিয়ন্ত্রণে নেয় ইসরায়েল। এর আগে গাজার উদ্দেশে ত্রাণ নিয়ে যাওয়ার সময় ২ মে ২০২৫ 'ফ্রিডম ফ্লোটিলা' নামের জাহাজে ড্রোন হামলা হয়। ১৫ বছর আগে, ৩১ মে ২০১০ ইসরায়েলি কমান্ডোরা তুর্কি কর্মীদের বহনকারী সবচেয়ে বড় ত্রাণবাহী জাহাজ মাভি মারমারাতে প্রাণঘাতী হামলা চালায়। উল্লেখ্য, ২০০৭ সাল থেকে গাজার স্থল, জল ও আকাশপথ অবরুদ্ধ করে রেখেছে ইসরায়েল।

গোল্ডেন ডোম

গোল্ডেন ডোম (Golden Dome) মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মহাকাশ-ভিত্তিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, যা পুরো যুক্তরাষ্ট্রকে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র থেকে রক্ষা করবে। ২৭ জানুয়ারি ২০২৫ ডোনাল্ড ট্রাম্প এই ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরির নির্দেশ দিয়ে নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেন। ২০ মে ২০২৫ তিনি নতুন ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। তার আগে ৪০তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগন ১৯৮৩ সালে মহাকাশ-ভিত্তিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যা Star Wars বা Strategic Defense Initiative (SDI) নামে ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন।

■ **কীভাবে কাজ করবে**

আয়রন ডোম রাডার প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বল্প-পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র শনাক্ত করে এবং ধ্বংস করে। ২০১১ সাল থেকে এটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে গোল্ডেন ডোম সে তুলনায় বহুগুণ বড় হবে এবং এটি আরও বিশাল পরিসরে বিভিন্ন ধরনের হুমকির মোকাবিলা করার মতো করে ডিজাইন করা হবে। এ পরিকল্পনায় স্থল, সমুদ্র এবং মহাকাশ জুড়ে 'ভবিষ্যৎ প্রজন্মের' প্রযুক্তির একটি নেটওয়ার্ক থাকবে। এর মূল অংশ হবে মহাকাশভিত্তিক ইন্টারসেপ্টর ও সেন্সর যা শত্রুর ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করতে সক্ষম হবে। এছাড়া Fractional Orbital Bombardment System (FOBS) যা মহাকাশ থেকে ওয়ারহেড ছুড়তে সক্ষম, সেগুলো থেকেও সুরক্ষা দেওয়ার মতো করে প্রস্তুত করা হবে। গোল্ডেন ডোম তিন বা চারটি গ্রুপে বিভক্ত শত শত স্যাটেলাইটের ওপর নির্ভর করবে। প্রথমে থাকবে শত শত স্যাটেলাইট যা উৎক্ষেপণ পর্যায় শনাক্ত করবে। এরপর থাকবে এমন সিরিজ যা ট্র্যাকিং করবে এবং ফায়ারিং নিয়ন্ত্রণের কাজ করবে। এবং সর্বশেষে থাকবে অস্ত্র বহনকারী এনগেজমেন্ট স্যাটেলাইট, যেগুলো মূলত গতিশীল অস্ত্র বা শত্রুর ছোঁড়া ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করার জন্য।

■ **নেতৃত্বে রয়েছেন যিনি**

মার্কিন স্পেস ফোর্সের জেনারেল মাইকেল গেটলাইনকে এই মাল্টি-বিলিয়ন ডলারের গোল্ডেন ডোম প্রকল্পের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ২০২৩ সালের ডিসেম্বর থেকে, তিনি স্পেস ফোর্সের মহাকাশ অভিযানের ভাইস চিফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। মার্কিন সেনাবাহিনীর এই শাখাটি ক্ষেপণাস্ত্র সতর্কতা, মহাকাশ ডোমেন সচেতনতা, ন্যাভিগেশন, যোগাযোগ ও মহাকাশ ইলেকট্রনিক যুদ্ধের দায়িত্ব পালন করে। তার মহাকাশ এবং ক্ষেপণাস্ত্র সনাক্তকরণের উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা রয়েছে।

তিরানা ক্যাসেল, অ্যাম্ফিথিয়েটার ডুরাসার, রোজাফা দুর্গ আলবেনিয়ায় অবস্থিত

যুক্তরাষ্ট্রের হাতে দ্য টেলিগ্রাফ

২৩ মে ২০২৫ মার্কিন বিনিয়োগ সংস্থা RedBird Capital Partners ৫০০ মিলিয়ন ইউরোর (৬৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) বিনিময়ে ব্রিটিশ ডানপন্থী সংবাদপত্র দ্য টেলিগ্রাফের মালিকানা অধিগ্রহণ করে। ২৯ জুন ১৮৫৫ প্রতিষ্ঠিত দ্য টেলিগ্রাফের জন্য একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। জনপ্রিয় এই সংবাদ মাধ্যম, যেটিকে কখনও কখনও 'টোরিগ্রাফ' বলেও অভিহিত করা হয়, কনজারভেটিভ পার্টির ঘনিষ্ঠ হিসেবেও পরিচিত। ২০২৩ সালের শেষ দিকে রেডবার্ড সংযুক্ত আরব আমিরাতের International Media Investments (IMI)-এর সঙ্গে একটি যৌথ চুক্তিতে পৌঁছায়। কিন্তু যুক্তরাজ্যের তৎকালীন সরকার ওই প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করে।

বিশ্বে প্রথম ভোটে বিচারক নির্বাচন

১ জুন ২০২৫ মেক্সিকো বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে ভোটে বিচারক নির্বাচন করে। ভোটারেরা কয়েক হাজার ফেডারেল, জেলা ও স্থানীয় বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেট নির্বাচন করবেন। বাকি পদগুলোর জন্য ২০২৭ সালে আরেকটি নির্বাচন হবে। এই নির্বাচন পদ্ধতি সাধারণ নির্বাচনের মতো হলেও যে কেউ এতে প্রার্থী হতে পারবেন না। প্রার্থীদের আইন ডিগ্রি, আইনি বিষয়ে অভিজ্ঞতা, সুনাম এবং কোনো ফৌজদারি রেকর্ড না থাকা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হতে হলে ন্যূনতম ১০ বছর এবং তার নিচের আদালতগুলোর জন্য ন্যূনতম পাঁচ বছর আইন পেশায় যুক্ত থাকার অভিজ্ঞতা লাগবে। ২০২৪ সালে এ বিষয়ে একটি আইনও পাশ করে মেক্সিকোর পার্লামেন্ট। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে পুরো বিচার ব্যবস্থা জুড়ে বিচারক নির্বাচন করা একমাত্র দেশ হলো মেক্সিকো।

গাজা অভিমুখী ত্রাণবাহী জাহাজ

১ জুন ২০২৫ গাজার ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য ত্রাণ নিয়ে ফ্রিডম ফ্লোটিলা কোয়ালিশনের (FFC) 'ম্যাডলিন' নামক জাহাজে ইতালির সিসিলির কাতানিয়া শহর থেকে গাজা উপত্যকার উদ্দেশে রওয়ানা দেয় ১২ জন মানবাধিকারকর্মী। ২ মার্চ ২০২৫ থেকে গাজায় পুরোপুরিভাবে ত্রাণ প্রবেশ বন্ধ করে দেয় জায়নবাদী রাষ্ট্র ইসরায়েল। এমন অবস্থায় অনাহারে ভুগে বেশ কয়েকজন শিশু মারা যায়। ত্রাণ প্রবেশে বাধা দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে 'ম্যাডলিন' নামের এই জাহাজ যাত্রা শুরু করে। ৯ জুন ২০২৫ আন্তর্জাতিক জলসীমা থেকেই জাহাজটিকে দখলে নেয় ইসরায়েল। এর আগে গাজার উদ্দেশে ত্রাণ নিয়ে যাওয়ার সময় ২ মে ২০২৫ 'ফ্রিডম ফ্লোটিলা' নামের জাহাজে ড্রোন হামলা হয়। ১৫ বছর আগে, ৩১ মে ২০১০ ইসরায়েলি কমান্ডোরা তুর্কি কর্মীদের বহনকারী সবচেয়ে বড় ত্রাণবাহী জাহাজ মাভি মারমারাতে প্রাণঘাতী হামলা চালায়। উল্লেখ্য, ২০০৭ সাল থেকে গাজার স্থল, জল ও আকাশপথ অবরুদ্ধ করে রেখেছে ইসরায়েল।

গোল্ডেন ডোম

গোল্ডেন ডোম (Golden Dome) মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মহাকাশ-ভিত্তিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, যা পুরো যুক্তরাষ্ট্রকে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র থেকে রক্ষা করবে। ২৭ জানুয়ারি ২০২৫ ডোনাল্ড ট্রাম্প এই ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরির নির্দেশ দিয়ে নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেন। ২০ মে ২০২৫ তিনি নতুন ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। তার আগে ৪০তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগন ১৯৮৩ সালে মহাকাশ-ভিত্তিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যা Star Wars বা Strategic Defense Initiative (SDI) নামে ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন।

■ কীভাবে কাজ করবে

আয়রন ডোম রাডার প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বল্প-পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র শনাক্ত করে এবং ধ্বংস করে। ২০১১ সাল থেকে এটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে গোল্ডেন ডোম সে তুলনায় বহুগুণ বড় হবে এবং এটি আরও বিশাল পরিসরে বিভিন্ন ধরনের হুমকির মোকাবিলা করার মতো করে ডিজাইন করা হবে। এ পরিকল্পনায় স্থল, সমুদ্র এবং মহাকাশ জুড়ে 'ভবিষ্যৎ প্রজন্মের' প্রযুক্তির একটি নেটওয়ার্ক থাকবে। এর মূল অংশ হবে মহাকাশভিত্তিক ইন্টারসেপ্টর ও সেন্সর যা শত্রুর ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করতে সক্ষম হবে। এছাড়া Fractional Orbital Bombardment System (FOBS) যা মহাকাশ থেকে ওয়ারহেড ছুড়তে সক্ষম, সেগুলো থেকেও সুরক্ষা দেওয়ার মতো করে প্রস্তুত করা হবে। গোল্ডেন ডোম তিন বা চারটি গ্রুপে বিভক্ত শত শত স্যাটেলাইটের ওপর নির্ভর করবে। প্রথমে থাকবে শত শত স্যাটেলাইট যা উৎক্ষেপণ পর্যায় শনাক্ত করবে। এরপর থাকবে এমন সিরিজ যা ট্র্যাকিং করবে এবং ফায়ারিং নিয়ন্ত্রণের কাজ করবে। এবং সর্বশেষে থাকবে অস্ত্র বহনকারী এনগেজমেন্ট স্যাটেলাইট, যেগুলো মূলত গতিশীল অস্ত্র বা শত্রুর ছোঁড়া ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করার জন্য।

■ নেতৃত্বে রয়েছেন যিনি

মার্কিন স্পেস ফোর্সের জেনারেল মাইকেল গেটলাইনকে এই মাল্টি-বিলিয়ন ডলারের গোল্ডেন ডোম প্রকল্পের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ২০২৩ সালের ডিসেম্বর থেকে, তিনি স্পেস ফোর্সের মহাকাশ অভিযানের ভাইস চিফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। মার্কিন সেনাবাহিনীর এই শাখাটি ক্ষেপণাস্ত্র সতর্কতা, মহাকাশ ডোমেন সচেতনতা, ন্যাভিগেশন, যোগাযোগ ও মহাকাশ ইলেকট্রনিক যুদ্ধের দায়িত্ব পালন করে। তার মহাকাশ এবং ক্ষেপণাস্ত্র সনাক্তকরণের উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা রয়েছে।

তিরানা ক্যাসেল, অ্যাম্ফিথিয়েটার ডুরাসার, রোজাফা দুর্গ আলবেনিয়ায় অবস্থিত

CamScanner

কাজাখস্তানে প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র

১৪ জুন ২০২৫ কাজাখস্তানে প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য আন্তর্জাতিক কনসোর্টিয়ামের নেতা হিসেবে রোসাটমকে মনোনীত করা হয়। এই গ্রুপে চীন, ফ্রান্স এবং দক্ষিণ কোরিয়াও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এর আগে ৬ অক্টোবর ২০২৪ গণভোটে কাজাখস্তান দেশটির প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের একটি পরিকল্পনা অনুমোদন করে। গণভোটে পরিকল্পনার পক্ষে 'হ্যাঁ' ভোট পড়ে ৭৩.১১%। সোভিয়েত যুগের পারমাণবিক পরীক্ষা থেকে ব্যাপক তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ার কারণে দীর্ঘস্থায়ী জন অসন্তোষ সৃষ্টি হওয়ায় তা কাটিয়ে উঠতে গণভোটের এই পরিকল্পনা করা হয়। মধ্য এশিয়ার দেশটি বিশ্বের বৃহত্তম ইউরেনিয়াম উৎপাদক ও বিপুল তেলের মজুত থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘস্থায়ী জ্বালানি ঘাটতিতে ভুগছে।

চীন-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তি

৯-১০ জুন ২০২৫ বাণিজ্যযুদ্ধ অবসানে যুক্তরাজ্যের লন্ডনের ল্যাঙ্কাস্টার হাউজে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের প্রতিনিধি বৈঠক হয়। বৈঠকে দু-দেশের একটি বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন হয়। তবে চুক্তিটি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও চীনা প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং-এর চূড়ান্ত অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকর হবে। চুক্তিতে দুটো বিষয়ে সমঝোতা হয়। এগুলো হলো— চীন যুক্তরাষ্ট্রকে চুম্বক ও বিরল খনিজ সরবরাহ করবে। আর যুক্তরাষ্ট্র চীনা শিক্ষার্থীদের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের অনুমতি দেবে। এছাড়া, দুই দেশের মধ্যে শুল্ক বিরোধ নিষ্পত্তিরও চুক্তি হয়। এতে যুক্তরাষ্ট্র মোট ৫৫% শুল্ক আরোপ করতে পারবে। আর চীন আরোপ করতে পারবে মোট ১০% শুল্ক।

ভিয়েতনামে দুই-সন্তান নীতি বাতিল

জন্মহার হ্রাস এবং কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী কমে যাওয়ায় ভিয়েতনাম এক দম্পতির দুই সন্তান নীতি বাতিল করেছে। ৩ জুন ২০২৫ ভিয়েতনামের আইনপ্রণেতারা জনসংখ্যা আইনের সংশোধনী পাস করে। ফলে এখন থেকে পরিবারই সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন তারা কয় সন্তান নেবে। অতিরিক্ত জনসংখ্যা কমাতে ২০০৯ সালে দুই সন্তান নীতি চালু করা হয়। সাধারণ জনগণের ক্ষেত্রে নীতির প্রয়োগ কিছুটা ঢিলেঢালাভাবে হলেও, সরকারি কর্মকর্তা ও শাসক কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের জন্য এই নীতি কঠোরভাবে পালন করা হয়।

WHO'র বৃহত্তম দাতা এখন চীন

১৯-২৭ মে ২০২৫ সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) ৭৮তম বিশ্ব স্বাস্থ্য অধিবেশনে চীন আগামী পাঁচ বছরে ৫০ কোটি মার্কিন ডলার অনুদান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। ২০ জানুয়ারি ২০২৫ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চলতি বছরের বাজেট বরাদ্দ বন্ধ করে WHO থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে। যুক্তরাষ্ট্র অনুদান বন্ধ করে দেওয়ার পর এই অর্থায়নের মাধ্যমে চীন এখন WHO'র সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রীয় দাতা। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের WHO'র সদস্য পদ ত্যাগ কার্যকর হবে ২২ জানুয়ারি ২০২৬।

সামুদ্রিক ড্রোনের পরীক্ষা

১৭ জুন ২০২৫ তাইওয়ান তাদের উপকূলীয় জলসীমায় বোমা বহনে সক্ষম সামুদ্রিক ড্রোন প্রদর্শন করে। এই চালকবিহীন ড্রোনগুলো (আনক্রুড সারফেস ভেহিকলস) ভবিষ্যতে চীনের বিরুদ্ধে তাইওয়ানের সামরিক সক্ষমতা বাড়াতে সহায়ক হবে। তাইপের দক্ষিণ-পূর্বে ইলানে সরকারি প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল চুং-শান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির আয়োজনে অনুষ্ঠিত চালকবিহীন সমুদ্রযান প্রদর্শনীতে ১২টি দেশি ও বিদেশি কোম্পানি অংশ নেয়। প্রদর্শনীতে ছিল তাইওয়ানের জাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান লুংতেহ নির্মিত ব্ল্যাক টাইড সি ড্রোন।

চীনের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতা সংস্থা

৩০ মে ২০২৫ বিশ্ব রাজনীতিতে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতা সংস্থার (IOMed) যাত্রা শুরু হয়। চীনের উদ্যোগে সংঘাত নিরসনে হংকংয়ে এ সংক্রান্ত কনভেনশনে বিশ্বের ৩৩টি দেশ স্বাক্ষর করে যার শিরোনাম Convention on the Establishment of the International Organization for Mediation। আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতা সংস্থা ২০২৫ সালের শেষ নাগাদ অথবা ২০২৬ সালের শুরুর দিকে কার্যক্রম শুরু করবে। IOMed হলো বিশ্বের প্রথম আন্তঃসরকারি আন্তর্জাতিক আইনি সংস্থা-যা একটি দেশের সঙ্গে অন্য একটি দেশের নাগরিকদের এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তিতে সালিশি বা মধ্যস্থতা করবে। সংস্থাটির সদর দপ্তর হংকংয়ে অবস্থিত। নতুন সংস্থাটি জাতিসংঘের প্রধান বিচারিক আদালতের (ICJ) প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে কাজ করবে। ICJ বর্তমানে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে আইনি বিরোধ সমাধানের শীর্ষ সংস্থা। এটি জাতিসংঘের সংস্থাগুলোর পাঠানো আইনি প্রশ্নগুলোর পরামর্শমূলক মতামতও প্রদান করে।

স্বাক্ষর করা দেশগুলো হলো– আলজেরিয়া, বেনিন, বেলারুশ, চীন, কম্বোডিয়া, ক্যামেরুন, কিউবা, কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, জিবুতি, নিরক্ষীয় গিনি, ডোমিনিকা, ইথিওপিয়া, গিনি-বিসাউ, ইন্দোনেশিয়া, কেনিয়া, জ্যামাইকা, গ্যাবন, কিরিবাতি, লাওস, নাউরু, মৌরিতানিয়া, নিকারাগুয়া, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, পাপুয়া নিউগিনি, সার্বিয়া, সলোমান দ্বীপপুঞ্জ, সুদান, পূর্ব তিমুর, উগান্ডা, ভানুয়াতু, ভেনিজুয়েলা ও জিম্বাবুয়ে।

তিরানা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে মাদার তেরেসার নামে নামকরণ করা হয় ২০০১ সালে

চাগোস দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে ঐতিহাসিক চুক্তি

২২ মে ২০২৫ ভারত মহাসাগরে অবস্থিত চাগোস দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে যুক্তরাজ্য ও মরিশাসের মধ্যে ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিটির আওতায় যুক্তরাজ্য চাগোস দ্বীপপুঞ্জ মরিশাসের হাতে তুলে দেবে। এই চুক্তির ফলে দ্বীপপুঞ্জের বৃহত্তম দ্বীপ ডিয়েগো গার্সিয়ায় অবস্থিত কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন-যুক্তরাজ্যের যৌথ বিমান ঘাঁটি আরও ৯৯ বছরের জন্য ব্যবহার করতে পারবে। উল্লেখ্য, চাগোস দ্বীপপুঞ্জ যুক্তরাজ্যের ১৪টি ওভারসিস টেরিটোরির মধ্যে একটি ছিল। মালদ্বীপ দ্বীপপুঞ্জ থেকে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার (৩১০ মাইল) দক্ষিণে ভারত মহাসাগরে ৬০টিরও বেশি দ্বীপ নিয়ে গঠিত সাতটি প্রবালপ্রাচীরের একটি দ্বীপপুঞ্জ চাগোস। ৮ নভেম্বর ১৯৬৫ দ্বীপপুঞ্জগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্তরাজ্যের একটি বিদেশি অঞ্চল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৮ সালে স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য শর্ত হিসেবে চাগোস দ্বীপগুলোকে ছেড়ে দিতে বাধ্য করা হয় মরিশাসকে। পরবর্তীতে এই দ্বীপগুলোর মধ্যে দিয়েগো গার্সিয়াকে গোপনে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ইজারা দিতে সম্মত হয় যুক্তরাজ্য।

ফ্রান্সে ধূমপান নিষিদ্ধ

শিশুরা সচরাচর যাতায়াত করে, এমন সব জায়গায় ধূমপান নিষিদ্ধ করছে ফ্রান্স। ১ জুলাই ২০২৫ থেকে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে। এসব জায়গার আওতায় থাকবে সমুদ্রসৈকত, পার্ক, উন্মুক্ত উদ্যান, স্কুলের বাইরের এলাকা, বাসস্টপ এবং খেলার জায়গা। ক্যাফে ও বারের বাইরের অংশ এ নিষেধাজ্ঞার বাইরে থাকবে। এই নিয়ম ভাঙলে ১৩৫ ইউরো জরিমানা গুনতে হবে। সাধারণ পুলিশ এই নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন করবে। তবে ই-সিগারেট এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকবে না। উল্লেখ্য, ফ্রান্সের রেস্তোরাঁ ও নাইটক্লাবের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোয় ধূমপান ২০০৮ সাল থেকেই নিষিদ্ধ।

ফ্রান্স থেকে সুইজারল্যান্ডে অ্যান্টিম্যাটার পরিবহন

বিশ্বে প্রথমবারের মতো ফ্রান্স থেকে সুইজারল্যান্ড পর্যন্ত অ্যান্টিম্যাটার পরিবহন করে বিজ্ঞানীরা। এজন্য শিপিং কন্টেইনার তৈরি করেন ইউরোপের নিউক্লিয়ার রিসার্চ অর্গানাইজেশন বা 'সার্ন'-এর বিজ্ঞানীরা, যার মাধ্যমে এই প্রথম ল্যাবরেটরি থেকে অ্যান্টিম্যাটার বাইরে পরিবহন করা সম্ভব হয়। প্রথমবারের মতো এমন একটি প্রদর্শনী অ্যান্টিম্যাটারকে ইউরোপের বিভিন্ন ল্যাবরেটরি থেকে পাবলিক রোড নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পরিবহন করার পথ খুলে দিয়েছে।

- অ্যান্টিম্যাটার এমন একটি পদার্থ, যা সাধারণ পদার্থের বিপরীতে কাজ করে। আশপাশের সব কিছু যেমন বস্তুর গঠন হয় অ্যাটম দিয়ে, অ্যান্টিম্যাটার ঠিক তেমনই, তবে এতে সব কিছুর বিপরীত চার্জ থাকে। যেমন— সাধারণ পদার্থে ইলেকট্রন নেগেটিভ ও প্রোটন পজিটিভ চার্জ ধারণ করে। তবে অ্যান্টিম্যাটারে অ্যান্টি-ইলেকট্রন বা পজিটিভ চার্জ ও অ্যান্টি-প্রোটন বা নেগেটিভ চার্জ থাকে।

দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট

৩ জুন ২০২৫ অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ৪৯.৪২% ভোট পেয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন লি জ্যা মিয়ং। ৪ জুন ২০২৫ দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিশোর বয়সে ছিলেন শ্রমিক। বর্তমানে দক্ষিণ কোরিয়ার সর্বোচ্চ আসনে। কিশোর বয়সে একটি কারখানায় কাজ করার সময় একটি মেশিনে হাত চেপে গুরুতর আঘাত পান এবং তার হাতের কবজি ভেঙে যায়। প্রায় দুই দশক মানবাধিকার আইনজীবী হিসেবে কাজ করার পর ২০০৫ সালে তিনি রাজনীতিতে আসেন এবং মানবাধিকার আইনজীবী হিসেবেও কাজ করেন। ৯ মার্চ ২০২২ অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী হিসেবে মাত্র ০.৭৬% ভোটের ব্যবধানে হেরে যান। ২৮ আগস্ট ২০২২ তিনি দলের নেতা নির্বাচিত হন।

পোল্যান্ডের নতুন প্রেসিডেন্ট

১৮ মে ২০২৫ পোল্যান্ডে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে কোনো প্রার্থী ৫০% ভোট না পাওয়ায় ১ জুন ২০২৫ দ্বিতীয় দফার ভোট অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ইতিহাসবিদ ও সাবেক অপেশাদার বক্সার কারোল নাওরোকি ৫০.৮৯% ভোট পেয়ে পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ৬ আগস্ট ২০২৫ তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। ৪২ বছর বয়সি নাওরোকি ডানপন্থী Law and Justice (PiS) দলের প্রার্থী ছিলেন, যারা ২০১৫-২০২৩ সাল পর্যন্ত দেশ শাসন করেছে।

বুরুন্ডির নির্বাচনে ক্ষমতাসীনদের শতভাগ জয়

৫ জুন ২০২৫ পূর্ব আফ্রিকার দেশ বুরুন্ডির পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির ১০০ আসনে জয় পায় ক্ষমতাসীন National Council for the Defense of Democracy – Forces for the Defense of Democracy (CNDD–FDD)। ২০০৫ সাল থেকে ক্ষমতায় থাকা CNDD–FDD পরিকল্পিতভাবে প্রধান বিরোধী দল জাতীয় কংগ্রেস ফর লিবার্টি (CNL) সহ সব অর্থবহ বিরোধী শক্তিকে দুর্বল করে দেয়। উল্লেখ্য, ১৯৯৩ সালে দেশটিতে গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটানো আরুশা চুক্তি অনুযায়ী, সংসদে হুতু, তুতসি ও তুয়া জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে নিশ্চিত করতে হয়। সেই অনুপাতে ভারসাম্য আনতে নির্বাচন কমিশন অতিরিক্ত ১১টি আসন যোগ করার সিদ্ধান্ত নেয়, যার ফলে সংসদের মোট সদস্য সংখ্যা দাঁড়াবে ১১১ জন।

'বলকানের ম্যান্ডেলা' বলা হয় আলবেনীয় বংশোদ্ভূত কসোভোর স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা এডেম ডেমচিকে

মহাকাশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

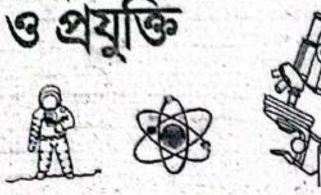

বিশ্বের প্রথম AI ক্লিনিক

সৌদি আরব বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) ক্লিনি চালু করে। এ ক্লিনিকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে রোগীদে রোগ নির্ণয় করা হবে। 'সিনি AI' নামক একটি চীনভি চিকিৎসা প্রযুক্তি সংস্থা আলমুসা হেলথ গ্রুপের সঙ্গে যু হয়ে এই ক্লিনিক চালু করে। ২০২৫ সালের এপ্রিলে সৌ আরবের পূর্বাঞ্চলীয় আল-আহসা প্রদেশে পরীক্ষামূলকভা কাজ শুরু করে এই AI ক্লিনিক। AI ক্লিনিকের লক্ষ্য রোগীদে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসায় প্রথম যোগাযোগের জন্য মা চিকিৎসকদেব বদলে AI চিকিৎসক ব্যবহার করা।

মহাকাশ স্টেশনে প্রথম ভারতীয়

২২ জুন ২০২৫ প্রথম ভারতীয় হিসেবে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে যাত্রা করেন লক্ষ্ণৌয়ের শুভাংশু শুক্লা। তিনি ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ISRO), নাসা ও SpaceX পরিচালিত যৌথ মহাকাশ মিশন Axiom Mission 4-এ অংশ নেন। ফ্লোরিডায় অবস্থিত নাসার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে শুরু হয় এই মিশন। স্পেস এক্সের ফ্যালকন ৯ রকেটে যাত্রা করেন শুক্লা।

তারহীন মিথানল সেন্সর

অস্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানীরা একটি তার মিথানল সেন্সর তৈরি করেন, যা প্রায় বর্গ সে.মি. আকারের। এটি অ্যালকোহল পানীয়ের বাষ্পে বা কারও শ্বাস থেকে সহজেই বিষক্রিয়ার মাত্রার নিচে মিথা শনাক্ত করতে সক্ষম। বর্তমানে মিথা শনাক্তের যেসব পদ্ধতি রয়েছে, সেগু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সহজলভ্য নয়। মিথা একটি শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহৃত অ্যালকোহ যা দেখতে এবং গন্ধে সাধারণ বি ওয়াইন ও স্পিরিটসের মতো।

হোয়াটসঅ্যাপের বিকল্প Xchat

বিশ্বজুড়ে মেসেজিং অ্যাপগুলোর আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে প্রযুক্তিবিদ ইলন মাস্ক চালু করেন নতুন একটি প্রাইভেট কমিউনিকেশন টুল— 'এক্সচ্যাট'। হোয়াটসঅ্যাপের বিকল্প হিসেবে তৈরি এ প্ল্যাটফর্মটি 'এক্স'-এর অংশ হিসেবেই যুক্ত থাকবে। এটি ব্যবহার করতে ফোন নম্বরের প্রয়োজন হবে না।

চাঁদে বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে চুক্তি

পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ চাঁদে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে চুক্তি করেছে রাশিয়া এবং চীন। সবকিছু ঠিক থাকলে ২০৩৫ সালের মধ্যেই শেষ হবে এই কেন্দ্রের নির্মাণকাজ। বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের জন্য চাঁদের দক্ষিণ মেরু এলাকাকে বেছে নেওয়া হয়। এই মেগা প্রকল্পে ইতোমধ্যেই চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে মিসর, পাকিস্তান, ভেনেজুয়েলা, থাইল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকাসহ ১৭টি দেশ।

চাঁদে যুক্তরাজ্যের প্রথম না

যুক্তরাজ্যের প্রথম নারী হিসেবে চাঁদে পা রাখবেন রোজমেরি কু ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি (ESA) মহাকাশ ভ্রমণের জন্য প্রার্থীর খোঁ বিজ্ঞপ্তি দিলে রোজমেরি সেখানে আবেদন করেন এবং ২২,০০০ আবেদনের মধ্য থেকে তিনি নির্বাচিত হন। ESA'র লক্ষ্য ২০৩০ সা

মধ্যে রোজমেরিকে আন্তর্জাতিক মহা স্টেশনে (ISS) পাঠানো। ব্রি মহাকাশচারী হেলেন শার্মানের প অনুসরণ করবেন রোজমেরি। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয় মির স্পেস স্টেশনে যান।

বিশ্বের প্রথম গনোরিয়া টিকাদান

১ আগস্ট ২০২৫ থেকে যুক্তরাজ্যে সংক্রামক যৌনরোগ গনোরিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বের প্রথম টিকাদান কর্মসূচি শুরু হবে। একই সঙ্গে রোগীদের মাঙ্কিপক্স, হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস এবং হেপাটাইটিস এ ও বি-এর টিকাও দেওয়া হবে। গনোরিয়া যুক্তরাজ্যের দ্বিতীয় সর্বাধিক সাধারণ ব্যাকটেরিয়া ঘটিত যৌনবাহিত সংক্রমণ। এর লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে সবুজ বা হলুদ স্রাব, প্রস্রাবের সময় ব্যথা এবং মলদ্বারে ব্যথা ও অস্বস্তি। নারীদের ক্ষেত্রে, তলপেটে ব্যথা বা মাসিকের মধ্যে রক্তপাত হতে পারে। তবে, অনেক মানুষের কোনো লক্ষণই থাকে না। নতুন এই টিকাটি 4CMenB নামে পরিচিত, যা বর্তমানে 'মেনিঞ্জোকক্কাস-বি' রোগের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়। 4CMenB টিকাটি বর্তমানে শিশুদের ৮ সপ্তাহ, ১৬ সপ্তাহ ও এক বছর বয়সীদের দেওয়া হয়।

সর্বজনীন কৃত্রিম রক্তের উদ্ভাবন

জাপানের নারা মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটির অধ্য হিরোমি সাকাইয়ের নেতৃত্বে একটি গবেষক দল এক ধরনের কৃত্রিম রক্ত উদ্ভাবন করেন যা রক্তের নির্বিশেষে যে কোনো ব্যক্তির শরীরে প্রয়োগযোগ্য দীর্ঘ সময় সংরক্ষণযোগ্য। এই কৃত্রিম রক্ত তৈরি হয়েছে মেয়াদোত্তীর্ণ দানকৃত রক্ত থেকে হিমোগ্লো সংগ্রহ করে, যা পরে কৃত্রিম লিপিড মেমব্রেনে ক করে রাখা হয়। এই প্রক্রিয়ায় রক্তের গ্রুপ নির্ধারণ অ্যান্টিজেনগুলো সরিয়ে ফেলা হয় ফলে এটি যেকে গ্রুপের রোগীর জন্য নিরাপদ। ২০২৫ সালের মার্চে জন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্কের ওপর এই কৃত্রিম রক্তের ক্লিনি ট্রায়াল শুরু হয়। গবেষকদের মতে, ২০৩০ সা মধ্যে এটি চিকিৎসাক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য হবে।

চন্দ্রজয়

এক অসম্ভবের যাত্রা

২০ জুলাই মানব ইতিহাসের এক স্মরণীয় দিন। ১৯৬৯ সালের এই দিনে মানুষ প্রথম চাঁদে পা রাখে। চাঁদে প্রথম পা রাখার দিনটিকে আন্তর্জাতিক চাঁদ দিবস হিসেবে পালন করা হয়। চন্দ্রপৃষ্ঠে পা রাখার দিনকে স্মরণ করে এবারের আয়োজন।

প্রথম চন্দ্র জয়ের গল্প

মানুষের চন্দ্র জয়ের স্বপ্ন বহু প্রাচীন হলেও বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মহাকাশ গবেষণায় এক নতুন মোড় নেয়। স্নায়ুযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে শুরু হয় এক তীব্র মহাকাশ প্রতিযোগিতা। ১৯৫৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্পুটনিক-১ উৎক্ষেপণ এবং ১৯৬১ সালে ইউরি গ্যাগারিনের প্রথম মহাকাশ ভ্রমণ যুক্তরাষ্ট্রকে আরও বেশি উৎসাহিত করে। বহু বছরের নিরলস গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং অনেক ব্যর্থতার পর অবশেষে ১৬ জুলাই ১৯৬৯ যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে একটি বিশাল স্যাটর্ন ভি (Saturn V) রকেটে করে ৩ জন নভোচারীকে নিয়ে অ্যাপোলো ১১ উৎক্ষেপণ করা হয়। এটি অ্যাপোলো প্রোগ্রামের ৫ম মহাকাশ অভিযাত্রা। যার দলপতি ছিলেন নীল আর্মস্ট্রং, কমান্ড মডিউল চালক মাইকেল কলিন্স এবং চন্দ্র অবতরণ যানের চালক ছিলেন বাজ অলড্রিন। প্রায় তিন দিনের দীর্ঘ যাত্রা শেষে 'অ্যাপোলো ১১' চাঁদের কক্ষপথে প্রবেশ করে। ২০ জুলাই ১৯৬৯ কমান্ড মডিউল 'কলম্বিয়া' Columbia) থেকে লুনার মডিউল 'ঈগল' (Eagle) আলাদা হয়ে যায়। নীল আর্মস্ট্রং এবং বাজ অলড্রিন 'ঈগলে' করে চাঁদের দিকে নামতে শুরু করেন। মাইকেল কলিন্স 'কলম্বিয়া' নিয়ে চাঁদের কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করতে থাকেন। ২০ জুলাই নীল আর্মস্ট্রং লুনার মডিউলের দরজা খুলে নিচে নামেন। তিনি চাঁদের পৃষ্ঠে প্রথম পা রাখার সাথে সাথে উচ্চারণ করেন তার বিখ্যাত উক্তি: That's one small step or [a] man, one giant leap for mankind. (এটি একজন মানুষের জন্য একটি ছোট পদক্ষেপ, কিন্তু মানবজাতির জন্য এক বিশাল অগ্রযাত্রা)। আর্মস্ট্রংয়ের পর বাজ অলড্রিনও চাঁদের পৃষ্ঠে নামেন। তারা প্রায় একুশ ঘণ্টা চাঁদে অবস্থান করেন, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালান, ছবি তোলেন, চাঁদের মাটি ও পাথরের নমুনা সংগ্রহ করেন এবং সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা উত্তোলন করেন। এরপর ২৪ জুলাই ১৯৬৯ তিন নভোচারী সফলভাবে পৃথিবীতে ফিরে আসেন।

চন্দ্রাভিযানে সফল ৫ দেশ

শ	প্রথম সফল মহাকাশযান	উৎক্ষেপণ (UTC)	অবতরণ (UTC)
শিয়া	Luna 2	১২ সেপ্টেম্বর ১৯৫৯	১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৫৯
ক্তরাষ্ট্র	Surveyor-1	৩০ মে ১৯৬৬	২ জুন ১৯৬৬
ন	Chang'e 3	১ ডিসেম্বর ২০১৩	১৪ ডিসেম্বর ২০১৩
রত	Vikram .	১৪ জুলাই ২০২৩	২৩ আগস্ট ২০২৩
পান	SLIM	৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪	১৯ জানুয়ারি ২০২৪

প্রজেক্ট জায়ান্ট স্টেপ

মানুষের প্রথম চন্দ্র বিজয়কে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে বিজয়ীদের নিয়ে বিশ্বভ্রমণের আয়োজন করে যুক্তরাষ্ট্র, যার নাম দেওয়া হয় 'প্রজেক্ট জায়ান্ট স্টেপ'। প্রজেক্ট জায়ান্ট স্টেপ শুরু হয় ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ ওয়াশিংটন ডিসি থেকে। এই সফরের অংশ হিসেবে ২৭ অক্টোবর ১৯৬৯ ঢাকায় পা রাখেন কলিন্স, অলড্রিন ও আর্মস্ট্রং।

চাঁদ পরিচিতি

চাঁদ পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ এবং সৌর জগতের পঞ্চম বৃহত্তম উপগ্রহ। বিজ্ঞানীদের ধারণা, থিয়া গ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর সংঘর্ষের ফলেই তৈরি হয় চাঁদ। চাঁদের নিজস্ব কোনো উল্লেখযোগ্য বায়ুমণ্ডল নেই। চাঁদের ব্যাস প্রায় ৩,৪৭৪ কিলোমিটার, চাঁদের ভর : পৃথিবীর ভরের প্রায় ১/৮১ অংশ। চাঁদের আয়তন : পৃথিবীর আয়তনের ৫০ ভাগের ১ ভাগ।

জানেন কি

- চাঁদে সর্বশেষ অবতরণকারী মানব : জিন কারনান (যুক্তরাষ্ট্র)
- চাঁদে প্রথম ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক মহাকাশযান : অডিসিয়াস (যুক্তরাষ্ট্রের বেসরকারি কোম্পানি ইনটিউটিভ মেশিনস'র)
- চাঁদে মোট ৬টি অ্যাপোলো মিশনে ১২ জন অবতরণ করে : নীল আর্মস্ট্রং, বাজ অলড্রিন, পিট কনরাড, অ্যালান বিন, অ্যালান শেপার্ড, এডগার মিচেল, ডেভিড স্কট, জেমস আরউইন, জন ইয়ং, চার্লস ডিউক, হ্যারিসন স্মিথ ও জিন কারনান।
- চাঁদ থেকে আনা মাটিতে সর্বপ্রথম 'থ্যাল ক্রেস' নামক গাছের চারা জন্মায় যুক্তরাষ্ট্রে।
- চাঁদের ফার সাইডে (পৃথিবী থেকে চাঁদের সবচেয়ে দূরবর্তী স্থানে) প্রথম রোবটিক মহাকাশযান নামায় চীন।

খেলাধুলা

UEFA Champions League

আয়োজন : ৭০তম । আয়োজক : Union of European Football Associations (UEFA) । সময়কাল : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪-৩১ মে ২০২৫ । ফাইনালের ভেন্যু : অ্যালিনাজ অ্যারিনা, মিউনিখ, জার্মানি । অংশগ্রহণকারী দল : ৮১টি । মোট ম্যাচ : ১৮৯টি । চ্যাম্পিয়ন : পিএসজি (প্রথমবার) । রানার্সআপ : ইন্টার মিলান । সর্বোচ্চ গোলদাতা : সেরহাউ গুইরেসি (বুরুশিয়া ডর্টমুন্ড ও রাফিনহা (বার্সেলোনা); ১৩টি । সেরা খেলোয়াড় : ওসমান দেমবেলে (পিএসজি) । সেরা উদীয়মান খেলোয়াড় : দিজাইর দ্যু (পিএসজি)।

পাকিস্তান সুপার লিগ (PSL)

আয়োজন : দশম ♦ আয়োজক : পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (PCB) ♦ সময়কাল : ১১ এপ্রিল-২৫ মে ২০২৫। ভেন্যু : ৪টি— লাহোর, মুলতান, করাচি ও রাওয়ালপিন্ডি। অংশগ্রহণকারী দল : ৬টি ♦ মোট ম্যাচ : ৩৪টি ♦ চ্যাম্পিয়ন : লাহোর কালান্দার্স ♦ রানার্সআপ : কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটর্স ♦ ম্যান অব দ্য সিরিজ : হাসান নেওয়াজ; কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটর্স ♦ সর্বোচ্চ রান : সাহিবজাদা ফারহান (৪৪৯); ইসলামাবাদ ইউনাইটেড ♦ সর্বোচ্চ উইকেট : শাহিন আফ্রিদি (১৯টি); লাহোর কালান্দার্স। প্রাইজমানি : চ্যাম্পিয়ন-১৪ কোটি পাকিস্তানি রুপি, রানার্সআপ-৫ কোটি ৬০ লাখ পাকিস্তানি রুপি।

UEFA Nations League

আয়োজন : চতুর্থ • আয়োজক : Union of European Football Associations (UEFA) • চূড়ান্ত পর্ব : ৪-৮ জুন ২০২৫ • ফাইনালের ভেন্যু : অ্যালিনাজ অ্যারিনা, মিউনিখ, জার্মানি • অংশগ্রহণকারী দল : ৫৪টি • মোট ম্যাচ : ১৮৪টি • চ্যাম্পিয়ন : পর্তুগাল (দ্বিতীয়বার) • রানার্সআপ : স্পেন • সর্বোচ্চ গোলদাতা : ভিক্টর ইয়োকেরেস (সুইডেন); ৯টি • সেরা খেলোয়াড় : নুনো মেনডিজ (পর্তুগাল)।

বাউন্ডারি সীমানায় ক্যাচের নিয়ম পরিবর্তন

বাউন্ডারি সীমানায় ক্যাচ নেওয়ার সময় কিংবা ছক্কা ঠেকাতে গিয়ে অনেক সময় ফিল্ডাররা বাধ্য হয়ে একটি কৌশল অবলম্বন করেন। বলটি ওপরে ছুড়ে দিয়ে সীমানা পেরিয়ে যান। বাউন্ডারি সীমানার বাইরে থাকতেই লাফ দিয়ে বলটি হাতের ধাক্কায় আবারও ওপরে ছুড়ে দিয়ে সীমানার ভেতরে ফেরত পাঠান এবং তারপর ক্যাচটি নেন কিংবা ছক্কা বাঁচান। এই কাজ করতে গিয়ে কেউ কেউ বাউন্ডারি সীমানার বাইরে একাধিকবার শূন্যে লাফিয়েও বল হাত দিয়ে স্পর্শ করেন। ক্রিকেটের আইনপ্রণেতা সংস্থা মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাবের (MCC) নতুন নিয়ম অনুযায়ী এভাবে ক্যাচ নেওয়া কিংবা ছক্কা বাঁচানো আর বৈধ থাকছে না। নতুন নিয়ম অনুযায়ী একজন ফিল্ডার বাউন্ডারি সীমানার বাইরে লাফিয়ে শুধু একবারই বল স্পর্শ করতে পারবেন। এরপর সীমানার ভেতরে ঢুকে তাকে ক্যাচ নিতে হবে। নতুন এই নিয়ম কার্যকর হবে ২০২৬ সালের অক্টোবর থেকে।

French Open

আয়োজন : ১২৪তম • স্বাগতিক : ফ্রান্স • ভেন্যু : রোল্যান্ড গ্যারোস স্টেডিয়াম, প্যারিস • সময়কাল : ২৫ মে-৮ জুন ২০২৫ • ক্যাটাগরি : গ্র্যান্ড স্লাম • একক চ্যাম্পিয়ন : পুরুষ- কার্লোস আলকারাজ (স্পেন) ও নারী- কোকো গফ (যুক্তরাষ্ট্র) • মোট প্রাইজমানি : ৫.৬৩৫২ কোটি ইউরো • একক চ্যাম্পিয়ন : ২৫.৫০ লাখ ইউরো।

ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগ

লিগের নাম	দেশ	সময়কাল	চ্যাম্পিয়ন	সর্বোচ্চ গোলদাতা
প্রিমিয়ার লিগ	ইংল্যান্ড	১৬ আগস্ট ২০২৪-২৫ মে ২০২৫	লিভারপুল	মাহামেদ সালাহ; ২৯টি
সিরি আঁ	ইতালি	১৭ আগস্ট ২০২৪-২৫ মে ২০২৫	নাপোলি	মাতিও রেতেগুই; ২৫টি
লা লিগা	স্পেন	১৫ আগস্ট ২০২৪-২৫ মে ২০২৫	বার্সেলোনা	কিলিয়ান এমবাপ্পে; ৩১টি
বুন্দেসলিগা	জার্মানি	২৩ আগস্ট ২০২৪-১৭ মে ২০২৫	বায়ার্ন মিউনিখ	হ্যারি কেন; ২৬টি
লিগ ওয়ান	ফ্রান্স	১৬ আগস্ট ২০২৪-১৭ মে ২০২৫	পিএসজি	ওসমান দেমবেলে ও ম্যাসন গ্রিনউড; ২১টি

উত্তর মেসিডোনিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট Gordana Siljanovska-Davkova

গোল্ডেন শু এমবাপ্পের

রিয়ালের ব্যর্থতার মৌসুমে আপন মহিমায় উদ্ভাসিত কিলিয়ান এমবাপ্পে। প্রথমবারের মতো জিতেন ইউরোপীয় গোল্ডেন শু। বিশ্বকাপের সেরা গোলদাতা হন এমবাপ্পে। এছাড়াও চ্যাম্পিয়নস লিগের সেরা গোলদাতাও হন তিনি। অন্যদিকে, ছয়বার ফ্রেঞ্চ লিগের সেরা গোলদাতা হয়ে পুরস্কারটি নিজের সম্পত্তি বানিয়ে ফেলেন। কিন্তু কখনো ইউরোপিয়ান গোল্ডেন শু জেতা হয়নি তার। ইউরোপিয়ান গোল্ডেন শু এমবাপ্পের জন্য প্রথম হলেও রিয়ালের তৃতীয় খেলোয়াড় হিসেবে এই পুরস্কার লাভ করেন।

এক গোলেই রোনালদোর রেকর্ড

৪ জুন ২০২৫ উয়েফা নেশন্স লিগে জার্মানিকে ২-১ গোলে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে পর্তুগাল। পর্তুগিজদের জয় নির্ধারণী গোলটি করেন পাঁচবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী ৪০ বছর বয়সি ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। জার্মানির বিপক্ষে গোল করা সবচেয়ে বয়স্ক খেলোয়াড় হিসেবে রেকর্ড গড়েন রোনালদো। একইসাথে দেশের 'অভিশাপ' থেকেও মুক্তি লাভ করেন। কেননা সাবেক রিয়াল মাদ্রিদ তারকা আগের পাঁচ ম্যাচেই জার্মানির বিপক্ষে পরাজিত হন। আর পর্তুগাল ২০ জুন ২০০০-এর পর এই প্রথম জার্মানিকে পরাজিত করে। রোনালদো তার ১৩৭তম আন্তর্জাতিক গোল করে ম্যাচের নায়ক হয়ে ওঠেন।

টেস্ট চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকা

আয়োজন : তৃতীয় | আয়োজক : International Cricket Council (ICC) | সময়কাল : ১৬ জুন ২০২৩-২৪ জুন ২০২৫ | ফাইনাল ভেন্যু : লর্ডস, ইংল্যান্ড | অংশগ্রহণকারী দল : ৯টি | মোট ম্যাচ: ৭০টি | চ্যাম্পিয়ন : দক্ষিণ আফ্রিকা (প্রথমবার) | রানার্সআপ : অস্ট্রেলিয়া | ফাইনাল সেরা : এইডেন মার্করাম (দক্ষিণ আফ্রিকা) | সর্বোচ্চ রান : জো রুট (১৯৬৮); ইংল্যান্ড | সর্বোচ্চ উইকেট : প্যাট কামিন্স (৮০টি); অস্ট্রেলিয়া।

- ক্রিকেটে দ্বিতীয়বারের মতো আইসিসির শিরোপা জয় করতে সক্ষম হয় প্রোটিয়ারা। এর আগে ১৯৯৮ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত আইসিসি নকআউট বিশ্বকাপের (বর্তমানে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি) প্রথম আসরে চ্যাম্পিয়ন হয় দক্ষিণ আফ্রিকা।

দ্রুততম ফিফটির বিশ্বরেকর্ড

২০১৫ সালে এবি ডি ভিলিয়ার্স ওয়ানডেতে সবচেয়ে দ্রুত... হাফ সেঞ্চুরির বিশ্বরেকর্ড গড়েন। ১০ বছর পর এবার তার সেই রেকর্ডে ভাগ বসালেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেসার ম্যাথু ফোর্ড। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে এই উদী... টেল-এন্ডার আট নম্বরে নেমে মাত্র ১৬ বলে ফিফটি করেন। কাকতালীয়ভাবে ওয়ান... দ্রুততম ফিফটির রেকর্ডটি ভিলিয়ার্স... করেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে জোহানেসবার্গের সেই ম্যাচে অন... কেবল ফিফটির রেকর্ডই নয় দ্রুততম সেঞ্চুরির বিশ্বরেক... গড়েন এবিডি ভিলিয়ার্স।

স্বীকৃত টি-২০তে এক ইনিংসে বেশি ছক্কা

ছক্কা	খেলোয়াড়	তারিখ
১৯	ফিন অ্যালেন (নিউজিল্যান্ড)	১২ জুন ২০২৫
১৮	ক্রিস গেইল (ওয়েস্ট ইন্ডিজ)	১২ ডিসেম্বর ২০১৭
১৮	সাহিল চৌহান (এস্তোনিয়া)	১৭ জুন ২০২৪
১৭	ক্রিস গেইল (ওয়েস্ট ইন্ডিজ)	২৩ এপ্রিল ২০১৩
১৭	পুনিত বিশত (ভারত)	১৩ জানুয়ারি ২০২১

- ৩৪ বলে সেঞ্চুরি করেন অ্যালেন যা মেজর লিগ ক্রিকেটে দ্রুততম সেঞ্চুরি। নিউজিল্যান্ডের কোনো ব্যাটারের এটি দ্রুততম টি-২০ সেঞ্চুরি।
- ৪৯ বলে ১৫০ রানে পা রাখেন অ্যালেন, যা টি-২০'র দ্রুততম ১৫০। এর আগে ২০২২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ঘরোয়া টি-২০ লিগে ৫২ বলে ১৫০ করেন ডেওয়াল্ড ব্রেভিস।

প্রাইজমানি

দল	ডলার	দল	ডলার
দক্ষিণ আফ্রিকা	৩.৬ মিলিয়ন	শ্রীলংকা	৮.৪০ লাখ
অস্ট্রেলিয়া	২.১৬ মিলিয়ন	বাংলাদেশ	৭.২০ লাখ
ভারত	১৪.৪০ লাখ	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	৬ লাখ
নিউজিল্যান্ড	১২ লাখ	পাকিস্তান	৪.৮০ লাখ
ইংল্যান্ড	৯.৬০ লাখ		

রোল অব অনার

- ২০১৯-২১ : চ্যাম্পিয়ন ➤ নিউজিল্যান্ড • রানার্সআপ : ভারত
- ২০২১-২৩ : চ্যাম্পিয়ন ➤ অস্ট্রেলিয়া • রানার্সআপ : ভারত
- ২০২৩-২৫ : চ্যাম্পিয়ন ➤ দ. আফ্রিকা • রানার্সআপ : অস্ট্রেলিয়া

বাংলাদেশের ১২ টেস্ট

সাল	টেস্ট	সময়	প্রতিপক্ষ	দেশে/বিদেশে
২০২৫	২	জুন-জুলাই	শ্রীলংকা	বিদেশে
২০২৬	২	মার্চ-এপ্রিল	পাকিস্তান	দেশে
২০২৬	২	অক্টোবর-নভেম্বর	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	দেশে
২০২৬	২	নভেম্বর	দক্ষিণ আফ্রিকা	বিদেশে
২০২৭	২	ফেব্রুয়ারি	ইংল্যান্ড	দেশে
২০২৭	২	মার্চ	অস্ট্রেলিয়া	বিদেশে

CamScanner

হাইব্রিড মডেলে নারী বিশ্বকাপ

৩০ সেপ্টেম্বর-২ নভেম্বর ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে ভারতে। বিশ্বকাপের ১৩তম আসরের ভেন্যু হবে ৫টি। যার চারটি ভারতের বেঙ্গালুরু, গুয়াহাটি, বিশাখাপত্তনম ও ইন্দোর এবং শ্রীলংকার কলম্বো নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে থাকবে। এই সিদ্ধান্ত এসেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (BCCI) ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (PCB) মধ্যে সমঝোতায় নির্ধারিত হাইব্রিড মডেলের মাধ্যমে। ২০১৩ সালের পর এই প্রথম নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ আয়োজন করতে যাচ্ছে ভারত।

ক্রিকেটেও ক্লাব বিশ্বকাপ

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ ফুটবলের আদলে একসময় হতো চ্যাম্পিয়নস লিগ টি-২০, যেটিকে ক্লাব ক্রিকেটের বিশ্বকাপ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। কিন্তু স্টেডিয়ামে দর্শকরা, ক্রিকেটপ্রেমীদের আগ্রহের অভাব ও পৃষ্ঠপোষকদের অনাগ্রহের কারণে ২০১৪ সালের পর তা আর হয়নি। প্রায় এক যুগ পর আবারও বিশ্ব ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ নামে নতুনরূপে ফিরতে পারে এই আসর। সেখানে হয়তো বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (BPL) দলকেও দেখা যাবে।

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (IPL)

আয়োজন : ১৮তম। আয়োজক : Board of Control for Cricket in India (BCCI)। সময়কাল : ২২ মার্চ-৩ জুন ২০২৫। ভেন্যু : ১৩টি। অংশগ্রহণকারী দল : ১০টি। মোট ম্যাচ : ৭৪টি। চ্যাম্পিয়ন : রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (প্রথমবার)। রানার্সআপ : পাঞ্জাব কিংস। সর্বোচ্চ রান : সাই সুদর্শন (৭৫৯ রান); গুজরাট টাইটানস। সর্বোচ্চ উইকেট : প্রাসিধ কৃষ্ণা (২৫ উইকেট); গুজরাট টাইটানস। ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট : সূর্যকুমার যাদব (মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স)। ইমার্জিং প্লেয়ার অব দ্য সিজন : সাই সুদর্শন। ফেয়ার প্লে অ্যাওয়ার্ড : চেন্নাই সুপার কিংস। প্রাইজমানি : চ্যাম্পিয়ন- ২০ কোটি রুপি, রানার্সআপ- ১৩ কোটি রুপি, অরেঞ্জ ক্যাপ- ১০ লাখ রুপি ও পার্পল ক্যাপ- ১০ লাখ রুপি।

নাইটহুড উপাধিতে ভূষিত বেকহ্যাম

অবশেষে ব্রিটেনের অন্যতম সম্মানজনক উপাধি পান ইংল্যান্ডের সাবেক ফুটবল অধিনায়ক ও বিশ্বজুড়ে পরিচিত ফ্যাশন আইকন ডেভিড বেকহ্যাম। ১৪ জুন ২০২৫ ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লসের জন্মদিন উপলক্ষে দেওয়া এক সম্মাননাপত্রে 'ক্রীড়া ও দাতব্য' কার্যক্রমে বিশেষ অবদানের জন্য তাকে নাইটহুডে ভূষিত করে যুক্তরাজ্যের রাজপরিবার। নাইটহুড উপাধি পাওয়ায় বেকহ্যাম এখন থেকে 'স্যার ডেভিড বেকহ্যাম' নামে পরিচিত পাবেন।

FIFA ক্লাব বিশ্বকাপ

আয়োজন : ২১তম। আয়োজক : Fédération Internationale de Football Association (FIFA)। সময়কাল : ১৪ জুন-১৩ জুলাই ২০২৫। স্বাগতিক : যুক্তরাষ্ট্র। ভেন্যু : ১১টি শহরের ১২টি স্টেডিয়াম। মোট গ্রুপ ৮টি। অংশগ্রহণকারী দল : ৩২টি। অংশগ্রহণকারী দেশ : ৪৮টি। মোট ম্যাচ : ৬৩টি। উদ্বোধনী ম্যাচ : ইন্টার মায়ামি ও আল আহলি। সবচেয়ে বেশি ধারণ ক্ষমতার মাঠ : ক্যালিফোর্নিয়ার রোজ বোল (আসন সংখ্যা ৮৮,৫০০)। ফাইনালের ভেন্যু : নিউজার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়াম (২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের ফাইনালও এখানেই হওয়ার কথা)।

কোন দল কোন গ্রুপে

গ্রুপ-এ	: ইন্টার মায়ামি, পালমেইরাস, পোর্তো ও আল আহলি
গ্রুপ-বি	: পিএসজি, আতলাতিকো মাদ্রিদ, বোতাফোগো ও সিয়াটেল সাউন্ডার্স
গ্রুপ- সি	: বায়ার্ন মিউনিখ, বেনফিকা, বোকা জুনিয়র্স ও অকল্যান্ড সিটি
গ্রুপ-ডি	: চেলসি, ফ্ল্যামেঙ্গো, ইনস তিউনিস ও এলএ এফসি
গ্রুপ- ই	: ইন্টার মিলান, রিভার প্লেট, মন্টেরে ও রেড ডায়মন্ডস
গ্রুপ-এফ	: ফ্লুমিনেন্স, বরুশিয়া ডর্টমুন্ড, উলসান ও মামেলোডি সানডাউনস
গ্রুপ-জি	: ম্যানচেস্টার সিটি, জুভেন্টাস, ওয়াইদাদ এসি ও আল আইন
গ্রুপ-এইচ	: রিয়াল মাদ্রিদ, সালজবুর্গ, আল হিলাল ও পাচুকা

বেশি শিরোপা ➤ রিয়াল (৫) • বার্সেলোনা (৩) • করিন্থিয়ানস (২) • বায়ার্ন (২) • একবার করে শিরোপা জিতেছে লিভারপুল, চেলসি, সাও পাওলো, ইন্টারন্যাশিওনাল, এসি মিলান, ম্যান • ইউনাইটেড, ইন্টার মিলান ও ম্যানসিটি।

প্রাইজমানি

১ বিলিয়ন ডলার

চ্যাম্পিয়ন : ৪ কোটি ডলার

রানার্সআপ : ৩ কোটি ডলার

বিবিধ

- ক্লাব বিশ্বকাপ ফুটবলারদের মধ্যে দেশের জার্সিতে সর্বোচ্চ ১১২ গোল ইন্টার মায়ামির আর্জেন্টিনার তারকা লিওনেল মেসির।
- ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি ফুটবলার ব্রাজিলের; ১৪২ জন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১০৪ জন আর্জেন্টিনার।
- এই আসরে বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার আছেন ২৬ জন।

উত্তর মেসিডোনিয়ার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী Hristijan Mickoski

CamScanner

বিশ্ব মানচিত্রে বিরোধপূর্ণ অঞ্চল

আবু মুসা দ্বীপ

ইরান ও আরব আমিরাত

হরমুজ প্রণালির কাছে অবস্থিত আবু মুসা দ্বীপের আয়তন ১২.৮ বর্গকিলোমিটার (৪.৯ বর্গমাইল)। দ্বীপটি পারস্য উপসাগরের সবচেয়ে কৌশলগত কয়েকটি দেশের প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিচিত। আবু মুসা দ্বীপের মালিকানা নিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইরানের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ৩০ নভেম্বর ১৯৭১ শারজাহতে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের (MoU) মাধ্যমে ইরান দ্বীপটির অধিকাংশ এলাকার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীতে দ্বীপের পার্শ্ববর্তী বড় তুনব (Greater Tunb) এবং ছোট তুনব (Lesser Tunb) নামক দ্বীপ দুটি দখল করে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের দাবি অনুযায়ী ইরানের শাহ রেজা পাহলভীর কাছে বিক্রি করেছেন দাবি করে ইরানি নৌবাহিনী দ্বীপ তিনটি দখল করে। সাম্প্রতিক সময়ে ইরান সরকার হরমুজ প্রণালীতে অবস্থিত এ তিনটি দ্বীপে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছে। ২০১০ সালে ইরানের বিপ্লবী গার্ড কোর (IRGC) বড় তুনব দ্বীপে একটি বিমানবন্দর চালু করে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইমাম আলী বিমানবন্দরে নতুন একটি রানওয়ে সংযোজন করে। ইরান এই দ্বীপকে একটি সামরিক ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করছে এবং হরমুজ প্রণালির উপর নজর রাখছে।

নাগার্নো-কারাবাখ

আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া

দক্ষিণ ককেশাসের বিতর্কিত অঞ্চল নাগার্নো-কারাবাখ। অঞ্চলটি নিয়ে প্রতিবেশ দুই দেশ আজারবাইজান-আর্মেনিয়ার বিরোধ অনেক পুরোনো। স্থলবেষ্টিত অঞ্চ নাগার্নো-কারাবাখের আয়তন ৪,৪০০ বর্গকিলোমিটার। এ অঞ্চলে প্রচুর প্রাকৃতি ঝরনা এবং দস্তা, কয়লা, সিসা, স্বর্ণ, মার্বেল ও চুনাপাথরের মজুত রয়েছে। আঙ্গু খেত, বাগান ও রেশম পোকার জন্য তুঁত গাছগুলো উপত্যকায় গজিয়ে উঠেছে। ১৬১৮ সালে বর্তমান আজারবাইজান নামের দেশটি পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় ১৭ শতাব্দীর শেষের দিকে দেশটি অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ৬ অক্টোব ১৮০৬ রুশ শাসনাধীনে আসে। সোভিয়েত যুগে নাগার্নো-কারাবাখ ছিল স্বায়ত্তশাসি এলাকা। ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে নাগার্নো-কারাবাখে প্রথম আর্মেনীয়রা একটি জাতী কাউন্সিল ও সরকার গঠন করে। ১৯২২ সালের ডিসেম্বরে আজারবাইজান সমাজতান্ত্রি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। একই সাথে আর্মেনিয়া, আজারবাইজান এব জর্জিয়াকে নিয়ে গঠন করা হয় Transcaucasian Socialist Federative Sovie Republic (TSFSR)। ৭ জুলাই ১৯২৩ তৎকালীন সোভিয়েত শাসক জোসেফ স্ট্যালিন নাগার্নো-কারাবাখকে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে পরিণত করে আজারবাইজানে সাথে জুড়ে দিয়ে নাম দেন Nagorno-Karabakh Autonomous Oblas (NKAO)। ৫ ডিসেম্বর ১৯৩৬ TSFSR বিলুপ্ত করে আজারবাইজান, জর্জিয়া আর্মেনিয়াকে তিনটি আলাদা প্রজাতন্ত্রে রূপান্তর করা হয়। মূলত তখন থেকে আজারবাইজানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠী এবং নাগার্নো-কারাবাখ এলাকা খ্রিষ্টান আর্মেনীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। ২৯ নভেম্বর ১৯৮৯ নাগার্নো কারাবাখে সোভিয়েত শাসনের অবসান ঘটে। ২৬ নভেম্বর ১৯৯১ NKAO বিলু হয় এবং আজারবাইজান নাগার্নো-কারাবাখ অঞ্চলটির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর ১০ ডিসেম্বর ১৯৯১ নাগার্নো-কারাবাখে আর্মেনীয়রা Republic of Artsakh নামে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের ঘোষণা দেয় এব শুরু হয়ে যায় পূর্ণমাত্রার যুদ্ধ। যুদ্ধের এক পক্ষে থাকে নাগার্নো-কারাবাখ আর্মেনিয়া, অন্যদিকে আজারবাইজান। রাশিয়ার মধ্যস্থতায় ৫ মে ১৯৯৪ দুই পক্ষে মধ্যে Bishkek Protocol নামে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা ১২ ১৯৯৪ কার্যকর হয়। ১৯৯১-৯৪ সালের যুদ্ধে ২০,০০০ মানুষ প্রাণ হারায়, বাস্তুচ্যু হয় ১০ লাখের বেশি। নাগার্নো-কারাবাখ আন্তর্জাতিকভাবে আজারবাইজানের অ হিসেবে স্বীকৃত। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ৪টি এবং সাধারণ অধিবেশনের ২ প্রস্তাবনাসহ আন্তর্জাতিক অনেক সংস্থা দখলকৃত ভূমি থেকে আর্মেনিয়ার প্রত্যাবর্ত দাবি করলেও তা আমলে নেয়নি আর্মেনিয়ার সরকার। ১৫-১৭ মে ২০০৭ ইসলা সহযোগিতা সংস্থার (OIC) পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের ৩৪তম সম্মেলনে রেজ্যুলেশ ৭/৩৪-পি গৃহীত হয়। ২৬ জানুয়ারি ২০১৬ Parliamentary Assembly of th Council of Europe (PACE) কর্তৃক রেজ্যুলেশন ২০৮৫ গৃহীত হয়। উভয়তে বলা হয়, নাগার্নো-কারাবাখ এবং আজারবাইজানের সংলগ্ন অঞ্চলে আর্মেনিয়ার দখল আজারবাইজানের নাগরিকদের জন্য মানবিক ও পরিবেশগত সমস্যা সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশে G Pay

২৪ জুন ২০২৫ বাংলাদেশে প্রথমবার 'গুগল পে'-এর কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। শুরুতে সিটি ব্যাংকের ভিসা ও মাস্টারকার্ড ব্যবহারকারীরা এই সুযোগ পাবেন। পরবর্তীতে এ সেবা আরও বিস্তৃত করা হবে।

গুগল পে

গুগল পে (Google Pay) হলো গুগলের তৈরি একটি ডিজিটাল ওয়ালেট ও অনলাইন পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম, যার মাধ্যমে মোবাইল ফোন ব্যবহার করে খুব সহজে এবং দ্রুত টাকা লেনদেন করা যায়। এটি মূলত Near Field Communication (NFC) বা ব্যাংক লিংকড পেমেন্ট প্রযুক্তির মাধ্যমে কাজ করে। অ্যান্ড্রয়েড ফোন, ট্যাবলেট এবং ঘড়িতে 'গুগল পে' থাকলে সেটির মাধ্যমে সরাসরি দোকানে অথবা অনলাইনে কেনাকাটা করা যায়। এই ওয়ালেটে রাখা যায় পেমেন্ট কার্ড, লয়ালিটি কার্ড, গিফট কার্ড এবং টিকিটের তথ্য।

কিভাবে কাজ করে

গুগল পে ব্যবহার করতে হলে প্রয়োজন NFC প্রযুক্তিযুক্ত অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোন। গুগল পে অ্যাপ সমর্থিত ব্যাংকের ক্রেডিট অথবা ডেবিট কার্ড স্ক্যান করে গুগল অ্যাকাউন্টে যুক্ত করে নিলেই কাজ শেষ। এরপর Point of Sale (POS) মেশিনে পেমেন্ট করার জন্য গুগল পে অ্যাপ চালু করে ফোনটি মেশিনে ছোঁয়ালেই হলো। তবে বাড়তি নিরাপত্তার জন্য প্রতিবার লেনদেনের সময় ফিঙ্গার প্রিন্ট বা পিন যাচাইয়ের অতিরিক্ত নিরাপত্তা স্তর চালু করা যায়। একইভাবে আইফোনে সেটআপ করা যাবে অ্যাপল পে। কার্ডের গোপনীয় তথ্যের নিরাপত্তায় ব্যবহৃত হয় EMV সিস্টেম। ঠিক চিপযুক্ত কার্ডের মতোই। 'গুগল পে' সেবা স্মার্ট ওয়াচ থেকেও ব্যবহার করা যায়। NFC এবং ওয়্যার OS যুক্ত অ্যান্ড্রয়েড স্মার্ট ওয়াচ কাজে লাগিয়ে সহজেই পেমেন্ট করা যায়। স্মার্টফোন বহনের প্রয়োজন নেই।

ব্যবহার

গুগল পে ব্যবহার করতে হলে, স্মার্টফোনে গুগল পে অ্যাপ ইনস্টল থাকতে হবে। এরপর কিছু ধাপ অনুসরণ করতে হবে—

- অ্যাপটি ওপেন করে আপনার গুগল অ্যাকাউন্টে লগ ইন করতে হবে।
- এরপর আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট/ডেবিট/ক্রেডিট কার্ডের তথ্য সংযুক্ত করতে হবে।
- এরপর পিন বা বায়োমেট্রিক সুরক্ষা সেট করতে হবে।
- সব ধাপ সম্পূর্ণ হলে— আপনি টাকা পাঠাতে বা নিতে পারবেন QR কোড স্ক্যান করে। এছাড়াও ফোন নম্বর দিয়েও লেনদেন করতে পারবেন।

সুবিধা

- ঝামেলাহীন লেনদেন : টাকা পাঠাতে বা পেতে অর্থাৎ লেনদেন করতে ব্যাংকে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না।
- দ্রুত ট্রান্সফার : রিয়েল-টাইমে অর্থাৎ মাত্র কয়েক সেকেন্ডেই টাকা লেনদেন করা যায়।
- ইউটিলিটি বিল পেমেন্ট : খুব দ্রুত ও স্মার্টভাবে বিদ্যুৎ বিল, গ্যাস বিল, ইন্টারনেট, মোবাইল রিচার্জ করা যায় গুগল পে-এর মাধ্যমে।
- ব্যবসার জন্য সুবিধা : ছোট বা বড় দোকানদাররা খুব সহজেই QR কোড সেটআপ করে ডিজিটাল পেমেন্ট নিতে পারবেন।
- টাকা হারানোর ভয় নেই : অনেকেই পকেটে করে টাকা বহন করতে গিয়ে ছিনতাইয়ের স্বীকার হন বা হারিয়ে ফেলেন। গুগল পে থাকলে এই টাকা হারানোর ভয় বা ছিনতাইয়ের ভয় আর থাকবে না।
- ইনসেন্টিভ ও রিওয়ার্ড : অনেক সময় গুগল পে ব্যবহার করলে ক্যাশব্যাক পাওয়া যায়।

ডিজিটাল ওয়ালেটের কথকতা

ব্যাংক কার্ড ব্যবহার করে স্মার্টফোন থেকে লেনদেন করার প্রযুক্তি বেশ পুরোনো। ২০০৪ সালে জাপানে চালু হয় বিশ্বের প্রথম ফোনভিত্তিক কন্টাক্টলেস পেমেন্ট সেবা ওসাইফু-কেটাই। লেনদেনের পাশাপাশি মেট্রো টিকিট এবং আইডি কার্ড হিসেবেও এ সেবাটি ব্যবহৃত হয়। বিশ্বখ্যাত ইলেকট্রিক কোম্পানি Sony'র তৈরি ফেলিকা সিস্টেম ব্যবহার করে কাজ করে ওসাইফু-কেটাই। উদ্বোধনের বছরই বিশ্বের প্রথম কন্টাক্টলেস পেমেন্ট সুবিধাসহ মোবাইল ফোন বাজারে বিক্রি শুরু হয়। এটি তৈরি করে প্যানাসনিক, মডেল নম্বর P506I। ২০০৬ সালে পশ্চিমা বিশ্বের প্রথম পেমেন্ট সুবিধাযুক্ত ফোন বাজারে আনে নকিয়া, মডেলটি ছিল 6131 Near Field Communication (NFC) ভেরিয়েন্ট। ২০০৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে প্রথম এই ফোন ব্যবহার করে পেমেন্ট সিস্টেম পরীক্ষামূলকভাবে চালু করে মাস্টারকার্ড পে-পাস। ফোনের পাশাপাশি NFC চিপযুক্ত কার্ডেরও এ সময় দ্রুত প্রসার ঘটে। একই সময়ে POS মেশিনে চিপযুক্ত কার্ড এবং ফোনের কন্টাক্টলেস পেমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে লেনদেন করা যায়। ২৬ মে ২০১১ গুগলের হাত ধরে বাণিজ্যিকভাবে প্রথম বাজারে আসে আধুনিক স্মার্টফোন কন্টাক্টলেস পেমেন্ট সেবা। ওই সময় এর নাম দেওয়া হয় গুগল ওয়ালেট, যা বর্তমানে গুগল পে নামে পরিচিত। ২০ অক্টোবর ২০১৪ অ্যাপল এ ধরনের সেবা চালু করে, যার নাম অ্যাপল পে। এ দুটি সেবাই সারা বিশ্বে জনপ্রিয়। তবে চীনের নিজস্ব আলি পে সিস্টেমের জনপ্রিয়তাও কম নয়। এছাড়া অনেক দেশে স্যামসাং ওয়ালেট সেবাও বহুল ব্যবহৃত।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস

১১ জুলাই ১৯৮৭ বিশ্বের জনসংখ্যা ৫০০ কোটিতে উন্নীত হয়। ১৯৮৯ সালে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (UNDP) গভর্ন্যান্স কাউন্সিল জনসংখ্যা ইস্যুতে বিশ্বব্যাপী ১১ জুলাইকে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৯০ সালে প্রথমবারের মতো ৯০টি দেশে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদ্‌যাপিত হয়।

জনসংখ্যা

'জনসংখ্যা' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ Population। Population শব্দটি ল্যাটিন populus থেকে এসেছে, যার অর্থ জনগণ। জনসংখ্যা বলতে সাধারণত একটি ভূখণ্ডের নির্দিষ্ট জনসমষ্টিকে বোঝায়। রাষ্ট্র গঠনের ৪টি উপাদানের অন্যতম উপাদানটি জনসংখ্যা। জনসংখ্যা ব্যতীত কোনো দেশ বা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

জনসংখ্যা তত্ত্ব

১৭৯৮ সালে থমাস রবার্ট ম্যালথাস An Essay on the Principle of Population as it affects the Future Improvement of Society বইয়ে তার বিখ্যাত জনসংখ্যা তত্ত্ব প্রকাশ করেন। এ তত্ত্ব অনুসারে খাদ্য শস্যের উৎপাদন যখন গাণিতিক হারে বৃদ্ধি পায় তখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক হারে। স্বাভাবিক নিয়মে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে খাদ্য সংকট এমনকি দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সময়ের আবর্তে বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব বাংলাদেশ ও বিশ্বের অনেক দেশেই ভুল প্রমাণিত হয়।

জনশুমারি

কোনো দেশের বা কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষ গণনাকেই মূলত জনশুমারি (Census) বলা হয়। ল্যাটিন শব্দ censere থেকে Census শব্দটি এসেছে। জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে জনশুমারি একটি জনগোষ্ঠীর বা দেশের জনসংখ্যা গণনার সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় তথ্য সংগ্রহ, তথ্য একত্রীকরণ এবং জনমিতিতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক তথ্যাদি প্রকাশ করাকে বোঝায়। একটি দেশে জনশুমারি সাধারণত দশ বছর পর পর হয়ে থাকে। ২ আগস্ট ১৭৯০ যুক্তরাষ্ট্র ও ১৮০১ সালে ফ্রান্সে প্রথমবারের মতো জনশুমারি পরিচালিত হয়। ১৮৭২ সালে ভারত উপমহাদেশে প্রথম জনশুমারি হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালে প্রথম জনশুমারি করা হয়। দেশে এই পর্যন্ত ছয়টি জনশুমারি অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় জনসংখ্যা নীতি

১৯৭৩ সালে বাংলাদেশে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্যোৎপাদনে গুরুত্বারোপ করা হয়। ১৯৭৬ সালে জাতীয় জনসংখ্যা কাউন্সিলের সভায় জনসংখ্যাকে দেশের ১ নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ১৯৭৬ সালে জনসংখ্যা নীতির রূপরেখা করা হলে এর ধারাবাহিকতায় ২০০৪ সালে জনসংখ্যা নীতি করা হয়। এরপর বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি ২০১২ প্রণয়ন করা হয়।

নিপোর্ট (NIPORT)

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি কর্মসূচি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার একটি আদর্শ আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান তৈরির দিকে দৃষ্টি রেখে ১৯৭৭ সালে জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NIPORT)-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। NIPORT'র পূর্ণরূপ National Institute of Population Research and Training। NIPORT'র প্রধান কার্যালয় ঢাকার আজিমপুরে অবস্থিত।

কার্যাবলি : প্রশিক্ষণ কারিকুলাম ও উপকরণ প্রণয়ন করা। প্রশিক্ষণের নতুন ধারণা ও প্রযুক্তি বিষয়ে তথ্য আদান-প্রদান করা। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানকারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান। গবেষণা ও সমীক্ষার ফলাফল বিতরণ করা। প্রশাসনিক, আর্থিক হিসাব নিরীক্ষা করা ও কর্মী ব্যবস্থাপনা।

বিভিন্ন প্রতিবেদনে বাংলাদেশের জনসংখ্যা

প্রতিবেদনের নাম	জনসংখ্যা (কোটি)
বিশ্ব জনসংখ্যা প্রতিবেদন ২০২৫	১৭.৫৭
World Population Prospect ২০২৪	১৭.৩৬
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪	১৭.১০
বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স ২০২৩	১৭.১০
৬ষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২	১৬.৯৮

জনসংখ্যায় শীর্ষ দেশ ও বাংলাদেশের অবস্থান

বিষয়	শীর্ষ দেশ	বাংলাদেশ	বিষয়	শীর্ষ দেশ	বাংলা
বিশ্বে	ভারত	৮ম	সার্কভুক্ত দেশে	ভারত	৩য়
মুসলিম বিশ্বে	ইন্দোনেশিয়া	৩য়	এশিয়ায়	ভারত	৫ম
মুসলিম জনসংখ্যায়	ইন্দোনেশিয়া	৪র্থ	ঘনত্বে	মোনাকো	৬ষ্ঠ

- জনসংখ্যা বিষয়ক শিক্ষাকে বলে Demography
- ২০২২ সালে বাংলাদেশে প্রথম ডিজিটাল পদ্ধতিতে জনশুমারি হয়
- ১ জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত বিশ্বে মোট জনসংখ্যা ৮০৯ কোটি। [যুক্তরাষ্ট্রের আদমশুমারি ব্যুরো]
- জনসংখ্যা বাড়াতে 'বিয়ে ও ভালোবাসা' বিষয়ক কো 'লাভ এডুকেশন' চালু করে চীন
- বিশ্বের সবচেয়ে বেশি জনবহুল শহর টোকিও (জাপা
- বিশ্ব জনসংখ্যা প্রতিবেদন প্রকাশ করে জাতিস জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA)

উত্তর মেসিডোনিয়ার মুদ্রা মেসিডোনিয় দিনার (MK

বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ত্রিপুরা

নামকরণ

ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে চার ধরনের মত প্রচলিত রয়েছে। প্রথমত, রাজমালাসহ সমসাময়িক গ্রন্থাদির তথ্য মতে মহাভারত যুগে রাজা যযাতি নামে একজন পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। রাজা যযাতির দৌহিত্র মহারাজা দৈত্যের পুত্রের নাম ছিল ত্রিপুর। এই রাজা ত্রিবেগ থেকে উত্তর পূর্ব দিকে ধাবিত হয়ে কিরাত রাজ্য অধিকার করেন এবং ত্রিবেগ ও কিরাত জন জাতির মাঝে মহামিলন ঘটান। ত্রিপুর রাজা তার বিজিত রাজ্যের নামকরণ করেন ত্রিপুরা এবং প্রজাদের নামকরণ করেন ত্রিপুর জাতি। দ্বিতীয়ত, ত্রিপুরী ঐতিহাসিকদের অনেকে মনে করেন অতীতে বর্মণক (আরাকান), চট্টল (চট্টগ্রাম) ও কমলাঙ্ক (কুমিল্লা) এই তিনটি প্রদেশের সমন্বয়ে ত্রিপুরা রাজ্য ছিল এবং উল্লিখিত তিনটি প্রদেশে বৃহৎ তিনটি পুর (নগর) ছিল এবং এই থেকে ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি হয়। তৃতীয়ত, ত্রিপুরীগণের মাতৃভাষার নাম 'কক-বরক'। কক-বরকে পানি বা নদীকে বলা হয় 'তোয়'। আর মোহনাকে বলে 'প্রা'। তোয় ও প্রা শব্দ থেকে ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি। চতুর্থ মতে, বিষ্ণু পুরাণ গ্রন্থে রয়েছে ভারত সাম্রাজ্যের পূর্ব প্রান্তরে কিরাতের বাস। টিবেটো বর্মণ শান বংশীয় জনগোষ্ঠী সেখানে শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করেন। এই রাজ্যটিই মহাভারত গ্রন্থে ত্রৈপুরা, কখনো বা ত্রৈপুরী নামে আখ্যায়িত হয়।

গোড়াপত্তন

ত্রিপুরারা নিজেদের চন্দ্রবংশোদ্ভূত ক্ষত্রিয় কুলজাত বলে দাবি করেন। নৃ-তাত্ত্বিক বিচারে ত্রিপুরা জাতি মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত। এ জাতির পূর্বপুরুষগণ প্রায় ৫,০০০ বছর আগে মঙ্গোলিয়া থেকে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে আগমন করে। এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীর একটি অংশ বোডো (Bodo) বা বোরো (Boro) নামে পরিচিত। রামায়ণ ও মহাভারত সূত্রে জানা যায় ভারতবর্ষের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহ বোডো বা বোরো জাতির নৃপতি কর্তৃক শাসিত হতো। আর্যগণ তাদেরকে কিরাত, দানব ও অসুর নামে আখ্যায়িত করত। ত্রিপুরাদের মূল জনগোষ্ঠীর আবাসস্থল ত্রিপুরা রাজ্যে। শক্তিশালী এ জাতিই পরবর্তীকালে এ উপমহাদেশে ত্রিপুরা জাতি নামে একটি রাজ্যের নামাঙ্কিত করতে সক্ষম হয়। ত্রিপুরা জাতি ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের কাছে 'ত্রিপুরী' নামে পরিচিত। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর ভৌগোলিক অবস্থান ও সীমারেখার কারণে ত্রিপুরা জাতির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বাংলাদেশের নাগরিকত্ব অর্জন করে।

সামাজিক কাঠামো

ত্রিপুরা জাতির সামাজিক কাঠামো পিতৃতান্ত্রিক। পিতার অবর্তমানে জ্যেষ্ঠ পুত্র পরিবারের কর্তা হিসেবে বিবেচিত হয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ হিসেবে পুত্র সন্তানেরাই পিতার জীবদ্দশায় কিংবা দেহান্তরের পর সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ভোগ দখলের অধিকারী হয় এবং পিতার বংশ পরিচয়ে পরিচিত হয়। ত্রিপুরারা ৩৬টি গোত্রে বিভক্ত। কোনো কোনো গোত্রে কন্যা সন্তানেরা পিতার বংশ পরিচয়ে না হয়ে মাতৃবংশ পরিচয়ে পরিচিত হন এবং মাতৃসম্পত্তির ভোগ দখলের অধিকারী হন।

ভাষা

ত্রিপুরা জাতি যে ভাষায় কথা বলে তা কক-বরক নামে অভিহিত। কক-বরক ভাষাটি ৫৮৫-১৯৪৯ সাল পর্যন্ত স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের রাষ্ট্রভাষা ছিল। ত্রিপুরা ভারতে যোগ দিলে কক-বরক রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা হারায়। ১৯ জানুয়ারি ১৯৭৯ ভারত সরকারকর্তৃক কক-বরক পুনরায় রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে। ভাষাটি Austronesian Family ভাষার অন্তর্গত Asian বিভাগের Tibeto Burmese গোত্রভুক্ত।

জনসংখ্যা

২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী ত্রিপুরাদের মোট জনসংখ্যা ১,৫৬,৬২০ জন। এর মধ্যে তিন পার্বত্য জেলায় ত্রিপুরাদের মোট জনসংখ্যা ১,৩৩,৩৭২ জন।

ত্রিপুরা বসবাসে শীর্ষ ১০ উপজেলা ও জেলা

অবস্থান	উপজেলা		জেলা	
	নাম	জনসংখ্যা	নাম	জনসংখ্যা
১ম	খাগড়াছড়ি সদর	২৮৫৭৬	খাগড়াছড়ি	৯৮৫০০
২য়	মাটিরাঙ্গা (খাগড়াছড়ি)	২৩৬৪৭	বান্দরবান	২২৫৭২
৩য়	পানছড়ি (খাগড়াছড়ি)	১৩২৯৫	চট্টগ্রাম	১৫৮৯৪
৪র্থ	গুইমারা (খাগড়াছড়ি)	১০০০৭	রাঙ্গামাটি	১২৩০০
৫ম	ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম)	৮৯৯১	মৌলভীবাজার	১০৭৯
৬ষ্ঠ	দিঘীনালা (খাগড়াছড়ি)	৮৫২৩	চাঁদপুর	১০৩৮
৭ম	রামগড় (খাগড়াছড়ি)	৮০৬৫	হবিগঞ্জ	১০৩১
৮ম	থানচি (বান্দরবান)	৬৩৩৬	ঢাকা	১২১৮
৯ম	লামা (বান্দরবান)	৫৭৫৫	কুমিল্লা	৫১১
১০ম	বাঘাইছড়ি (রাঙ্গামাটি)	৫৪৫৭	কক্সবাজার	৪৯৭

Fact File ইংরেজি নাম : Tripura • বসবাসে শীর্ষ উপজেলা : খাগড়াছড়ি সদর • বসবাসে শীর্ষ জেলা : খাগড়াছড়ি • ভাষা : কক-বরক • ধর্ম : সনাতন বা হিন্দু • পরিবার : পিতৃতান্ত্রিক • জনসংখ্যা : ১,৫৬,৬২০ • ত্রিপুরাদের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান বৈসুক বা বৈসু • ত্রিপুরাদের বর্ষপঞ্জিকার নাম : ত্রিপুরাব্দ, সংক্ষেপে লেখা হয় 'ত্রিং'।

উত্তর মেসিডোনিয়া পূর্বে যুগোস্লাভিয়ার অন্তর্গত ছিল

বীর মুক্তিযোদ্ধার সংজ্ঞায় পরিবর্তন এনে ৩ জুন ২০২৫ জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি করা হয়। এর আগে ১৫ মে ২০২৫ উপদেষ্টা পরিষদের সভায় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল অধ্যাদেশটি অনুমোদন দেওয়া হয়।

নতুন সংজ্ঞায় বীর মুক্তিযোদ্ধা

মুক্তিযোদ্ধার সংজ্ঞা

১৯৭২ সালে বাংলাদেশ (মুক্তিযোদ্ধা) কল্যাণ ট্রাস্ট গঠনের সময় মুক্তিযোদ্ধার সংজ্ঞা দেওয়া হয়— 'freedom fighter' means any person who had served as a member of any force engaged in the war of liberation. অর্থাৎ যিনি মুক্তিযুদ্ধে যেকোনো একটি বাহিনীর সদস্য হিসেবে যুদ্ধ করেছেন, তিনিই মুক্তিযোদ্ধা। এছাড়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল— যারা প্রতিরক্ষা বাহিনী, পুলিশ বা সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত, কিংবা সরকারি পেনশনভোগী বা যাদের নিয়মিত আয়ের উৎস ছিল, তারা মুক্তিযোদ্ধার আওতায় আসবেন না। ৬ নভেম্বর ২০১৬ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তৎকালীন সরকার মুক্তিযোদ্ধার সংজ্ঞা নতুন করে নির্ধারণ করে। যা ১০ নভেম্বর ২০১৬ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ জাতীয় সংসদে 'বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮' পাসের মাধ্যমে Bangladesh (Freedom Fighters) Welfare Trust Order, 1972 রহিত করা হয়। একই সাথে মুক্তিযোদ্ধার নতুন সংজ্ঞা যুক্ত করা হয়। এরপর ২৯ আগস্ট ২০২২ জাতীয় সংসদে 'জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন, ২০২২' পাসের মাধ্যমে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন, ২০০২ রহিত করা হয়। একই সাথে এই আইনেও মুক্তিযোদ্ধার সংজ্ঞা যুক্ত করা হয়।

নতুন সংজ্ঞা

যারা ২৬ মার্চ-১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরে গ্রামে-গঞ্জে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং যে সকল ব্যক্তি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের সীমানা অতিক্রম করে ভারতের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে হানাদার ও দখলদার পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনী এবং তাদের এই দেশীয় সহযোগী রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস্, তৎকালীন মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম এবং দালাল ও শান্তি কমিটির বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন এইরূপ সকল বেসামরিক নাগরিক উক্ত সময়ে যাদের বয়স সরকারকর্তৃক নির্ধারিত সর্বনিম্ন বয়সের মধ্যে; এবং সশস্ত্র বাহিনী, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ই.পি.আর), পুলিশ বাহিনী, মুক্তি বাহিনী, প্রবাসী বাংলাদে[শ] সরকার (মুজিবনগর সরকার) ও উক্ত সরকারকর্তৃক স্বীকৃ[ত] অন্যান্য বাহিনী, নৌ কমান্ডো, কিলো ফোর্স, আনস[ার] সদস্য এবং বাংলাদেশের নিম্নবর্ণিত নাগরিকগণও বী[র] মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবেন, যথা—

- হানাদার ও দখলদার পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদে[র] সহযোগীকর্তৃক নির্যাতিত সকল নারী (বীরাঙ্গনা)
- মুক্তিযুদ্ধকালে আহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের চিকিৎসাসে[বা] প্রদানকারী ফিল্ড হাসপাতালের সকল ডাক্তার, নার্স [ও] চিকিৎসা-সহকারী

মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী

যারা ২৬ মার্চ-১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত বাংলাদেশে[র] মহান স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তরে [ও] প্রবাসে অবস্থান করে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণকে উদ্দীপিত ক[রা] এবং মুক্তিযুদ্ধকে বেগবান ও বাংলাদেশের স্বাধীন[তা] অর্জনকে ত্বরান্বিত করবার প্রয়াসে সংগঠকের ভূমি[কা] পালন, বিশ্বজনমত গঠন, কূটনৈতিক সমর্থন অর্জন এ[বং] মনস্তাত্ত্বিক শক্তি অর্জনের প্রেক্ষাপটে নিম্নবর্ণিত যেসক[ল] বাংলাদেশের নাগরিক প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ সহযোগিতা করেছেন, যথা—

- যেসকল বাংলাদেশি পেশাজীবী মুক্তিযুদ্ধের স[ময়] বিদেশে অবস্থানকালে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশেষ অব[দান] রাখেন এবং যেসকল বাংলাদেশি নাগরিক বিশ্বজন[মত] গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন
- যেসকল ব্যক্তি মুক্তিযুদ্ধকালীন গঠিত প্রবাসী বাংলাদে[শ] সরকারের (মুজিবনগর সরকার) অধীন কর্মকর্তা বা কর্ম[চারী] বা দূত এবং উক্ত সরকারকর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ডাক্ত[ার] নার্স বা অন্যান্য সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন ক[রেন]
- মুক্তিযুদ্ধকালীন গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ [এর] প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর সরক[ার]) সহিত সম্পৃক্ত সকল Member of National Assemb[ly] MNA বা Member of Provincial Assemb[ly] MPA যারা পরবর্তীকালে গণপরিষদের সদস্য (Mem[ber] of Constituent Assembly) হিসেবে গণ্য হন
- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সকল শিল্পী ও ক[লা]কুশলী এবং দেশ ও দেশের বাহিরে মুক্তিযুদ্ধের স্ব[পক্ষে] দায়িত্ব পালনকারী সকল বাংলাদেশি সাংবাদিক
- স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল।

বিভিন্ন সময়ে মুক্তিযোদ্ধার তালিকা

১৯৮৪ সালে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই লক্ষ্যে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়। এর আওতায় মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের সংগৃহীত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা, চট্টগ্রামের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের (EBRC) তালিকা এবং ভারত থেকে প্রাপ্ত তালিকা থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের এই তালিকা প্রস্তুত করা হয়।

সাল	তালিকা	মুক্তিযোদ্ধা
১৯৮৬	প্রথম জাতীয় কমিটি	১,০২,৪৫৮
১৯৮৮	মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট	৭০,৮৯২
১৯৯৪	তৃতীয় তালিকা	৮৬,০০০
১৯৯৮-২০০১	মুক্তিযোদ্ধা সংসদ প্রকাশিত মুক্তিবার্তা	১,৫৪,৪৫২
২০০১-২০০৬	১৫ সদস্যের জাতীয় কমিটি	২,১০,৫৮১
২০০৬	সরকারি গেজেট	১,৯৮,০০০
২০২৩	ষষ্ঠ দফার চূড়ান্ত (সমন্বিত) তালিকা	২,০৮,৮৫১

বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি

১৩ অক্টোবর ২০১৪ জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের সভায় একাত্তরে পাকিস্তানি বাহিনী এবং রাজাকারদের হাতে নির্যাতিত নারীদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এরপর ২৯ জানুয়ারি ২০১৫ জাতীয় সংসদে এ প্রস্তাব পাস হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৪১ জন বীরাঙ্গনাকে মুক্তিযোদ্ধা স্বীকৃতি দিয়ে গেজেট প্রকাশ করে। বর্তমানে বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৫০৪ জন।

মুক্তিযোদ্ধার ন্যূনতম বয়স

জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের (জামুকা) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০১৬ সালের পূর্বে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি পেতে যেকোনো আবেদনকারীর বয়স ১৯৭১ সালে ন্যূনতম ১৫ বছর হওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। ৬ নভেম্বর ২০১৬ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নতুনভাবে অন্তর্ভুক্তির জন্য মুক্তিযোদ্ধার বয়স ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ন্যূনতম ১৩ বছর নির্ধারণ করা হয়। এরপর ২১ জানুয়ারি ২০১৮ নতুন করে জারি করা প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, ৩০ নভেম্বর ১৯৭১ যেসব মুক্তিযোদ্ধার বয়স ন্যূনতম ১২ বছর ৬ মাস ছিল, তাদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

সম্মানী ও উৎসব ভাতা

বর্তমানে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা মাসিক ২০,০০০ টাকা, এছাড়া দুই ঈদে ১০,০০০ টাকা করে আরও ২০,০০০ টাকা এবং বিজয় দিবসে ৫,০০০ টাকা ও বাংলা নববর্ষে ২,০০০ টাকা ভাতা পান।

যুদ্ধাহত ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সম্মানি ভাতা

শ্রেণি	পঙ্গুত্বের ধরন ও হার	মাসিক ভাতা ও অন্যান্য			উৎসব ভাতা (২টি)	মহান বিজয় দিবস (শুধু জীবিত মুক্তিযোদ্ধার জন্য)	বাংলা নববর্ষ ভাতা
		মূল ভাতা	চিকিৎসা ভাতা	খাদ্য ভাতা			
যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা	'এ' শ্রেণি (৯৬-১০০%)	৩০,০০০	২,০০০	৫,০০০	৩০,০০০	৫,০০০	২,০০০
	'বি' শ্রেণি (৬১-৯৫%)	২৮,০০০	২,০০০	৫,০০০	২৮,০০০	৫,০০০	২,০০০
	'সি' শ্রেণি (২০-৬০%)	২৩,০০০	২,০০০	৫,০০০	২৩,০০০	৫,০০০	২,০০০
	'ডি' শ্রেণি (১-১৯%)	২০,০০০	২,০০০	৫,০০০	২০,০০০	৫,০০০	২,০০০
শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার	—	২৩,০০০	২,০০০	৫,০০০	২৩,০০০	০	২,০০০
বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা শহিদ পরিবার	—	২৮,০০০	২,০০০	৫,০০০	২৮,০০০	০	০

খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার সম্মানি ভাতা

শ্রেণি	মাসিক মূল ভাতা	উৎসব ভাতা (২টি)	বিজয় দিবস ভাতা (জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের)	বাংলা নববর্ষ ভাতা
বীরশ্রেষ্ঠ	৩০,০০০	—	—	২,০০০
বীর উত্তম	২৫,০০০	১০,০০০	৫,০০০	২,০০০
বীর বিক্রম	২০,০০০	১০,০০০	৫,০০০	২,০০০
বীর প্রতীক	২০,০০০	১০,০০০	৫,০০০	২,০০০

[']এ' শ্রেণির যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা যতদিন জীবিত থাকবেন [ত]তদিন উপরোক্ত আর্থিক সুবিধাদির অতিরিক্ত হিসেবে [স]াহায্যকারী ভাতা হিসেবে মাসিক ৮,০০০ টাকা প্রাপ্য হবেন। [উ]ক্ত 'এ' শ্রেণির যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুর পর তাঁর [প]রবর্তী সুবিধাভোগী এই আর্থিক সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

অন্যান্য সুবিধা

- ২০ অক্টোবর ২০২০ মুক্তিযোদ্ধাদের নামের আগে 'বীর' শব্দটি ব্যবহারের বিধান করে গেজেট প্রকাশ করে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
- অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন প্রকল্পের নাম 'বীর নিবাস'।
- ২৩ জুলাই ২০২৪ জারি করা প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী সরকারি চাকরির নিয়োগে মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনার সন্তানদের জন্য ৫% কোটার বিধান করা হয়।

বাংলাদেশের চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর আমদানি-রপ্তানির গুরুত্বপূর্ণ অন...
বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরকে দেশের লাইফ লাইন বলা হয়ে থাকে। সম্প্রতি ...
বন্দরের নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল বিদেশিদের তত্ত্বাবধানে দেওয়ার সিদ্...
নেয় বর্তমান সরকার। এরফলে নানা সমালোচনার সৃষ্টি হ...
এরই প্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে এবারের আয়োজ...

চট্টগ্রাম বন্দর
গেটওয়ে টু ওয়ার্ল্ড ট্রে...

সমুদ্র বন্দর

সমুদ্র বন্দর হলো উপকূল বা সৈকতের এমন একটি স্থান যেখানে এক বা একাধিক পোতাশ্রয়ে জাহাজ নোঙর করে স্থলভাগে মালপত্র বা যাত্রী আদানপ্রদান করতে পারে। নৌবহনযোগ্য জলভাগ ও জমির আয়াসগম্যতা লক্ষ্য করে বন্দরের স্থান নির্বাচন করা হয়। এছাড়াও আরও কয়েক ধরনের বন্দর হয়ে থাকে। যথা— স্থল বন্দর, নৌ বন্দর।

চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর

চট্টগ্রাম বন্দর বাংলাদেশের প্রধান সামুদ্রিক বন্দর। পর্তুগিজদের অধীনে চট্টগ্রাম 'পোর্টো গ্র্যান্ডে' (Porto Grande) বা বিশাল বন্দর নামে পরিচিতি পায়। ১৬৬৫ সালে বাংলার মুঘল সুবেদার শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম বন্দর দখল করেন। ইংরেজ শাসনামলে ১৮৮৭ সালে চট্টগ্রাম বন্দরের জন্য প্রশাসনিক ও নীতি নির্ধারণী ব্যবস্থা গৃহীত হয় এবং একই বছর Port Commissioner's Act-এর অধীনে একটি পোর্ট ট্রাস্ট গঠন করা হয়। ১৯১০ সালে চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে রেলওয়ে সংযোগ সাধিত হয়। ১৯২৬ সালে চট্টগ্রাম বন্দরকে মেজর পোর্ট ঘোষণা করা হয়। ৫ এপ্রিল ২০২২ জাতীয় সংসদে 'চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ বিল, ২০২২' পাস করে ১৯৭৬ সালের অধ্যাদেশটি রহিত করা হয়। ১৩ এপ্রিল ২০২২ রাষ্ট্রপতি বিলটিতে স্বাক্ষর করলে তা আইনে পরিণত হয়।

চট্টগ্রাম বন্দরে টার্মিনাল

চট্টগ্রাম বন্দরে বর্তমানে ৪টি টার্মিনাল রয়েছে। এগুলো হলো— জেনা... কার্গো বার্থ (GCB), চট্টগ্রাম কন্টেইনার টার্মিনাল (CCT), নিউ... কন্টেইনার টার্মিনালে (NCT) এবং পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল (P... জাহাজ থেকে কন্টেইনার ওঠানো-নামানোর জন্য ২০০৭ সালে চট্ট... বন্দরে গড়ে উঠেছিল নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল (NCT)। নিউ... টার্মিনাল হলো সুপার স্ট্রাকচার সমৃদ্ধ একটি আন্তর্জাতিক মা... টার্মিনাল যা জাহাজ থেকে কন্টেইনার ওঠানো-নামানোর জন্য ব্যব... হয়। চট্টগ্রাম বন্দরে বর্তমানে যে চারটি কন্টেইনার টার্মিনাল চালু র... তার মধ্যে ৯৫০ মিটার লম্বা নিউমুরিং টার্মিনাল সবচেয়ে বড়। উক্ত... চট্টগ্রাম বন্দরের পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনালে পূর্ণাঙ্গ গেটওয়ে ভে... অপারেশন শুরু করেছে সৌদি আরবভিত্তিক রেড সি গেটওয়ে টার্মি... ইন্টারন্যাশনাল (RSGT)।

প্রস্তাবিত বে টার্মিনাল : ২০ এপ্রিল ২০২৫ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষ... নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় বে টার্মিনাল মেরিন ইনফ্রাস্ট্রাক... ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট অনুমোদন দেওয়া হয়। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃ... ২০২৫ সালের এপ্রিল থেকে ২০৩১ সালের জুন নাগাদ এই প্রকল্পটি বাস্ত... করবে। এ প্রকল্পটি উত্তর হালিশহরের আনন্দবাজার এলাকায় হবে...

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ সরকারের নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের অংশ হিসেবে এক... চেয়ারম্যান ও চারজন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত একটি বোর্ড চট্ট... বন্দরের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করে। ১৯০০ সাল পর্যন্ত চট্ট... বন্দর এ কমিশনার্স এবং আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে কর্তৃক পরিচা... হয়। এই দ্বৈত-প্রশাসন বিলুপ্ত করে ১৯৬০ সালে এর নতুন নাম... হয় 'পোর্ট ট্রাস্ট'। পরবর্তীকালে চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাস্ট বিলুপ্ত করে 'চট্ট... বন্দর কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ-১৯৭৬' জারি করা হয় এবং বন্দরের ... নামকরণ করা হয় 'চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ'।

■ **বিশেষ তথ্য :** বাংলাদেশে ৩টি সমুদ্র বন্দর রয়েছে। যথা— চট্ট... বন্দর, মোংলা বন্দর ও পায়রা বন্দর। এছাড়াও নির্মাণাধীন ... সমুদ্র বন্দর মাতারবাড়িতে অবস্থিত।

অবস্থান : চট্টগ্রাম শহরে • যে নদীর তীরে অবস্থিত : কর্ণফুলী নদীর মোহ... • পরিচালনায় : চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ • প্রথম চেয়ারম্যান : ইঞ্জিনিয়ার এম এ ... • যে মন্ত্রণালয়ের অধীন : নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় • প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : চট্টগ্রাম ব... কর্তৃপক্ষ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট • টার্মিনাল : ৪টি (প্রস্তাবিত ১টি) • পোতাশ্র... গভীরতা : সর্বোচ্চ ৯ মিটার এবং সর্বনিম্ন ৬ মিটার • মোট জেটি : ১৭টি • মুরিং ... নির্মিত : ১৮৮৮ সালে • বিশ্বের ১০০ ব্যস্ততম কন্টেইনার বন্দরের তালিকায় চট্ট... বন্দর : ৬৭তম • প্রথম ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কন্টেইনার টার্মিনাল : আরএসজি...

মেসিডোনিয়া যুগোস্লাভিয়া থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে ৮ সেপ্টেম্বর ১...

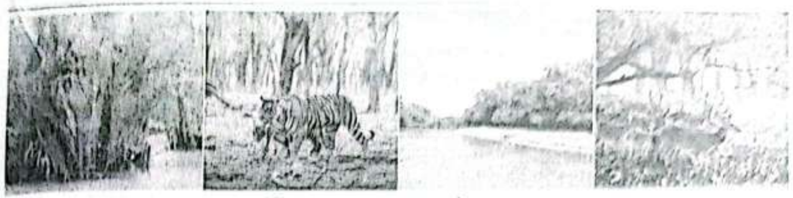

সুন্দরবন : বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন

২৬ জুলাই ২০২৫ আন্তর্জাতিক ম্যানগ্রোভ দিবস। বাংলাদেশের ফুসফুস খ্যাত সুন্দরবন বিশ্বের সর্ববৃহৎ অখণ্ড ম্যানগ্রোভ বন এবং প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের এক অনন্য স্থান। সুন্দরবন বাংলাদেশের দক্ষিণ অংশে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের বদ্বীপ এলাকায় অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম জোয়ারধৌত গরান বনভূমি। এ বনভূমি নিয়ে এবারের বিস্তারিত আয়োজন।

নামকরণ

বাংলায় 'সুন্দরবন' (Sundarban)-এর আক্ষরিক অর্থ 'সুন্দর জঙ্গল' বা 'সুন্দর বনভূমি'। সুন্দরবনের নামকরণ নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে— বনভূমির অপূর্ব সৌন্দর্যের কারণে একে সুন্দরবন বলে। আবার সমুদ্রের তীরে বনের অবস্থান বলে সমুদ্রবন থেকে কালক্রমে নাম হয় সুন্দরবন। তবে সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয় যে সুন্দরবনের নামকরণ করা হয় এর প্রধান গাছ সুন্দরীর (*Heritiera fomes*) নাম থেকেই।

অবস্থান ও আয়তন

সুন্দরবন বিশ্বের একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন যা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলা এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ও উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় অবস্থিত। রায়মঙ্গল ও হাড়িয়াভাঙ্গা নদী সুন্দরবনকে বাংলাদেশ ও ভারতের অংশে বিভক্ত করেছে। ১৯১১ সালে সুন্দরবনকে 'ট্র্যাক্ট অব ওয়াস্ট কান্ট্রি' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। তখন হুগলী নদীর মোহনা থেকে মেঘনা নদীর মোহনা পর্যন্ত প্রায় ১৬৫ মাইল (২৬৬ কি.মি) এলাকাজুড়ে এর সীমানা নির্ধারিত হয়। একই সাথে চব্বিশ পরগনা, খুলনা ও বাকেরগঞ্জ এ তিনটি জেলা অনুযায়ী এর আন্তঃসীমা নির্ধারণ করা হয়। জলাধারসহ পুরো এলাকার আয়তন হিসাব করা হয় ৬,৫২৬ বর্গ মাইল (১৬,৯০২ বর্গ কি.মি)। কিন্তু পরবর্তীতে সংকুচিত হয়ে আয়তন হয় ১০,০০০ বর্গ কি.মি. (৩,৮৬১ বর্গ মাইল)। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের সময় সুন্দরবনের ৬,০১৭ বর্গ কি.মি. বা ২,৩২৩ বর্গ মাইল (৬০.১৭%) বাংলাদেশ অংশে পড়ে; যা বর্তমানে বাংলাদেশের আয়তনের ৪.১৩% এবং বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির ৩৮.১২%। বাংলাদেশ অংশে অবস্থিত সুন্দরবনের স্থলভাগের আয়তন ৪,১৪৩ বর্গ কি.মি (৬৯%) এবং নদী, খাঁড়ি ও খালসহ বাকি জলভাগের আয়তন ১,৮৭৪ বর্গ কি.মি. (৩১%)। গবেষণায় বলা হয় বাংলাদেশে গত ২৫ বছরে সুন্দরবনের আয়তন কমেছে ১০,৯৮০ হেক্টর।

জেলাভিত্তিক সুন্দরবন

জেলা	উপজেলা	আয়তন (হেক্টর)
বাগেরহাট	মোংলা	৮০,৭৫৬.১৯
	মোড়েলগঞ্জ	৩,০০১.৮৮
	শরণখোলা	১,৪৫,৫৯৯.৪০
খুলনা	দাকোপ, কয়রা, পাইকগাছা	১,৮৪,২৯৬.৮৫
সাতক্ষীরা	শ্যামনগর	১,৮৬,৭৩১

ইতিহাস

খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের আগে গঙ্গার মূল প্রবাহ থেকে ভৈরব ও পদ্মা নদী প্রবাহিত হওয়ার পর সুন্দরবন অঞ্চলে ব-দ্বীপের সৃষ্টি হয়। মুঘল আমলে (১২০৩-১৫৩৮) স্থানীয় এক রাজা পুরো সুন্দরবনের ইজারা নেন। ১৭৫৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সুন্দরবনের মানচিত্র তৈরি করে। ১৮২৮ সালে ব্রিটিশ সরকার সুন্দরবনের স্বত্বাধিকার অর্জন করে। ১৮২৯ সালে এল. টি হজেয সুন্দরবনের প্রথম জরিপকার্য পরিচালনা করেন। ১৮৬৫ সালের বন আইনের ২নং ধারা অনুযায়ী ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫ বর্তমান খুলনা এবং বাগেরহাট জেলাধীন সুন্দরবনের বনাঞ্চলকে সংরক্ষিত ঘোষণা করা হয়। ১ আগস্ট ১৮৭৬ বর্তমান সাতক্ষীরা জেলাধীন সুন্দরবনের বনাঞ্চলকে সংরক্ষিত ঘোষণা করা হয়। ১৮৭৮ সালের বন আইনের ৩৪নং ধারা অনুযায়ী পূর্বে সংরক্ষিত বন হিসেবে ঘোষিত খুলনা, বাগেরহাট এবং সাতক্ষীরা জেলাধীন সুন্দরবনের বনাঞ্চলের সীমানা ২৩ জানুয়ারি ১৮৭৯ পুনঃনির্ধারণ পূর্বক গেজেট প্রকাশিত হয়। সুন্দরবনের প্রথম বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নাম এম. ইউ. গ্রীন। ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫ গেজেটের মাধ্যমে সুন্দরবনের সংরক্ষিত বনাঞ্চলের সীমানা পুনঃনির্ধারণ করা হয়। ১৯৯৩ সালের পূর্বে সুন্দরবনসহ সমগ্র উপকূলীয় এলাকার বনাঞ্চল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব 'প্লান্টেশন সার্কেল'-এর উপর অর্পিত ছিল। ১৯৯৩ সালে প্লান্টেশন সার্কেল বিভক্ত হয়ে যায় এবং সুন্দরবনের সংরক্ষিত বনাঞ্চল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নবপ্রতিষ্ঠিত 'খুলনা সার্কেল'-এর উপর ন্যস্ত করা হয়। ২০০১ সালে সুন্দরবন বিভাগ বিভক্ত করে সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগ ও সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

মেসিডোনিয়া প্রজাতন্ত্রের একটি নতুন সংবিধান গৃহীত হয় ১৭ নভেম্বর ১৯৯১

প্রশাসন

সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চল বাংলাদেশ বন বিভাগের খুলনা অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণাধীন। এর আওতাধীন দু'টি বন বিভাগ রয়েছে— সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগ যার সদর দপ্তর খুলনায় এবং সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগ যার সদর দপ্তর অবস্থিত বাগেরহাটে। সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের আওতায় ২টি রেঞ্জ (চাঁদপাই ও শরণখোলা)। আর সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগের আওতায় ২টি রেঞ্জ (খুলনা ও সাতক্ষীরা)।

সুন্দরবনে বাঘ এখন ১২৫টি

৮ অক্টোবর ২০২৪ বন বিভাগ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা প্রকাশ করে। ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের মার্চ পর্যন্ত সুন্দরবনে এ জরিপ পরিচালনা করা হয়। বাঘের একমাত্র আশ্রয়স্থল সুন্দরবনে বর্তমানে বাঘের সংখ্যা ১২৫টি। বাঘগুলোর মধ্যে ৮৪টি ক্যামেরায় ছবি শনাক্ত করে আর বাকি ৪১টি শনাক্ত করা হয় বাঘের পায়ের ছাপ (পাগমার্ক) চিহ্নিত করে। ১৯৭৫ সালে সুন্দরবনে প্রথমবারের মতো বাঘ শুমারি অনুষ্ঠিত হয়। ২০০৪ সালে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (UNDP) সহায়তায় বন বিভাগ পাগমার্ক (পায়ের ছাপ) পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত জরিপে ৪৪০টি রয়েল বেঙ্গল টাইগার গণনা করে। এরপর ২০১৮ সালে ক্যামেরা ট্র্যাপিং পদ্ধতির মাধ্যমে বাঘ শুমারি করে বন বিভাগ জানায়, সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা ১১৪টি। বর্তমান বিশ্বে মাত্র ১৩টি দেশে বাঘের অস্তিত্ব রয়েছে।

সুন্দরবনের মধু

'সুন্দরবনের মধু' দেশের ৪৩তম ভৌগোলিক নির্দেশক (GI) পণ্য। ৯ আগস্ট ২০১৭ বাগেরহাটের জেলা প্রশাসক GI'র জন্য আবেদন করে। ৩০ এপ্রিল ২০২৫ আনুষ্ঠানিকভাবে সুন্দরবনের মধুর GI নিবন্ধন সনদ দেওয়া হয়। সুন্দরবনের মধু সংগ্রহকারীরা স্থানীয়ভাবে মৌয়াল নামে পরিচিত। ১৮৬০ সাল থেকে সুন্দরবনের মধু সংগ্রহ করা হচ্ছে। সুন্দরবনের আয়তন ও মধু উৎপাদনের সিংহভাগ বাংলাদেশের। তবে ২০২৪ সালে নিজেদের পণ্য হিসেবে মধুর GI স্বীকৃতি নেয় ভারত।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য

■ **নদ-নদী ও খাল :** উল্লেখযোগ্য নদী— পশুর, শিবসা, শেলা, ভদ্রা, যমুনা, রায়মঙ্গল, ভোলা, মরজাত, ঝপঝোপিয়া, আড়পাঙ্গাসিয়া, বলেশ্বর, মালঞ্চ ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য খাল— শাপলা, মরাভোরা, কটকা, বাদামতলা, মৃগামারি, করমজল, জোংড়া, হরিণটানা, মরাপশুর নন্দবালা, ধানসাগর, নিশানখালী ইত্যাদি।

- সুন্দরবনে ভারত-বাংলাদেশ অংশকে বিভক্ত করেছে রায়মঙ্গল ও হাড়িয়াভাঙ্গা নদী।
- শিবসা নদীর অধিকাংশই সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত।

■ **প্রধান উদ্ভিদ :** সুন্দরী, গেওয়া, কেওড়া, পশুর, ধুন্দল, গরান, কাঁকড়া, বাইন ইত্যাদি।

■ **বন্যপ্রাণী :** রয়েল বেঙ্গল টাইগার, হরিণ, বানর, শুকর, কুমির, ডলফিন, গুইসাপ, অজগর, হরিয়াল, বালিহাঁস, গাংচিল, বক, মদনটাক, মরালিহাঁস, চখা, ঈগল, মাছরাঙা ইত্যাদি। এছাড়াও রয়েছে চিত্রা হরিণ, মায়া হরিণ, রেসাস বানর, বন বিড়াল, সজারু, উদ বিড়াল এবং বন্য শূকর।

■ **পর্যটন স্থান :** করমজল, হাড়বাড়ীয়া, দুবলার চর, হিরণপয়েন্ট, সুপতি, কটকা, চিত্রালী, নীলকমল, শেখের টেক মন্দির, মান্দারবাড়ীয়া সমুদ্র সৈকত, দোবেকী, কালিরচর, মৃগামারী ইত্যাদি।

■ **কুমির প্রজনন কেন্দ্র :** ১৯৯৭ সালে সুন্দরবনের দুবলারচরে লোনাপানির কুমির ধরা পড়ার পর করমজলে বন বিভাগ কুমিরের বংশ বৃদ্ধির প্রাথমিক কাজ শুরু করে। প্রকৃতি সংরক্ষণ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা IUCN'র তালিকায় লোনা পানির কুমিরকে বাংলাদেশে বিপন্ন প্রজাতি হিসেবে তালিকাভুক্ত করে হয়। এই কুমিরের প্রজনন বৃদ্ধি ও লালন-পালনের জন্য ২০০০ সালে সুন্দরবনের করমজলে বন বিভাগের উদ্যোগে দেশের একমাত্র সরকারি 'কুমির প্রজনন কেন্দ্র' স্থাপন করা হয়। খুলনা জেলার দাকোপা উপজেলার বানিশান্তা ইউনিয়নে করমজলে কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে কেবল সুন্দরবন এলাকাতেই প্রাকৃতিক পরিবেশে লোনা পানির কুমির দেখা যায়।

ম্যানগ্রোভ বন

ম্যানগ্রোভ (Mangrove) একধরনের বিশেষ শ্বাসমূলীয় উদ্ভিদ, যা সাধারণত সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলের লোনা পানিতে জন্মায়। জোয়ারের সময় শ্বাসমূলের সাহায্যে ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ শ্বসন কাজ চালায়। এদের মূল থেকে একটা ডালের মতো চিকন অংশ মাটি ভেদ করে উপরে উঠে আসে। জোয়ারের সময় যখন মাটির উপরে পানি জমে যায়, তখন এই শ্বাসমূলগুলো পানির উপরে ভেসে থাকে। এই শ্বাসমূলগুলোর মাথায় এক ধরনের শ্বাসছিদ্র থাকে, যাদের বলে নিউমাটাপো। এদের সাহায্যে ম্যানগ্রোভ গাছেরা শ্বাস নেয়। সুন্দরী, গেওয়া, পশুর, ধুন্দল, কেওড়া, বাইন, গোলপাতাসহ ৭০টি প্রজাতি ম্যানগ্রোভ হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ। বিশ্বে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের দিক থেকে শীর্ষস্থানে রয়েছে ইন্দোনেশিয়া।

বাংলাদেশের ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল

ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল	অবস্থান	পরিমাণ (হেক্টর)
প্রাকৃতিক (সুন্দরবন)	খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা	৬,০১,৭০০
উপকূলীয় বনায়ন (কৃত্রিম)	নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার	১,৯৬,০০০

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা

প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন এবং টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নম্বর আইন) এর ৫ নম্বর ধারার উপধারা (১) —এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৯৯৯ সালে সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্টের চতুর্দিকে ১০ কিলোমিটার বিস্তৃত এলাকাকে সরকার কর্তৃক প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area— ECA) হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ECA এলাকায় মাটি, পানি ও বায়ুর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয় এমন যেকোনো কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হয়। ২০১৭ সালে সুন্দরবনের চারপাশে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে অনুমোদন দেওয়া হয়। সর্বশেষ ১২ মে ২০২৫ প্রজ্ঞাপন জারি করে ECA'র মধ্যে নতুন কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।

বাওয়ালি

সুন্দরবনে যারা গোলপাতা সংগ্রহ করেন তাদের বাওয়ালি নামে ডাকা হয়। গোলপাতা কাটার সময় হিংস্র জন্তুর আক্রমণ ও অন্যান্য দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা বাউলদের সাহায্য নেয় বলে তাদের নাম হয় বাওয়ালি। লোকবিশ্বাস অনুসারে বাউলেরা বাঘ-বাঁধার মন্ত্র জানে। তারা গণ্ডি কেটে বাঘ বন্দি করে কিংবা মন্ত্র পড়ে বাঘের মুখ বন্ধ করে দেয়। সুন্দরবনের বর্ষপঞ্জি এবং প্রশাসনিক কর্মপদ্ধতি অনুসারে বাওয়ালিদের জীবন পরিচালিত হয়। সুন্দরবনের একটি প্রাকৃতিক অর্থকরী সম্পদ গোলপাতা। নামে গোল হলেও এ পাতা গোলাকার নয়, লম্বা। সবুজ বর্ণের এই পাতা অনেকটা নারকেল গাছের পাতার মতো।

বিশ্ব ম্যানগ্রোভ দিবস

১৯৮০ সাল থেকে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ বন ধ্বংস হতে শুরু করেছে। ২০১৫ সালে UNESCO সাধারণ অধিবেশনে ২৬ জুলাইকে বিশ্ব ম্যানগ্রোভ দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এই দিবসের লক্ষ্য হলো ম্যানগ্রোভ বন সংরক্ষণে সচেতনতা বাড়ানো।

সুন্দরবন দিবস

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০১ পরিবেশ আন্দোলনের আওতায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনার স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রূপান্তর ও পরশের উদ্যোগে এবং দেশের আরও ৭০টি পরিবেশবাদী সংগঠনের অংশগ্রহণে প্রথম জাতীয় সুন্দরবন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে ১৪ ফেব্রুয়ারিকে 'সুন্দরবন দিবস' ঘোষণা করা হয়। এরপর থেকে দেশে প্রতি বছর সুন্দরবন দিবস পালিত হয়।

বিশ্ব ঐতিহ্য

৬ ডিসেম্বর ১৯৯৭ ইউনেস্কো সুন্দরবনের ১,৩৯,৭০০ হেক্টর বা ১,৩৯৫ বর্গ কিলোমিটারকে প্রাকৃতিক ঐতিহ্য ঘোষণা করে। এটি ইউনেস্কো ঘোষিত ৭৯৮তম বিশ্ব ঐতিহ্য। এর পূর্বে ২১ মে ১৯৯২ সুন্দরবনকে রামসার কনভেনশনের আওতায় ৫৬০তম রামসার সাইট ঘোষণা করা হয়।

সুন্দরবনের বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

নাম	অবস্থান	আয়তন (হে.)	প্রজ্ঞাপন জারি
পানখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	খুলনা	৪০৪.০০	০৪.০৩.২০২০
শিবসা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	খুলনা	২১৫৫.০০	০৪.০৩.২০২০
ভদ্রা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	খুলনা	৮৬৮.০০	০৪.০৩.২০২০
দুধমুখি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বাগেরহাট	১৭০	২৯.০১.২০১২
চান্দপাই বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বাগেরহাট	৫৬০	২৯.০১.২০১২
ঢাংমারী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বাগেরহাট	৩৪০	২৯.০১.২০১২
সুন্দরবন পূর্ব বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বাগেরহাট	১,২২,৯২০.৯০	২৯.০৬.২০১৭
সুন্দরবন পশ্চিম বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	সাতক্ষীরা	১,১৯,৭১৮.৮৮	২৯.০৬.২০১৭
সুন্দরবন দক্ষিণ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	খুলনা	৭৫,৩১০.৩০	২৯.০৬.২০১৭

– প্রথম ৬টি ডলফিন অভয়ারণ্য।

বিশেষ তথ্য

- ♦ সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার বলা হয় বাগেরহাটকে।
- ♦ একমাত্র সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানার মুন্সীগঞ্জ থেকে সরাসরি দেখা যায় সুন্দরবনের সবুজ আবহ।
- ♦ কক্সবাজারে মাতামুহুরী নদীর মোহনায় যে ম্যানগ্রোভ বন রয়েছে তা 'চকোরিয়া সুন্দরবন' নামে পরিচিত।
- ♦ সুন্দরবনে যারা মধু সংগ্রহ করে তাদেরকে মৌয়াল বলা হয়।
- ♦ সুন্দরবন মুক্তিযুদ্ধে ৯নং সেক্টরের অধীনে ছিল।
- ♦ সুন্দরবনের সর্বাধিক অংশ পড়েছে, জেলা হিসেবে বাগেরহাট এবং উপজেলা হিসেবে শ্যামনগর (সাতক্ষীরা)।
- ♦ সুন্দরবনে মাছ আহরণ (মেট্রিক টন) : ২৮,৮৮৮ ➤ বাগেরহাট ২৩,৭১৩ • সাতক্ষীরা ৩,২৬০ • খুলনা ১,৯১৫।

জেলা ব্র্যান্ডিংয়ে সুন্দরবন

সাতক্ষীরার আকর্ষণ সড়কপথে সুন্দরবন — বাগেরহাট : ঐতিহ্যের সাথে সুন্দরবনের পথে